# ত্রীত্রতিক্ত-তরঞ্গি।

মহাত্মত্ব-পূজ্যপাদ-ত্রীযুক্ত প্রভূবিপিনবিহারিদেবগোস্টামিনা বিরচিতা।

> তদীয়মধ্যমাত্মজ-ব্রীললিতারঞ্জনগোস্বামিনানূদিতা।

বৈষ্ণবজনকিঙ্করভক্তিভূষণ
আযুক্ত বিহারিলালরামস্য পূর্ণাসুকুল্যেন

২৮ সংখ্যকবনমালিসরকারষ্ট্রীটতঃ

অন্তবাদকেনৈব প্রকাশিতা।

### কলিকাতা রাজধায়াং

৩৩৬ সংখ্যক অপার চিৎপুর রোডস্থিতে শ্রীনীদমণি ধরেণ মুদ্রিতা চ।
শকাব্দাঃ ১৮২৪।

## ভূমিক।।

একথানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্বাচার্য্য-গণের বৃহদ্ গ্রন্থরাশি সমালোচনা করিয়া, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় জাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে অনেককেই নানা অস্ত্রবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অভাব মোচনের জন্ম কোন কোন সংগ্রাহক কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দর্ভনিচয় যে ধারাবাহিক সামঞ্জন্ত রক্ষা করতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে, এরূপ আমরা বলিতে পারি না। পূর্বাচার্য্য-গণের লিখিত বিধিসমূহ ও আচার্য্যানুগামী সজ্জনগণের চিরন্তন ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া, প্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ অল্লায়তনে সরলভাবে সমাকরপে লিখিত না থাকার, এই গ্রন্থের (প্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর) অৰতারণা। বিশেষতঃ দেখা যায়, প্রীগোড়ীয় বৈষণ্ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষার বৈচিত্রমাত্র নানাবিধ অমূলক সন্দেহের ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এতাদৃশ স্থল সমূহে সরল নিরপেক সংসিদ্ধান্ত সকল যাহাতে সাধারণে অবগত হন এবং পাঠকগণ ধাহাতে নিরপেক্ষভাবে ভুবনপাবন শ্রীশ্রীচৈতগুচক্রের অমল শিক্ষাও সদাচারের স্ক্ত অমুসরণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশে এই গ্রন্থানি ( শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী) প্রচারিত হইল।

কলিকাতা ৬৮।১ কেথিডাল মিসন লেনস্থ "সংক্ষিপ্ত বৈশ্বব নিত্যকর্ম" রচয়িতা সাধুজনের স্থল্ল্ ভাগবতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রাম ভক্তিভূষণের নিরতিশয় আগ্রহ ও ঐকান্তিক যত্নে পরমারাধ্যপদ মদীয় পিতৃদেব প্রভূপাদ এই গ্রন্থানি সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনকালে তিনি যে কিরূপ অসামান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থপাঠকালে তাহা, সকলেই বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থণানিতে তিনটা তরঙ্গে শ্রভগবন্তক্তের সদাচার সমূহ, বিধি ও রাগভেদে সাধক-জীবনের নিত্যকৃত্য ও তদান্ত্রমূলিক সকল কথাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার যাবতীয় মন্ত্র, প্রয়োগ-বিধি ও তাৎপর্য্য সমূহ ইহাতে নিবদ্ধ আছে। ইহাতে শ্রহরিভক্তি-বিলাসাদি-সন্মত বিধিশাস্ত্রাবলীর এক ক্রিকান্তিক ভক্তরতানিচয়ের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। মূল কথা, ত

সিদ্ধান্তাংশ ব্যতীত বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহের এরপ নির্ঘণ্ট পূর্বেই হয় নাই বলিলেও অত্যক্তি হইবে না। স্বপ্রকাশিত বস্তর অধিক পরিচয় আবশ্যক করে না বলিয়া, আমরা গ্রন্থ সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

গ্রন্থানি অন্নকালের মধ্যে রচিত ও মুক্তিত হওয়ায় ক্ষিপ্রতা প্রযুক্ত অনেক স্থলে সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠবের ক্রটী লক্ষিত হইতে পারে। অশেষ বৈক্ষব শাস্ত্রাধ্যাপক পিতৃদেব প্রভুপাদ যদিও গ্রন্থ সঙ্কলনে কোন প্রকার শ্রমকার্পণ্য করেন নাই, তথাপি নিদারুণ দৈবত্বটনা প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার লেখনীতে যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রকাশান্তরে পরিবর্ত্তিত হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশকালে পূজ্যপাদ মদীয় অগ্রজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভ্ ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, অনেক বিষয়ে বত্ব করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর বিভাভূষণ এম, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার পদনিধি বি, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি, পণ্ডিত ৺ভারিণীচরণ ঘোষাল বিভারত্ব, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ ভক্তি দিদ্ধান্তসরস্বতী ও চৈতন্ত-যন্ত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মুদ্রালিপি শোধনকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পিতৃদেবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহাঁদের চেষ্টা ও পরিশ্রম গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

भकाकाः ১৮२८। देकार्छ। শ্রীললিতারঞ্জন শর্মা।

### প্রস্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

वर्कमान जिनात कान्ना महकूमात्र অन्तर्गठ ৫ পाँ माहेन (२॥• আড়াই ক্রোশ) পশ্চিমে ত্রীপাট বাঘনাপাড়া গ্রাম বা ব্যাদ্রপাদাশ্রম। কলিপাৰনাবতার এতিচিতগুচন্দ্রের প্রিয়পার্যদ এময়বদীপ কুলিয়ানিবাসী বহু তন্ত্রপ্রণেতা শ্রীমচ্ছকড়ি বা মাধবদাস চট্টোপাধ্যায়-তনয় শ্রীমদংশীবদন প্রভুর পৌল্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয়া শ্রীমতী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর পালিত পুল্র শ্রীমদ্রামচন্দ্র গোস্বামি প্রভু কর্তৃক বাঘনাপাড়া গ্রাম ও তথার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমদ্যোপীশ্বর জীউয়ের দেবা সংস্থাপিত হয়। পাটুলীর কুলীন কুলরঞ্জন সর্বানন্দী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বংশাবতংস শ্রীবংশীবদন প্রভুর বংশের অধন্তনগণ শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার গোস্বামি প্রভু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাঁদের শিষ্য সকলের মধ্যে যাঁহারা मास्थानात्रिक मञ्जाठारयात्र काया करतन, उन्नर्या श्रीविक शति ठीकूरतत বংশে পানাগড়ের গোস্বামীগণ, এবিজুক্ষ্ণ দাসের বংশে তপোবনের গোস্বামীগণ, औरवज्ञां शिक्राज्ञ वंश्य उक्तीज शास्त्राমीगण, औक्षणा-নন্দের বংশে জগতী মঙ্গলপুরের গোস্বামীগণ, শ্রীশ্রামদাসের বংশে ছেতেগড় পরগণার ঠাকুরগণ ও প্রীগোকুলাননের বংশে কাঁটাবনের গোসামীগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতি এংশীশিকা, এতি চৈত অচজোদ মের व्यस्ताम প্রভৃতির রচয়িতা কুলনগরনিবাসী প্রীপ্রেমদাস, প্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের সেবাধিকারী গোস্বামীগণ, হেতমপুরের রাজবংশ প্রভৃতিও বাঘনাপাড়ার গোস্বামীগণের শিষ্য। বাঘ্নাপাড়ায় এবং অভাভ স্থানের বহু কুলীন ব্রহ্মাণ ঐ গোস্বামী প্রভুগণের শিষ্য।

ঠাকুর প্রবংশীবদন প্রভু হইতে অপ্তম পুরুষে প্রীযুক্ত প্রভু প্রেমলাল দেবগোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হুইটী পুত্র;—জ্যেষ্ঠ বনমালী ও কনিষ্ঠ প্রীদীননাথ। ঐ দীননাথের একমাত্র পুত্র প্রীবিপিনবিহারী। ১৭৭২ শকাব্দার প্রাবণ বাদের তৃতীয় দিবদে বুধবার শুক্লানবমী তিথিতে প্রদোষকালে প্রীয়তী নর্ম্মণী দেবীর গর্ভে বিপিনবিহারী বাঘনাপাড়ায় জন্মলাভ করেন। যাতা আড়াই বংসরের শিশুকে প্রীঅপর্ণা দাসী নামী পরিচারিকা করে রাথিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি পিতার নিকটে থাকিয়া

যথোচিত সময়ে বাঘ্নাপাড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন।
পরে কিছুদিন পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৮ মহেশচক্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের
চতুপ্পাটিতে, বাঘ্নাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তৈপাড়া নিবাসী
কৈলাশচক্র গোস্বামীর নিকট ও বারাণসীল্রবিদ্য পণ্ডিত ৮ ব্রহ্মব্রত
সামাধ্যায়ী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। ফলতঃ শারীরিক অস্ত্রস্তা
ও নানাকারণে বিদ্যোপার্জনকালে তাঁহার অনেক প্রতিবন্ধক হইয়াছিল।
তিনি কাল্না লক্ষ্মণ পাড়ার ৮ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়
কন্সার পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৮৬ শকালায় চতুর্দশ বর্ষ বয়াক্রমকালে
তাঁহার পিতা দীননাথ দেব গোস্বামী প্রভু পরলোক গমন করেন, স্ক্তরাং
সেইকাল হইতেই তিনি স্বাবলম্বনবলে সাংসারিক স্কল বিপদ সম্পদের
মধ্যে নিজ কর্ত্ব্যকর্ম্ম সম্পাদনে বিমুধ হন নাই।

দাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিপিনবিহারী তেলিনীপাড়ার ব্রাহ্মসমাজের নবকুমার বাব্র পরামর্শে ব্রাহ্মধর্মাফুনীলন করেন। বাঘনাপাড়ার জনৈক গোস্বামীর প্ররোচনার তিনি ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্ব কররিসক নামা উপসম্প্রদায়ের পাঠক শ্রেণীভুক্ত হন। অন্নদিন মধ্যে ঐ উপধর্মের অপকর্ষতা দর্শন করিয়া প্রীক্র্মুইচতন্ত প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈশুব বা ভাগবত ধর্মে শ্রদ্ধা লাভ করেন। কাল্না-প্রবাসী বিখ্যাত সিদ্ধভক্ত প্রীবৈকুপ্রাসী প্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশরের নিকট বৈশ্ববধর্ম-প্রসঙ্গ আলোচনা করণানস্তর তাঁহার প্রচুর প্রসন্ধতা লাভ করেন। ঐ সময় তিনি প্রীপাট বাদ্মাপাড়ার বৈকুপ্রাসী প্রীল যজ্জেশ্বর গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেইকালে "পূর্ণচল্লোদয়" "এডুকেশন গেজেট" "প্রেমপ্রচারিণী" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তিনি বৈশ্ববধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

১৭৯৯ শকাবার কাল্না মহকুমার অধীন অকালপোষ-নিবাসী বর্দমান জজ আদালতের প্রশংসিত উকিল বৈষ্ণবপ্রবর দীনজনপালক ৺ রাখালদাস সরকার মহোদয়ের ইচ্ছায় তাঁহাকে বর্দমানে থাকিয়া আড়াই বৎসরকাল শ্রীমন্তাগবত পাঠ করিতে হয়। ১৮০১ শকাবায় সরকার মহাশয়ের প্রার্থনামত তিনি "শ্রীশ্রীহরিনামায়ৃত সিন্ধু" নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। ঐ কালে বর্দ্ধমানের সন্নিকট কয়েক স্থানে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে স্থাসিদ্ধ

ভাগবতবর বৈশ্ববশাস্ত্রবিশারদ্ প্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহো-দয়কে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াল মহকুমায় দীক্ষা প্রদান করেন। ভক্তিবিনোদ তৎকালে নড়াইলের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কালেক্টর ছিলেন।

করেক বর্ষ পরে ভক্তিবিনোদ মহাশরের প্রয়ত্ত্বে "সজ্জনতোষিণী" বৈশ্ববপত্রিকা প্রকাশ হইলে তাহাতে বৈশ্বব জীবনী প্রভৃতি প্রবন্ধাদি নিধিতেন এবং "প্রীবিষ্ণু সহস্র" নামের অমুবাদ প্রচার করেন। গঙ্গার হিতাক নইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থাদি প্রচারে সর্বাগ্রে ইহারই অনেক উদ্যম লক্ষিত হয়।

"यावक्रत्रनार जूनमी ह शृक्रा

গুরুনমস্থ দিবি কাশ্রপাদয়ঃ।

যাবং সমুদ্রে বড়বানল\*চ

বসামি রাজন্ তব চক্র থাতে ॥"

এই বরাহপুরাণোক্ত প্রমাণসহ সদ্বাবস্থা ইনিই অত্যে "দে ব্রাদার্স হিন্দুপ্রেস" পঞ্জিকায় প্রকাশ করেন। ইনিই সর্বাত্যে পঞ্জিকার মধ্যে বৈষ্ণব স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থা নিবদ্ধ করিবার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইনি এ সময়ে "অর্চনামৃত সাগর" নামক একথানি ব্যবহারিক বৈষ্ণব স্মৃতি সম্বনে প্রবৃত্ত হইয়া কিয়দংশ প্রচার করেন, কিন্তু নানাকারণে উহায় প্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল।

কনিকাতা কুমারটুলী ২৮ নং বনমালী সরকারের দ্বীট প্রীপ্রীমহাপ্রভুর ভবনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীর হইরাছিল, ১৮০৫ শকাবদার ইনি হাটথোলার বৈশুবধর্মাবলম্বী কতকগুলি সদ্যশয় আট্যের পূর্ণামুক্ল্যে বহু যত্ন পূর্বক উহার সংস্কার করিয়া, প্রীগোরনিত্যানন্দ-রাধাগোপীনাথ-বলদের প্রভৃতি বিগ্রহ সেবা সমুজ্জলিত করণানন্তর অদ্যাবধি ভগবদ্পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত

একণে তাঁহার একটা কন্তা এবং চারিটা পুত্র। তাঁহার স্থাগার স্বাধার স্বাধার্যাবলম্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমন্তাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, গবর্ণমেন্ট হইতে বৃত্তিলাভ পূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্মের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। অপর পুত্রগণ অধ্যয়নাদি করিতেছেন।

১৮২০ শকালায় ইনি "দশমূল রস বৈষ্ণব-জীবন" ও "মধুর মিলন" নামক অইখানি, গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাবধি মুদ্রান্ধিত হয় নাই। যাহাতে

ঐ গ্রন্থর সত্তর বৈষ্ণব পাঠকগণের হস্তগত হয়, তজ্জন্ম চেষ্টা হইতেছে। ( এীযুক্ত ৰাবু বিহারিলাল রাম ভক্তিভূষণের পবিত্রাকীর্ত্তি এএইরিভক্তি-তরঙ্গিণী-বিক্রমলক অর্থ দারা ঐ তুই গ্রন্থ মুদ্রাঞ্চিত হইবে) "নিবেদন" নামক সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার "বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত" পাঠ করিয়া পাঠকগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। "দশমূল রস" ও "মধুর মিলন" গ্রন্থের কোন কোন অংশ সাময়িক পত্রে প্রকাশ হওয়ায় বৈফব সাধারণ সকলেই প্রীত रुरेग्राहित्नन।

পরিশেষে বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা ৬৮।১ নং কেথিড্রাল মিসন লেন নিবাসী শ্রীবিষ্ণুধর্মনিরত গ্রন্থকারামুগত শ্রীযুক্ত বিহারিশাল রাম ভক্তি-ভূষণের প্রার্থনামত এই "শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিণী" গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। इः (थेत विषय এই (ष, গ্রন্থ সকলনকালে গ্রন্থ করি বিষয় এই (ष, গ্রন্থ সকলা শ্রন্থ প্রভাতকুমারীর বৈধব্য-জনিত নিদারুণ শোকে অভিভূত হইতে হইয়া-ছিল। সমন্তই একৃষ্ণের ইচ্ছাধীন জানিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকতা শোকাভি-ভূত হইয়াও পরমার্থ চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্ত বিচলিত হন নাই। याहारे रुडेक, "অर्फनामृज्मागदात" व्यम्भूर्गजात व्यक्त এरे श्राह्य প্রচারে পূর্ণ হইল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্তার বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার-কল্পে সকল উদ্যম এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইতে পারে ना। देवस्वव मार्वारे व्यवशं व्याहिन (व, कार्वात प्रक्रमनीय প्राचार বৈষ্ণবধর্শের বিরল প্রচার সময়ে এই ধর্ম সংরক্ষণে ও প্রচারে গ্রন্থকর্তা প্রভূপাদ ও শ্রীমন্ত জিবিনোদ মহাশয় সর্কাণ্ডো যে যত্ন করিয়াছেন, করিতে-ছেন এবং করিবেন, তাহা অতুলনীয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলেই जांशामित निक्रे वह अन्नार्ग वक्ष। नार्थिव वार्थ नित्रांत भूर्सिक धर्मात শিশুদ্ধতা সংরক্ষণ আজকাল বড়ই হুরহ; কিন্তু এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে ইহাঁদের পরাঘুখতা নাই, ইহা উদারাশয় কোবিদ মাত্রেই লক্ষ্য कतिरवन, धनमि विख्रत्व।

## সূচীপতং।

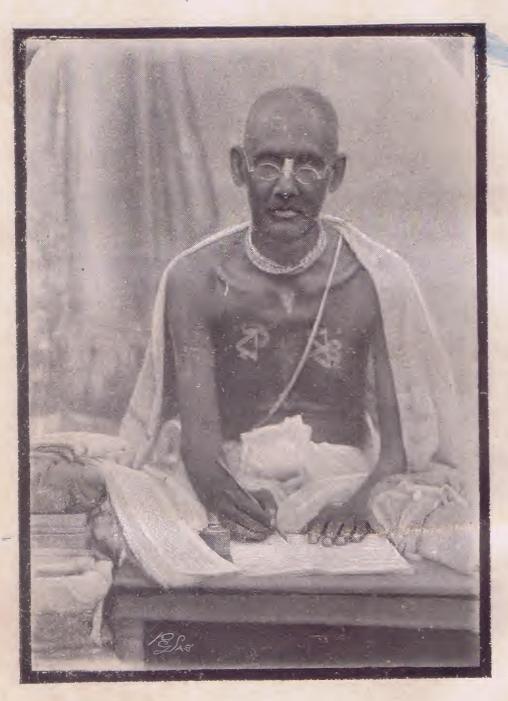
विषय्रीः गुणाकाः		199815	6101
প্রথমতরঙ্গঃ ।	1	শ্রীভগবংপ্রবোধনং	63
দীক্ষিতভ পূজায়া নিতাতা	2	<u>স্থোতাণি</u>	ঐ
त्रमाठांवः	0	निर्माटनगां जोत्र <b>ा</b>	()
वर्षः	8	वी पृथ श्रकाननः	42
ভক্তিঃ	8	প্রিয়মোকাঃ	ত্র
	0	भ <b>ञ्च</b> ननीतां जनः	68
	30	প্রাতঃমানার্থোদ্যমঃ	cc
	S	বিন্মূ ত্রোৎসর্গঃ	69
	00	<i>भो</i> हिविधिः	63
भद्र <b>ा</b> शिक्षः	8	আচমনবিধিঃ	45
	26	<b>म् ख्रशावनविधिः</b>	40
	25	কেশপ্রসাধনং	44
	22	मृज्ञ निथावक्रत्नारमाहममरखी	90
011901	२र्घ	न्नानविधिः	95
HIDIAIO		সকল্পমন্ত্র*চারং	92
দ্বিতীয়তরঙ্গঃ ৷		গঙ্গাদি তীর্থস্মরণং	ক
কাল-নির্ণয়ঃ	80	সঙ্গমন্ত্ৰ*চায়ং	95
নিতাকৃত্যানি	85	তত্ত্বৈব প্রাণায়ামঃ	B
ত্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীর্ত্তনং	82	তত্ত্বৈব ষড়ঙ্গন্তাসঃ	92
<b>खक्सानः</b>	813	ভৱৈব তীৰ্থাবাহনং	p.
ওক্তোত্র: প্রস্কার্যনার	প্র	শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতস্থানং	42
গুরুপ্রণামঃ	ঠ	শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ	25
আশ্বচিন্তনং	ঠ	मामाग्राका (मरामिछर्भनः	व
প্রাতঃশ্বরণকীর্ত্তনে	80	গৃহলানং	48
প্রাতঃপ্রণামঃ	89	मामटवनीय मन्त्रा	49
विकाशनः	4	नक्तावार <b>ा</b> ९भर्याः	200
<b>थ</b> नामवाक्रानि	86	कृष्णमन्त्रा	200

<b>वियग्राः</b>	পত্রাঙ্কাঃ।	विषयाः	প্রাক্ষাঃ।
বিশেষতো দেবাদি তর্পণং	222	<ul><li>लागमिनमिनख्यवङ्गानीना</li></ul>	ન
শূর্দ্রস্থ তর্পণবিধিঃ	>25	निरयधः	264
তবৈকান্তভক্তাভিপ্রায়ঃ	, >29	পাককর্ম	ক্র
গ্রীভগবন্দির সংস্থারঃ	202	देनदवन्तरः	500
পীঠবস্তাদি সংস্থারঃ	५०२	देनदवनाभावानि .	165
टेञ्जमानि পাত্রাণাং	ত্র	পঞ্চাব্যং	ऽ७२
वेखानीनाः 💮	>98	পঞ্চামূতং	ক্র
<b>था</b> शानीनाः	500	গুরুসেবাদিকং	<b>্</b>
পূজার্থ তুলদীপুপাদ্যাহরণ	९ ५७७	পূজার্থাসনং	592
তুলস্তবচয় মন্ত্রঃ	509	व्यकामदेवक्षवया मृनामनानि	
তুলশুবচন্ননিষেধকালঃ	204	निटयथमा	<b>5 598</b>
जूनमीनन ह्र्नभः श्रह न नि	र्याृ लः ১৩৯	देवक्षवाहमनः	ক্র
भूष्प	े व	দাদশ তিলকবিধিঃ	599
বিশেষ বিহিতানি	780	উদ্ধপুণ্ডু নির্মাণবিধিঃ	596
বিশেষ নিষিদ্ধানি	585	হরিমন্দিরলক্ষণং	598
बञ्चभात्रगविधिः	>80	তিলকরচনাঙ্গুল্যঃ	240
97	FRETTY !	উৰ্নপুণ্ডু মৃত্তিকাঃ	5
S THE AREA	Carpe 1	<b>শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যং</b>	242
তৃতীয়তরঙ্গঃ।		মুদ্রাধারণবিধিঃ	ক্র
धनार्जनः	>8€	চক্রাদীনাং লক্ষণানি	565
वाम् अकिः	>89	मानामि धात्रभः	260
<b>शक्ष</b> विश्व किंनः	284	<b>माना</b> धां त्र  विधिः	্ৰ
वर्कनः	585	পঞ্চমালাধারণং	sbe
পূজোপচারা:	ক্র	গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ	366
গন্ধঃ	>68	পূজাপাত্রাসাদনং	ক্র
<b>ब्</b> रा:	see	মঙ্গলঘটস্থাপনং	766
<b>मी</b> शः	>09	कनामार्भाग्य विरम्भः	ক্র
मीर्थ नियिकः	3	অৰ্ঘ্যদ্ৰব্যাদীনি	ক্র
मी शनिकां शिंगा कि ता व	seb	মঙ্গলশান্তি পাঠঃ	520

<b>विषयाः</b>	পত্রাস্কা:।	বিষয়াঃ	পত্রান্ধাঃ।
<b>নামাতার্ঘাদিকং</b>	> > > >	গৌরবিশ্বস্তরাবতারঃ	208
আসনশুদ্ধিঃ	228	वाराश्नामि मूजा	२७०
পুষ্পশুদ্ধিঃ	4	বহিঃপূজা	282
ভূতাপসারণং	386	<b>পূ</b> জाস্থানানি	280
অত্রৈকান্তভক্তানামাশয়ঃ	ক	<b>बी</b> मूर्खप्रः	288
গুর্কাদিনতিঃ	589	ত্রীকৃষঃ	₹8€
ভূতশুদ্ধিঃ	रहर	প্রীমদ্দাবনন্ত ধ্যানং	289
অবৈকান্তভক্তানামভিপ্রা	यः २०६	বহিঃপূজা	286
প্রাণায়ামঃ	2.6	<u> </u>	ক্র
্ অঙ্গন্তানঃ	209	প্রাণামমন্ত্র*চারং	202
করন্তাসঃ	2.6	নীরাজনং	200
ঋয়াদিতাদঃ	ক্র	ষত্রেয়ং স্তৃতিঃ	200
আত্মরক্ষা	२०२	<b>था</b> गागविधिः	२७५
<u> আত্মস্বরপচিন্তনং</u>	ক্র	नमकादत्र निविकानि	२७२
ৰণ্টাস্থাপনং	5>0	প্রদক্ষিণা	२७०
ঘণ্টাদি মাহাত্ম্যং	ক্র	প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং	248
প্রীগুরুদেবার্চ্চনং	252	কর্মাদ্যর্পণং	4
শ্রীগুর্নাদৌ পাকৃতবৃদ্ধিনি	रविधः २५१	কর্মার্পণং	२७८
<b>এীগৌরবিশ্বন্তরার্চনং</b>	412 524	কর্মার্পণবিধিঃ	- A
<b>এনিত্যানন্দার্চ্চনং</b>	223	স্বার্পণবিধিঃ	२७७
অবৈতাৰ্চনং	1 222	মূলমন্ত্ৰজ্প:	4
<b>ত্রীগদাধরপণ্ডিতার্চ্চনং</b>	२२७	मर्नाट्यंष्ठं मरहो	२७१
শ্রীবংশীবদনার্চনং	228	প্রার্থনং	292
শ্ৰীবাস পণ্ডিতাৰ্চ্চনং	220	रिनरनां किः	298
পুনশ্চ গৌরাঙ্গার্চনং	२२७	মোক্ষানাদরঃ	\$
<b>এীবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চনং</b>	२२१	वीवानगाना धानः	२१८
ত্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চ্চনং	B = 6	ত্রীকোমারগোপাল ধ্যানং	२१७
শ্রীমদেগারবিশ্বস্তরস্যাষ্ট্রকার	নীনা	बीरं भेग खर भाषान धार्मनः	ক
नी	ना २२२	ত্রীকৈশোরগোপাল ধ্যানং	299
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			

বিষয়াঃ পত্ৰ	<b>* 1 本 1  </b>	বিষয়াঃ প্ৰ	ত্রাকাঃ।	
<b>শ্রীকৃষ্ণভজনমাহা</b> স্ম্যুং	299	নামাপরাধাঃ	०१२	
সেবাপরাধাঃ	२१४	সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতিঃ	७३१	
অপরাধ ক্ষমাপনং	२१२	নিৰ্মান্যধারণং	७३२	
<b>শ্রীশালগ্রামার্চ্চনং</b>	२५०	গ্রীগুর্বাদীনাং পাদোদকপান	ाद्याः व	
বৈষ্ণবানাং নিত্যং শালগ্রামার্গ	র্চনং	ভক্তাদীনাং পাদরজোনিষেবণ		
কৰ্ত্তব্যং	२४४	मञ्जाः	850	
শালগ্রামক্রয়বিক্রয় নিষেধঃ	२४२	रेवस्रवरमवनः	ক্র	
তৎপ্রতিষ্ঠা নিষেধঃ	ক্র	শ্রীমন্মহাপ্রসাদভক্ষণবিধিঃ	७२०	
<b>ীরাধিকার্চ্চনং</b>	२४०	ভক্তোচ্ছিপ্টভক্ষণং	७२२	
ত <b>ন্ত্ৰাশ্ৰ</b> মগ্ৰহণং	२४७	শ্রীভক্তাণাং লক্ষণাদীনি	00>	
<b>শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনং</b>	२४१	শ্রীভগবম্ভক্তসঙ্গঃ	000	
শ্ৰীবলদেবাৰ্চ্চনং	२৮৮	ভক্তসমাগমবিধিঃ	৩৩৭	
<b>এীরেবত্যর্চ্চনং</b>	२৮৯	ভক্তস্তত্যাদি	900	
<b>এীরেবতীরামার্চ্চনং</b>	२२०	বিপ্রপ্রণামাদি	222	
পূজাবিধিবিবেক:	२৯১	নক্তকৃত্যানি	988	
<b>बीरगाभीयता</b> था गिरार्कनः	२२७	প্রণামানি	084	
ত্রীতুলসীবৃন্দাবনং গম্বা ত্রীতুল	नीः	রাগান্থগাভক্তিঃ	०৫२	
পূজয়েৎ	२२२	কামরূপাভক্তিঃ	०००	
পঞ্চৰটী	७०२	সম্বন্ধরপাভক্তিঃ	S. Car	
व्यन्नवाक्षनामिटेन द्वानिद्वमन-		কামানুগাভক্তিঃ	०८१	
মন্ত্ৰ*চামং	0.8	সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ	৩৫৯	
ভোজনবিজ্ঞপ্তিরেষা	000	निषक्तरभग औक्रक्षरमननः	೨೮೦	
জপমালা	906	শ্রীশ্বরণমঙ্গলং স্তোত্তং	৩৬৯	
মালানিশ্মাণবিধিঃ	906	অচ্যুতকথা	७१८	
মালাসংস্কারঃ	৩০৯	বৈ <b>ষ্ণ</b> বসিদ্ধান্তরহন্তং	ই	
জপাञ्चलाामि निर्वशः	055	এতদ্বাতীত অস্থান্ত ব্য	र विषय	
হরিনাম মন্ত্রঃ	७५२	গ্রন্থাভান্তরে দেখিবেন।		

### ত্রী প্রীতিবাপীভর্তুঃ পদক্মলয়োর্দাসদাসাকুদাসঃ



आक्रमार्ड निर्मिन विकार मधी

## শ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী।

### প্রথমতরঙ্গঃ।

শ্রীগুরুং শ্রীহরিং রামং ভক্তং ভাগবতং শিবং।
বাগীং ব্যাসং গণাধীশং নরঞ্চৈব নরোভ্রমং।
প্রণমাম্যসকৃদ্ধক্ত্যা বিশ্বব্যাহতিকাম্যয়া।
হরিভক্তিবিলাসাদিগ্রন্থমালোচ্য যত্নতঃ।
রচয়ামি ভক্তিধার্ত্রীং হরিভক্তি-তরঙ্গিণীং॥ ১॥
বন্দেহনন্তাদ্ভুতিশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্তং মহাপ্রভুং।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্থাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ॥ ২॥

### মর্মার্থ প্রকাশ বঙ্গার্বাদ।

শীগুরু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, ভক্ত, কুষ্ণের বাধারমূর্ত্তি ভাগবত, গোপীশরাখ্য শিব, গণেশ, সরস্বতা, নর ও নরোভমকে বিশ্ববিনাশ কামনায় ভক্তিপূর্বক বারংবার প্রণাম করিয়া, আমি শ্রীহরিভক্তিবিলাস, অফ্টাবিংশতত্ব শ্রৃতি, শ্রীমন্তাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গোতমীয় তন্ত্র, ব্রাহ্মণ সর্ববস্থ, রামার্চচনচন্দ্রিকা, নৃসিংহপরিচর্য্যা, ম্যাদিসংহিতা, ভক্তিরসামৃতিসিদ্ধু, সনৎকুমারসংহিতা, ক্রমদীপিকা, বৈষ্ণবধর্ম্ম স্থরক্রম মঞ্জরী, শ্রুতি, শ্রীভগবদগীতা, উজ্জ্বল নীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, সঙ্কল্প কল্পক্রম ও কতিপর প্রাচীন পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি যত্নের সহিত আলোচনা পূর্বক এই ভক্তিজননী বা ভক্তি ধাত্রী শ্রীহরিভক্তি তরন্ধিণী রচনা করিতেছি। ইহাতে আমার স্বকপোল কল্পিত বাক্য কিছুই নাই। ১। নীচ অর্থাৎ মূর্থাদি

পুংসো গৃহীতদীক্ষস্থ শ্ৰীকৃষ্ণং পূজ্যিষ্যতঃ।
আচারো লিখ্যতে কৃত্যঃ শ্ৰুতিস্মৃত্যনুসারতঃ॥ ৩॥
অথ দীক্ষিত্ত পূজায়া নিত্যতা।
লক্ষমন্ত্ৰস্ত যো নিত্যং নাৰ্চ্চয়েন্মন্ত্ৰদেবতাং।
সৰ্ববৰ্ণশ্লাফলং তস্থানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥ ৪॥

দোষপূর্ণ ব্যক্তিও যাঁহার কুপায় সদাচারের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, সেই অনস্ত ও অদুত ঐশ্ব্যশালী শ্রীটেতশ্য পরমেশ্রকে আমি প্রণাম করি। ২। ঐবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ মাত্রে পুরুষ এবং দ্রীজাতি উভয়েরই শ্রীবিষ্ণুপূজায় অধিকার দেখা যায়। উক্ত শ্লোকের টীকায় টীকাকার স্পর্য্টই লিখিয়াছেন যে, "শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্বেবধানেব তত্রাধিকারাও। যছপি দ্রীণামপ্যধিকারোহস্তি ইতি পূর্ববং লিখিতং তথাপি কর্মান্ত পুঃসঃ প্রাধান্তাৎ পুংস ইতাত্র লিখিতং।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণমাত্রে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণপূজায় অধি-কার হইয়া থাকে। যদ্যপি দ্রীজাতিগণেরও একুফদীক্ষা গ্রহণ-মাত্রে কৃষ্ণপূজায় অধিকার হইয়া থাকে, এই কথা পূর্বেব বলা रहेशार्छ, किन्न পूजामिकर्प्य शूक्रस्वत প्राधाग्यर्ड्, म्लाक्षार्क "পুঃসঃ" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদগ্রু-মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তম্মাদগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাস্থঃ শ্রেষ্টতমং। শাবেদ পরেচ নিঞ্চাতং ব্রহ্মণ্যুপশ-মাশ্রং। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুন্ গাং।" অর্থাৎ সেই পরম বস্তু ভগবান্ বাস্থদেবকে বিশেষরূপে জানিতে হইলে, যজ্ঞীয় कार्ष रस्य नरेया त्वमञ्ज, शत्रवक्ष भिकृत्य निष्ठीवान्, मराजागवज-ভৈষ্ঠি, সদ্গুরু পদবাচ্য প্রাক্ষণ গুরু সনিধানে গমন পূর্ববক, যিনি তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিতে কৃতসক্ষম হইয়াছেন, আমি তাঁহার জন্মই শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে আচার সকল লিখিতেছি।৩। অনন্তর দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার निठा । मयस्म विविद्यारहन त्य, यिनि खुक्त निक्छे मखनां क्रिया

#### অথ সদাচারঃ।

ন কিঞ্চিৎ কস্তুচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তত্মাদবশ্যং সর্বত্র সদাচারো ছপেক্ষতে॥ ৫॥নহাচারবিহীনস্থ স্থমত্র পরত্র চ।
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্থ ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারঃ সমুদ্ধজ্য প্রবর্ততে॥ ৬॥
আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়ভিরক্ষৈঃ।
ছন্দাংস্থেনং মৃত্যুকালে তাজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ ৭॥
সদাচারবতা পুংসা জিতো লোকাব্ভাবপি॥ ৮॥
সাধবঃ ক্ষীণদোষান্ত সচ্ছকঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যতু সদাচারঃ স উচ্যতে॥ ৯॥

নিতামন্ত্রদেবতাকে পূজা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্মাই বিফল।
মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিফাচরণই করিয়া থাকেন। ৪। অথ সদাচার।
সদাচার ব্যতীত কোন ব্যক্তির কোন কার্যাই সিদ্ধ হয় না। সেই
হতু সকল বিষয়ে সদাচারের অপেক্ষা অবশ্যই করিতে হয়। ৫।
সদাচারবিহীনের ইহলোক বা পরলোক, কোন লোকেই স্থখলাভ
হয় না। যে মানব সদাচার উল্লেখন পূর্বক যজ্ঞাদি কার্য্য করেন,
সেই যজ্ঞ, দান ও তপস্থাদি ইহলোকে তাঁহার মঙ্গল প্রদানে সমর্থ
হয় না। ৬। যে ব্যক্তি সদাচারবিহীন, তিনি যদি ষড়ঙ্গের সহিত
বেদনিচয় অধ্যয়ন করেন, তথাপি বেদসমূহ তাঁহাকে পরিত্র করেন
না। যেমন জাতপক্ষ পক্ষিসকল নীড় (বাসা) পরিত্রাগ্র করে,
তদ্ধপ বেদ সমুদায় তাঁহাকে পরিত্রাগ করেন, অর্থাৎ ইহ-পরলোকে
তাঁহাকে কোন কলদান করেন না। ৭। যে ব্যক্তি সদাচারনিরত,
সেই ব্যক্তিই ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। ৮। বাঁহা

আচারপ্রভবা ধর্মঃ সন্ত\*চাচারলক্ণাঃ।
সাধুনাঞ্চ যথারতং স সদাচার ইয়তে ॥ ১০ ॥
আচার এব ধর্মস্ত মূলং রাজন্ কুলস্ত চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুন কুলীনো ন ধার্মিকঃ॥ ১১ ॥
আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
আচার প্রব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো
ধর্মার্থকামফলদো ভবিতেহ পুংসাং।
তত্মাৎ সদৈব বিজ্যাবহিতেন রাজন্!
শাস্ত্রোদিতো হুনুদিনং পরিপালনীয়ঃ॥ ১৩॥
অথ ধর্মঃ।

পাত্রে দানং মতিঃ ক্লফে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।

শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়ি ধং ধর্মালক্ষণং॥ ১৪॥

দের হাদরে কোন প্রকার দোষ নাই, তাঁহারাই সাধু, সংশব্দে সাধুকে বুঝায়। সাধুগণের যে আচরণ, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৯। সর্বরপ্রকার ধর্মই সদাচার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধু সকল আচারসম্পন্ন। সাধুগণ যে প্রকার আচরণ করেন, তাহাকেই সদাচার বলা যায়। ১০। সদাচারই ধর্মের মূল ও বংশের মূল। যে ব্যক্তি সদাচারপরিভ্রুম্ব, তাহাকে কুলীন বা ধার্মিক বলিতে পারা যায় না। ১১। সদাচার ঐশর্য্য উৎপন্ন ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সদাচার হইতে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং সদাচার দরিদ্রতা, অপমৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট করে। ১২। যে সকল মনুষ্য সদাচারের অনুষ্ঠান করেন, সেই সদাচারই মনুষ্য-লোকে তাঁহাদিগকে ধর্মা, অর্থ ও কামরূপ ফল দান করেন। অতএব পণ্ডিত সকল সর্ববদাই অবহিতভাবে প্রতিদিন শাস্ত্রোদিত আচার সকল

অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। ১৩। তাথ ধর্ম্ম। বেদাদি শাস্ত্রনিপুণ

ধর্মো মন্তক্তিক্ৎ প্রোক্তো জ্ঞানকৈ কাত্মাদর্শনং।
তথেষদক্ষা বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চাণিমাদয়ঃ॥ ১৫॥
স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধােকজে।
অহৈত্বক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্থপ্রসীদতি॥ ১৬॥
মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় জায়তে।
মামনাদৃত্য ধর্মোহিপি পাপং স্থান্মৎ প্রভাবতঃ॥ ১৭॥
ধর্মাঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্দেনকথাস্থ যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং।

বিফুভক্ত ব্রাক্ষণকে দান, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি অর্থাৎ মনের সংযোগ, মাতা-পিতার পূজন, স্বধর্ম্মে শ্রন্ধা অর্থাৎ বিশাস, স্ব সম্প্রদায়ামুসারে নিত্য প্রীগুরু প্রভৃতির অর্চন, প্রীগোপালের প্রসন্নতা হেতু নিত্য গোগ্রাস দান, এই ছয়টি ধর্মের লক্ষণ। ১৪। ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণ সমং কহিয়াছেন যে, আমার প্রতি ভক্তি করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। আমার সহিত একাত্মতা দর্শনের নামই জ্ঞান। গুণেতে অসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েতে আসক্তি শূন্যতার নামই বৈরাগ্য। অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি সকলকে ঐশ্বর্য্য বলিয়া জানিবে। ১৫। সকাম ও নিদ্ধামভেদে ধর্ম ছুই প্রকার। সকাম প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। নিকাম নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। আর যাহা হইতে ফলাভিসন্ধানরহিতা ও কাম্যকর্মাদিরূপ বিল্প কর্তৃক অপ্রতিহতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্মা, তাহাই পরম মঙ্গল স্বরূপ, কেননা, তদ্বারা হৃদয় প্রসন্ন হইয়া থাকে। ১৬। এক্রিঞ্চ স্বয়ং ইহাও কহিয়াছেন যে, আমার নিমিত্ত কখন যদি পাপকার্য্য করা হয়, তাহাও ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। আর আমাকে অনাদর পূর্ববিক যদি ধর্মাচরণ করা হয়, তাহাত আমার প্রভাবে পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। ১৭। মম্বাদি শাস্ত্রে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রাসিদ্ধ, পুরুষ কর্ত্ত্ক তাহা স্থন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদ্ধারা যদি সেই

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ ১৮॥ অথ ভক্তিঃ।

ভক্তিঃ পরেশামুভবো বিরক্তি
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্থ যথাশ্বতঃ স্থ্য
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহমুঘাসং॥ ১৯॥
সর্বেরাপাধিবিনিমু ক্তং তৎপরত্বেন নির্মালং।
হুষীকেণ হুষীকেশদেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ২০॥

পুরুষের শ্রীহরি কথায় রতি না জন্মায়, তাহা হইলে পুরুষের সেই ধর্মানুষ্ঠান জন্ম যে শ্রেম, সে শ্রেমমাত্রই জানিতে হইবে। নাম সঙ্কীর্তনাদি দারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ষে ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগই ইহলোকে পুরুষের প্রমধর্ম্ম; সেই প্রম ধর্মকেই ভাগবত ধর্ম বলে। ১৮। অথ ভক্তি। যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টিও ক্ষুধা দূরীভূত হয়, সেইরূপ শ্রীহরিভজন করিতে করিতে প্রেম লক্ষণাভক্তি, পরেশ শ্রীকৃষ্ণানুভব অর্থাৎ পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ রূপের স্ফূর্ত্তি হয়। তন্মিবন্ধন সংসারের উপর বিরক্তি ঐ তুষ্টি আদি কালত্রয়েই এককালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বাক্য দারা পরেশানুভবের নামই প্রোমলক্ষণাভক্তি, ইহা নিশ্চয় হইল। ১৯। ইন্দ্রিগণ দারা হ্রষীকেশ একুষ্ণের সেবনকেই ভক্তি কহা যায়। যদ্যপি জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিশূন্য অমুকূলতাচরণই সেবন শব্দের মুখ্যার্থ ; কিন্তু এন্থলে বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ দেখাইবার জন্য শারীরিক ব্যাপাররূপ গোণার্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সেবনরূপ অনুকূল অনুশীলন, ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য ফলের স্পৃহা রহিত ও নির্ম্মল অর্থাৎ অভেদ ব্রশক্তান এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্মসকলের সম্বন্ধ ক্ষণ বিশেষসাধনভক্তিলকণানি।
দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরো।
ভক্তিরন্টবিধা যক্ত তক্ত কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥ ২১॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চামুমোদনং।
ক্রমনা অর্চ্চয়েনিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনং।
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যন্তর্মামোপজীবতি।
ভক্তিরন্টবিধা কেষা যম্মিন্ নেচ্ছেংপি বর্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান্ স ভবেমরঃ॥ ২২॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং স্থ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণো ভক্তিশ্চেমবলকণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেংধীতমুত্তমং॥ ২৩॥

বিরহিত। ২০। অনস্তর বিশেষ করিয়া সাধন ভক্তির লক্ষণ সকলা বলিতেছেন। যাঁহার দেবতার, মদ্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রতি অইবিধা ভক্তি আছে, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ২১। কৃষ্ণভক্তের প্রতি স্নেহ, কৃষ্ণপূজায় অনুমোদন, গুরু, কৃষ্ণ ও ভক্তে বিশ্বাস, ভক্তিসহকারে নিত্য অর্চন এবং অর্চন সম্বন্ধে দম্ভ পরি-ত্যাগ। কৃষ্ণকথা শ্রবণে অনুরাগ, কৃষ্ণের সম্মুখে অনুরাগে নৃত্যাদি, নিত্য অর্থাৎ সর্ববক্ষণ কৃষ্ণের স্মরণ এবং কৃষ্ণ নামে জীবন ধারণ। এই অইবিধা ভক্তি যদি কোন শ্লেচ্ছেভেও দেখা যায়, তাহা হইলে সেই শ্লেচ্ছ জীবম্মুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান্ বলিয়া জানিতে হইবে। ২২। শ্রীকৃষ্ণের নাম-লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্ত্তন, ক্ষের রূপ-নাম-গুণাদি স্মরণ, চরণ সেবন অর্থাৎ পরিচর্য্যা, অর্চন, বন্দন, দাস্ত অর্থাৎ কর্ম্মার্পণ, সথ্য অর্থাৎ বিশ্বাস সহকারে বন্ধুতাচরণ ও আত্ম নিবেদন অর্থাৎ কর্মার্পণ, সথ্য অর্থাৎ বিশ্বাস সহকারে বন্ধুতাচরণ ও

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্ত স্মরণং মহতাঙ্গতেঃ।

দেবেজ্যাবনতির্দাস্তং সধ্যমাত্মনিবেদনং॥ ২৪॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্যকর্মার্পণং স্মৃতিঃ।

পরিচর্য্যা নমস্বারঃ প্রেমস্বাত্মার্পণং হরো॥ ২৫॥

শাদ্যন্ত বৈষ্ণবং প্রোক্তং শন্থচক্রাঙ্কনং হরেঃ।

ধারণঞ্চোর্দ্বপুণ্ডাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।

শর্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্মান্মরণন্তথা।

কীর্ত্তনং শ্রবণক্ষৈব বন্দনং পাদদেবনং।

তৎপাদোদকদেবা চ তন্মিবেদিতভোজনং।

তপাদোদকদেবা চ তন্মিবেদিতভোজনং।

তদীয়ানাঞ্চ সংদেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা।

তুলসীরোপণং বিষ্ণোদেবদেবস্থ শাঙ্কিণঃ।

ভক্তিঃ যোড়শধাপ্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥ ২৬॥

পালন প্রভৃতির চিন্তা বিক্রেতাকে করিতে হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণে দেহ সমর্পণকারীর দেহরক্ষাদির জন্য চিন্তা করিতে হয় না। কৃষ্ণই তাহার ভরণপোষণ করেন। এই নবলক্ষণা ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ শ্রিকৃষ্ণে সমর্পণ পূর্ববক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন; কিন্তু ছঃখের বিষয় আমাদের শ্রীগুরুপাদের নিকট সেরূপ অধ্যয়ন অর্থাৎ শিক্ষা কিছুই করা হয় নাই। ২০। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদি শ্রবণ, কর্তিন, স্মরণ, সেবা, পূজন, প্রণাম, দাস্ত, সখ্য ও আত্মসমর্পণ। শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত কর্মার্পণ ও প্রেম অর্থাৎ সখ্যতাদিভাব সংস্থাপন। ২৪।২৫। শ্রীহরির শহ্মচক্র নিজাক্ষে যথাবিহিত অঙ্কন, ইহাই সর্ব্বাত্রে হরিভক্তির লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উর্ক্রপণ্ড অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়ানুসারে শ্রীহরিন্দিরাদি তিলক ধারণ, শ্রীবিশ্রুমন্ত্র গ্রহণ, অর্চ্চন, নাম-মন্ত্র জপ, রপাদি ধ্যান, ভগবলাম স্মরণ, কর্ম্বিণ, শ্রবণ, তদীয় বন্দন, পাদসেবন, কৃষ্ণপাদোদক পান, তমিবেদিত ভোজন, তদীয় জনসকলের সম্যক্

দর্শনং ভগবন্মূর্ত্তেঃ স্পর্শনং ক্ষেত্রসেবনং।
আখ্রাণং ধূপশোষাদেনির্মাল্যন্ত চ ধারণং।
নৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনং।
কৃষ্ণলীলাদ্যভিনয়ঃ শ্রীভাগবতদেবনং।
পদ্মাক্ষমালাদিপ্পতিরেকাদশ্যাদিজাগরঃ।
প্রাসাদরচনাদ্যন্তং জ্রেয়ং শাস্ত্রান্মুসারতঃ॥ ২৭॥
ভক্তিস্ত সাধনংভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা॥ ২৮॥
কৃতিসাধ্যা ভবেৎসাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধন্ত ভাবত্য প্রাকট্যং ক্ষদি সাধ্যতা॥ ২৯॥

প্রকারে সেবন, ঘাদশী (একাদশী) ব্রত নিষ্ঠতা ও তুলসী রোপণ, দেবদেব বিষ্ণুর এই যোড়শ প্রকার ভক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই সকল দারাই ভববন্ধন বিমোচন হইয়া থাকে। ২৬। শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন, অধিকারামুসারে ভগবন্মূর্ত্তির স্পর্শন, তদীয় ক্ষেত্রসেবন অর্থাৎ শ্রীমথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও নিবাস, তদীয় ধূপশেষাদির গন্ধ গ্রহণ, তদীয় নির্মাল্য ধারণ, তদগ্রে নৃত্য, বীণাদি বাদন, তল্লীলাদির অভিনয় করণ, শ্রীভাগবত দেবন অর্থাৎ রদিক ভক্তের সহিত শ্রীভাগ-বতের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিপরতা, পদ্মবীজ তুলসী কাষ্ঠনির্দ্মিতা মালাধারণ, একাদশী ও জন্মাফম্যাদির নিশায় জাগরণ পূর্ববক হরিকীর্ত্তনাদি করণ, ভগবম্মন্দিরাদির নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য যাত্রা মহোৎসবাদি শাস্ত্রোক্ত্যানুসারে ভক্তির লক্ষণরূপে জানিতে হইবে।২৭। সাধন, ভাব ও প্রেম, এই তিন প্রকার ভক্তি। বস্তুতঃ, সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তি ছুই প্রকার। সাধ্যভক্তি হার্দ্দরূপা অর্থাৎ প্রিয়তা-ময়ী। সাধনভক্তি দারা সাধনীয়া ঐ প্রিয়তাই ভক্তিশব্দে কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাবভেদে ঐ সাধ্যভক্তি আট প্রকার জানিতে হইবে। ২৮। ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয়া সামাত্ত ভক্তিকেই সাধন-

বৈধী রাগসুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।। ৩০॥ যত্র রাগানবাপ্তস্থাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে। শাসনেনৈব শাস্ত্রস্থ সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে॥ ৩১॥

ভক্তি কহা যায়। ইহা দারা ভাব ও প্রেমসাধ্য। এজগু উহার সাধন নামটা অন্তার্থ। ভাব ও প্রেমসাধ্য, ইহা বলাতেই উহারা "কুত্রিক" এইরূপ ভ্রম ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বাস্তবিক উহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু, ভগবচ্ছক্তিবিশেষ। উহার কোন সাধন নাই। কিন্তু জীবের হৃদয়ে লুকায়িত প্রেমের উদ্দীপন করণের নাম সাধন। শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপ। ভক্তির ছুইটী অবস্থা, সাধন ও ভাব। বিষয় ভোগ সময়ে সোভাগ্যবশতঃ যে সময় জীবের বহিমুখতার নিবৃত্তি হয়, সেই সময় ঈশর, আত্মা, পরলোক ও কর্মাফলে বিশাস উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তত্তদ্বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা হইতে হইতে ক্রমশঃ চরমাবস্থায় উপনীত হয়। সেইকালে শ্রবণকীর্ত্তনাদি তত্তিষয়ক ইন্দ্রিয়চেফীর উদয় হইতে আরম্ভ হয়। ঐ চেফী সর্ববাদো সাধনরূপে প্রকাশ পায়। উহার চরমফল প্রেম। প্রেমই জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম। কিন্তু যতদিন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম অপরিস্ফুট থাকে; তাহাতে কেবল জীবের অবস্থাভেদে সাধন ও ভাবরূপে কিঞ্চিৎ নৈমিত্তিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বাসনারূপে আত্মাতে নিত্য অবস্থান করিতেছে। সাধনভক্তি সেই ভাবকে সাধকের হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয়; এই কারণে ভাবকে, সাধনভক্তি দারা সাধনীয়া বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদিগের স্বাভা-বিক রাগের উদয় আছে, সেই সকল ব্যক্তির সাধন-ভক্তির কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ২৯। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধন ভক্তি ছুই প্রকার। ৩০। অনুরাগের উদ্দীপনহেতু কেবল বেদাদি-শাস্ত্রের শাসনাশঙ্কাতেই যাহাতে জীবের প্রবৃত্তি জিন্ময়া থাকে পণ্ডিতগণ তাহাকে বৈধীভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন।৩১। যে তশ্বাদ্যারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রেত্যঃ কীর্ত্তিব্যশ্চ শ্বর্ত্ব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং॥ ৩২॥
শ্বর্ত্ব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিশ্বর্ত্তব্যোন জাতুচিৎ।
সর্বের বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরেত্য়োরেব কিঙ্করাঃ॥
ইত্যাসো স্থাদ্বিধিনিত্যঃ সর্ববর্ণাশ্রমাদির।
নিত্যত্বেহপ্যস্থনিশীত্মকাদশ্যাদিবৎ ফলং॥ ৩৩॥
মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্থাশ্রমেঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্যুক্তাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ৩৪॥

ব্যক্তি নিত্য আনন্দময় পুরুষার্থ চতুষ্টয় (ধর্মা, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ( বৈষ্ণব মতে "প্রেম" পঞ্চম পুরুষার্থ) আকান্দা করে, তাহার পক্ষে যড়ৈশ্ব্যাপূর্ণ শ্রীহরির শ্রাবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা সর্ববতো-ভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শ্রীহরিই সকলের প্রেমাস্পদ আত্মা ও ঈশর।-অতএব তাঁহার শ্রবণাদিতেই সম্পূর্ণ নির্ভয় লাভ করা যায়। ৩২। সর্ববদা ভগবান্বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। "সায়ংসন্ধ্যামুপাসীত, ব্রাক্ষণো ন হন্তব্যঃ, অর্থাৎ সায়ংসন্ধ্যাপাসনা করিবে, প্রাক্ষাণকে বধ করিবে না, এইরূপ শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সম্স্তই উক্ত বিধি ও নিষেধের কিঙ্কর স্বরূপ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের এবং গার্হস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমের পক্ষেই এই বিধি নিত্য; কিন্তু নিত্য হইলেও একাদশী শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতাদির ন্যায় শাস্ত্রে উহার ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৩। সেই পুরুষ শ্রীহরির মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সম্বাদি গুণ দারা চারিটা আশ্রমের সহিত ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য এবং শূদ্র ক্রমে ক্রমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। উহাদের সকলেরই ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যাহারা

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্ন ভয়তঃ সিদ্ধিং মতো বিন্দত্যভীপ্সিতাং॥ ৩৫॥
স্থনম্বে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
কৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়াভক্তিঃ পরাভবেদিতি॥৩৬॥
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্যক্তিস্থস্থাত্র কথমভ্যুদয়ে। ভবেৎ॥ ৩৭॥
তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমন্বীমনিচ্ছতঃ।
ভক্তিহ্রতমনঃ প্রাণান্ প্রেন্না তান্ কুরুতে জনান্॥৩৮॥

অজ্ঞানান্ধ হইয়া আপনার উৎপত্তির কারণ সেই পুরুষ শ্রীহরির ভজনা না করে, অথবা তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে, সেই কৃতত্মব্যক্তি সকল বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রম্ট হইয়া অধঃপতিত হয় এবং তাহারা পিতৃ-দ্রোহিত্ব ও গুরুদ্রোহিত্ব পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। – সত্তগ্র দারা ব্রাহ্মণ, সম্বরজো দারা ক্ষতিয়, রজস্তমোদারা বৈশ্য এবং তমোগুণ— দারা শুদ্র। আশ্রম—গার্হস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ৩৪। যে কোন ব্যক্তি বৈদিক বা তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াযোগ, অবলম্বন পূৰ্ববক আমার অর্চনা করেন সেই ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে (আমি কৃষ্ণ) আমা হইতে অভিলয়িত সিদ্ধি লাভ করে। ৩৫। শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ পূৰ্ববক শাস্ত্ৰে যে কোন কৰ্ম্ম বিহিত বলিয়া নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাধু সকল তাহাকেই (বৈধী) ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; ঐ ভক্তি দ্বারাই পরম (প্রেমভক্তি°) লাভ হয়। ৩৬। যাঁহারা ভক্তিস্থখ-লাভের অভিলাষী, ভাঁহাদিগকে অস্থান্য স্থথের আকাজ্ফা একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে স্পৃহারপ পিশাচী হৃদ্য়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিস্থথের কি প্রকারে অভ্যুদয় হইবে ? কিন্তু যাঁহারা অপবর্গ রূপ গতিকে লঘুজ্ঞান পূর্ববক, তাহাতে একবারেই অনাদর প্রকাশ করেন, প্রাবণ কীর্ত্তনাদি রূপভক্তি, প্রেমদ্বারা তাঁহাদিগের মনঃ এবং

শ্রীকৃষ্ণচরণাস্তোজসেবানির্তচেতসাং।

এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।। ৩৯।

কোম্বীশ তে পাদসরোজভাজাং

স্থল্ল ভোহর্থের চতুর্ম পীহ।

তথাপি নাহং প্রব্যোমি স্থমন্

ভবৎপদাস্ভোজনিষেবণোৎস্থকঃ।। ৪০।।

অথ ভাবভক্তিঃ।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। ক্রচিভিশ্চিত্তমাস্থ্যকুদর্মো ভাব উচ্যতে॥ ৪১॥ প্রেমস্ত প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে। সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্থ্যরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ ৪২॥

প্রোণ অপহরণ করিয়া থাকে। ৩৭।৩৮। বস্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দের সেবনজনিত নির্ত (আনন্দ) হৃদয় ভক্তগণের মোক্ষলাভ
নিমিত্ত কখনই স্পৃহা হয় না।৩৯। হে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যে
সকল মহাত্মা তদীয় চরণসরোজের সেবা করিয়া থাকেন, সেই
সকল মহাত্মার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ মধ্যে কোনটিই
ফুর্ল্লভ নহে; কিন্তু প্রাণনাথ! আমি সে সকল ক্ষণকালের জন্তও
অভিলাষ করি না। আমার অন্তঃকরণ একমাত্র ভবদীয় চরণারবিন্দ নিষেবণার্থই সমূৎস্কুক হইয়াছে।৪০। অথ ভাবভক্তি।
শুদ্ধসন্ত্ব বিশেষ অর্থাৎ হলাদিনী শক্তির সারাংশই যাহার স্বরূপ,
প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশু সাদৃশ্যাশালী এবং রুচি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি
অভিলাষ, তদীয় আমুকূল্য (শ্রীকৃষ্ণোন্দেশে রোচমানা প্ররৃত্তি) অভিলাষ ও সোহার্দাভিলার দারা চিত্তের স্লিয়তা সম্পাদক যে ভক্তি,
তাহার নাম ভাব।৪১। প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই ভাব কহে।
এইভাবে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্বিকভাব প্রস্পরা অল্পমাত্র লক্ষিত
হয়। (স্তন্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্পন, বিবর্ণতা, রোদন ও

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাস্থুজযুগং তদা।

ঈষষিক্রিয়মাণাত্মা সার্দ্র দৃষ্টিরভূদসাবিতি ॥ ৪৩ ॥

আবিভূর্য মনোরতো ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাং।

স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবং ॥ ৪৪ ॥

বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপের রতিস্তুসো ।

কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্বক্রয়োস্তথা।

প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥ ৪৬ ॥

আদ্যন্ত প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বির্লোদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

বৈধীরাগাসুগামার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিঃ।

দ্বিবিধঃ খলু ভাবোহত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ॥ ৪৮ ॥

সাধনাভিনিবেশস্ত তত্রনিস্পাদয়ন্ রূচিং।

হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসো ॥ ৪৯ ॥

প্রলয়, এই আটটি সান্থিক ভাব )। ৪২। ভগবন্তক্ত মহারাজ অম্বরীষ, ভগবানের পাদামুজদ্বয় পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া, ঈষৎ বিক্রিয়মাণাল্লা হইয়া অশ্রুণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ৪০। চিত্তর্ভিতে আবিভূ তি হইয়া, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী রতি মনোহৃত্তির সহিত একাল্লাতাপ্রাপ্ত হওত স্বপ্রকাশ রূপা হইয়া, সমাধিদশায় তৎস্বরূপসাক্ষাৎকারবৎ মনোহৃত্তিতে প্রকাশ্যের ভাষ ভাসমানা হয়েন; বস্তুত ঐ রতি আস্থাদরূপা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্ঘ্যাদির অনুভবের হেতু হইয়া থাকেন! ৪৪।৪৫। এই ভাব তুই প্রকার যথা—সাধনাভিনিবেশজ এবং কৃষ্ণ ও তন্তক্তের প্রসাদজ; তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ও তন্তক্তের প্রসাদজ ভাব বিরল প্রচার। ৪৬।৪৭। বৈধী ও রাগানুগামার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দিবিধ; তন্মধ্যে বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব সাধকসকলে রুচি সমুৎপন্ন করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি জন্মাইয়া, রতিকে (ভাবকে) প্রকাশ করিয়া

#### অথ প্রেমভক্তিঃ।

সম্যঙ্মস্থণিতস্বাস্তো মমত্বাতিশ্যাঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ৫০॥
অনন্যম্মতা বিষ্ণো মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীত্মপ্রস্থাদোদ্ধবনারদৈরিতি॥ ৫১॥
অথ প্রেমকপরতা।

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন।
ন নমামি ন চ স্তোমি ন পশ্যামি স্বচক্ষ্মা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা॥ ৫২॥

দেয়। ৪৮।৪৯। অথ প্রেমভক্তি। যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্রপে মুস্ণিত (স্বচ্ছ) হইয়াছে এবং যাহা মুমতার আস্পদ, এরূপ যে ভাব, সেই ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই, পণ্ডিত সকল তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (সাধনভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতিগাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়। ইত্যাদি চৈত্য-চরিতামৃত)। ৫০। যাহাতে দেহ গেহ প্রভৃতির প্রতি মমতা অর্থাৎ মদীয়ত্ব ভাব নাই, আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমরস ব্যাপ্তা মমতা অর্থাৎ ইনিই আমার এইরূপ ভাব আছে, তাহাকেই ভীম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তসকল প্রেমভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৫১। অথ প্রেমৈকপরতা। গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদন ঐকৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্ববক আমি দেবতান্তরকে জানি না ও ভজনা করি না; ভজনার কথা দূরে রহুক, আমি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্তকে স্মরণও করি না, আমি হরি ব্যতীত অন্ত কোন (मवर्णाक्छ नमकात कति ना, खव कति ना, खठएक मर्गन कति না, তাঁহাদের প্রদত্ত বরাদিলাভের বাসনা করি না, হরি ব্যতীত অন্য কাহার নামাদি গান করি না ও কাহার সমিধানে গমনও অথ প্রেমাভ্যুদয়ক্রমঃ।

আদে প্রদান ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্থান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবাস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৫৩॥
ধন্যস্থায়ং নবঃ প্রেমা যস্থোন্মীলতি চেতিদি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্থ মুদ্রা স্থষ্ঠু স্বহুর্গমা॥ ৫৪॥
অথ শরণাপতিঃ।

যথোক্তভক্ত্যাসক্রো তু ভগবচ্চরণাম্বুজং।
শরণাগতভাবেন কুৎস্নভীতিম্নশাপ্রয়েৎ।। ৫৫।।
সর্ববর্ধমান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং সাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িয্যামি মা শুচঃ।। ৫৬॥

করি না, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতেছি। ৫২। অথ প্রেমের অভ্যুদয় নিয়ম। প্রথমে শ্রান্ধা, (শ্রানাশন্দে কহি ক্রে স্থান্ট্রিয়া।
ইতি চরিতামৃত) তদনন্তর সাধুসঙ্গ, (মনঃ ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ) (অর্থাৎ
সৎসঙ্গ দারা হৃদয়ের মলাদি দূরীভূত ও ভজনমার্জন হয়)। তৎপরে
ভজনক্রিয়া, অর্থাৎ গুরুপদেশানুসারে ক্রফের ভজনা করা; তদনন্তর
অনর্থ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম বিষয়াদির) নির্ন্তি; তৎপরে নিষ্ঠা, তদনন্তর
রুচি, তাহার পর আসক্তি, তৎপরে ভাব, সর্বশেষে প্রেমের
উদয়। সাধকগণের অন্তঃকরণে প্রেমোদয়ের এই ক্রম (নিয়ম)
নিরূপিত হইয়াছে। ৫০। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির চিত্তে এই নবীন
প্রেমের উদয় হয়, য়াহারা শাস্তজ্ঞ তাঁহারাও সহসা সেই প্রেমের
পরিপাটী অর্থাৎ ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে সক্রম হয়েন না। ৫৪। অথ
শরণাপত্তি। যথোক্ত ভক্তিতে (যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে)
আসক্তি হইলে একমাত্র শরণাগত ভাবে নিখিল ভয়নাশক শ্রীভগবচ্চরণারিদিদকে আশ্রম করিবে। ৫৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক-

তত্মাত্বসুদ্ধবোৎসজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নির্ত্তিঞ্চ প্রোতব্যং প্রুতমেব চ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বাদেহিনাং।
বাহি সর্বাত্মভাবেন ময়াস্থা হুকুতোভয়ঃ॥ ৫৭॥
প্রাপ্যাপি ছল্লভিতরং মানুষ্যং বিবুধেন্সিতং।
বৈরাপ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতন্চিরং।
অশীতিঞ্চতুরন্চেব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভাম্যন্তিঃ পুরুষেঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্য়াৎ।
তদপ্যফলতাং যাতি তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাপামনাপ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং॥ ৫৮॥

শিক্ষার্থ সভক্ত অর্জ্জনকে কহিলেন, হে সথে! তুমি সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ বিভিন্নভাব কিংবা ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যস্বরূপ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে পাপভর হইতে
মুক্ত করিব; তুমি তন্ধিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না। ৫৬।
এবং সভক্ত উদ্ধরকেও ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! বেদোক্ত
ও স্মৃত্যুক্ত বিধি (অর্থাৎ বিধি নিষেধ) ও প্রস্থৃত্তি, নির্ত্তি এবং
শ্রুত ও প্রবণ যোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্বক, সর্বপ্রয়েৎ
সর্ববদেহির আত্মা (পরমপ্রিয়) রূপ আমার শরণাপন্ন হও, তাহা
হইলেই মৎকর্তৃক সর্বদা নির্ভয় হইবে। ৫৭। দেবতাগণের প্রার্থিত
ছুর্লভতর মন্তুয় জন্মলাভ করিয়াও যাহারা শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দকে
আশ্রয় করিল না, তাহারা নিজাত্মাকে চিরবঞ্চিত করিল অর্থাৎ আত্মাকে
(দেহকে) সর্বদা বিবিধ তঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিল।
চতুরশীতি (৮৪) লক্ষ জীবজাতি সমূহে জন্ম পর্য্যায়ক্রমে শ্রুমণ
শীল যে সকল পুরুষ মানবজন্ম লাভ করিয়া, শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দকে আশ্রয় না করে, সেই সমস্ত আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র পুরুষ

**অ**थाभागानिर्गयः।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রক্ততের্ত্তর্ণা স্থৈর্ত্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধতে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র থলু সত্ত্বতনোনূণাং স্থাঃ॥ ৫৯॥ অথাপি যৎপাদনখাবস্ফাং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণান্তঃ। সেশংপুণাত্যন্ততমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥ ৬০॥ তিমিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ। ভূয়াংসংশ্রেদ্ধধুবিস্কৃৎ যতঃ ক্ষেমো যতোহভয়ং॥ ৬১॥

সকলের লক তুর্ল ভ মনুষ্য জন্মও বিফল। ৫৮। অথ উপাস্থ নির্ণর। যদিও এক পরম বাস্থদেব, প্রকৃতির (মায়ার) সম্বরজন্তম এই গুণত্ররে ঈক্ষণরূপে সংযুক্ত হইয়া বিশের স্প্তি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি, হর, এই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন, তথাপি সম্বমূর্ত্তি বাস্থদেব হইতেই মানব সকলের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। ৫৯। আরও দেখ, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদন্ত অর্য্যোদক যাঁহার পদনখ হইতে নিঃস্থত হইয়া মহাদেবের সহিত জগৎ পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ভগবৎপদের বাচ্য অন্য কি কেহ আর হইতে পারে ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভগবান্ ও সর্বেক্ষর। ৬০। উপাস্থক্তান বুভূৎস্থ মুনিগণ মহালা ভৃগু বর্ণিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধসন্থম ইত্যাদি গুণাবিত শ্রেবণ পূর্বক বিশ্মিত ও মুক্তসংশয় হইয়া শান্তি ও অভ্যের জন্য সেই শ্রীবিষ্ণুণ্য কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় শ্রাদা (বিশ্বাস) করিতে লাগিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই উপাস্ত, ইহাই নিশ্চয় করি-

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতন্তে তে পুরাণাগমা স্তাংতামের হি দেবতাংপরমিকাং জল্লন্ত কল্লাবধি। সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-ব্যাপারেয়ু বিবেচনব্যতিকরং নীতেয়ু নিশ্চীয়তে॥ ৬২॥ অহতি হুচ্যুতঃ শ্রেষ্ঠং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। এষ বৈ দেবতাঃ সর্বাঃ দেশকালধনাদয়ঃ॥ ৬৩॥ তম্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণং। এবঞ্চেৎ সর্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ॥ ৬৪॥ সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানশ্যদর্শিনে। দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা॥ ৬৫॥

লেন। ৬১। সেই সেই পুরাণ ও শাস্ত্রনিচয় চরাচর জগতের মোহ উৎপাদন জন্ম কল্লকালাবধি সেই সেই ব্রহ্মাদিদেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করেন করুন; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন সকলকে বিবে-চনা (বিচার) স্থলে আনয়ন করিলে পর যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাতে কৃষ্ণই একমাত্র সর্বেবশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হইলেন। ৬২। মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞীয় সভায় সমাগত দৈপায়নাদি মুনিগণ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি সকল ভাবিতে লাগিলেন যে, এই রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে কে বরণযোগ্য। তখন মহামনা সহদেব সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সাত্বতপতি ভগবান্ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে পূজার যোগ্য; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় এই শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে সকল দেবের পূজা করা হইবে। ৬৩। কৃষ্ণই একমাত্র অদিতীয় পুরুষ এবং কৃষ্ণাত্মক এই জগৎ সমুদায়। কৃষ্ণ আপনিই আপনার আশ্রয়। কৃষ্ণই স্প্রিস্থিতিপ্রলয় কর্তা। ৬৪। অতএব এই মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পূজা প্রদান কর, তাহা হইলেই সর্ববভূতের ও আত্মার পূজা করা হইবে। দত্তবস্তুর অনস্তফল ইচ্ছা করিয়া, সকলভূতের আত্মভূত অন্যদশী (ভক্তাসক্ত) শাস্ত,

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোহভূৎ তুফীং কৃষ্ণাসুভাববিৎ।
তচ্ছু,ত্বা তুফীরুঃ সর্বের সাধু সাধ্বিতি সভ্যাঃ ॥ ৬৬ ॥
তত্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং
রসয়েত্তং যজেদিতোঁ। তৎ সদিতি ॥ ৬৭ ॥
হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বিদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্যোঃ কদাচন ॥ ৬৮ ॥
আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম রন্দাবনং
রম্যা কাচিত্রপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্লিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শীচৈতন্মহাপ্রভোর্মতিমিদং তত্রাদরো নাপরঃ॥ ৬৯॥

পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্রে পূজা দেওয়া বিধেয়। ৬৫। শ্রীকৃষ্ণের অন্ধ্রুবিরা সহদেব এইরূপ কহিয়া তৃষ্ণীস্তৃত হইলেন। সহদেবের এইবাক্য শ্রবণপূর্বক দ্বৈপায়নাদি সভাসদ্গণ সহদেবকে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সকলেই সহদেবের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। ৬৬। শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান, তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা আম্বাদন এবং তাঁহার পূজা করিবে; নিশ্চয় তিনিই সৎ অর্থাৎ অস্তিম্ব বিশিষ্ট পদার্থ। ৬৭। হরিই সকল দেবেশুরেশ্বর, অতএব সর্ববদা তাঁহারই আরাধনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা বলিয়া ব্রহ্মাদি অপরাপর দেবতার প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। ৬৮। ওহে! আমাদিগের আরাধ্য বস্তু শ্রীব্রজেন্ত্রনদনন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃদ্দাবন তাঁহার ধাম। রমণীয়া ব্রজ্বধৃগণের কল্লিত যে ভাব, সেই ভাবেই তাঁহার (কৃষ্ণের) উপাসনা। শ্রীমন্তাগবত পুরাণই আমাদের প্রধান শাস্ত্র। প্রেমই আমাদের পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মত। সেই মত ও সেই উপাসনাদিই আমাদের আদরণীয়। ইহা ব্যতীত অন্ত

হরিরেব সদারাধ্যা ভবন্তিঃ সত্ত্বসংস্থিতিঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাতকেশবমিতি॥ ৭০॥
হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রস্তা তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ॥ ৭১॥
মন্মনা ভব মন্তকো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবুবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৭২॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেব্যজো যান্তি মদ্যকো যান্তি মামপি॥ ৭০॥
অধ জন্মরগনিবৃত্তুপায়ঃ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছঃখালয়মশাশ্বতং। নাপ্লুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ॥ ৭৪॥

কিছুতেই আমাদের আদের নাই।৬৯। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সর্ববন্তাণনিষ্ঠ, আপনাদের সর্বদা শ্রীহরির আরাধনা করাই কর্ত্ব্য। আর সর্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও কেশবকে ধ্যান করুন্।৭০। হরি সাক্ষাৎ নির্ভূণ পুরুষ, প্রকৃতি (মায়ার) পর ও সর্ববসাক্ষী স্বরূপ তাঁহাকে ভজনা করিলেই নিগুণিই লাভ হয়।৭১। ভগবান্ ফ্রব্জুনকে কহিলেন, হে অর্ক্জুন! তোমার মনকে আমার এই শ্রীকৃষ্ণরূপের ভাবনাদিতে নিযুক্ত কর। আমার অর্চ্চনাতেই নিরত হও। আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।৭২। দেবতান্তরের ভক্ত অল্পবৃদ্ধি জনগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। সেই দেবযাজিসকল সেই সেই অনিত্য দেবতাগণকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে; কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফল স্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।৭৩। অথ জন্মমরণ নির্ত্তির উপায়। যে সকল মহাত্মা আমাকে লাভ করেন, তাঁহাদের গর্ভবাসাদি বহুল ক্রেশপূর্ণ অনিত্যসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা

আব্রহ্মভুবনাল্লোঁকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জ্মন।
মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৭৫ ॥
সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বহিদপদংপরং পদং
পদংপদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥ ৭৬॥

অথ ভগবদ্ধকঃ।
কলিকলুষমলেন যৃদ্য নাত্মা
বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনং।
মনসিকৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবেহি হরেরতীব ভক্তং ॥ ৭৭ ॥

পরম সিদ্ধিলাভ করেন। ৭৪। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সকল লোকই অনিত্য। অতএব সেই সেই লোকগত জীবের পুনজ্জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কেবলা ভক্তির বিষয় স্বরূপ আমাকেই একমাত্র আশ্রেয় করেন, তাঁহাদের আর জন্ম মরণাদিররূপ ত্রুখভোগ করিতে হয় না। ৭৫। মূরারি শ্রীকৃষ্ণের যশঃ অতি পবিত্র; যে সকল ভাগ্যবান তাঁহার চরণপল্লবরূপ প্লব (সন্তব্যোপায়স্বরূপ ভেলা) যাহা মহাজন সকলের আশ্রায়, তাহা আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের নিকট ভবসাগর বৎসপদখাতবৎ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা পরমপদ বৈকুন্তধাম লাভ করেন; বিপদগণের যে পদ (আশ্রয়) তাহা কদাপি তাঁহাদের হয় না; অর্থাৎ বৈকুন্তধাম হইতে তাঁহাদিগকে পুনরার্ত্ত হইতে হয় না। তাঁহাদের জন্মনরণ ত্রুখ একবারেই দূরীভূত হয়। ৭৬। অথ ভগবন্তক্ত। যে বিমল বুদ্ধি ব্যক্তির কলিকলুষ্মল কর্ত্ত্ক হদয় মলিন না হয়, যিনি সর্বনা হুদ্যাভ্যন্তরে জনার্দ্দিকে ধারণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বৃদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বং।
তবতি ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিস্কুভক্তং॥ ৭৮॥
স্ফাটকগিরিশিলামলঃ ক বিস্কুস্মানসি নৃণাং ক চ মৎসরাদিদোষঃ।
নহি তুহিনময়্থরশ্মিপুঞ্জে
তবতি ত্তাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥ ৭৯॥
বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোহখিলসত্ত্মিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোহস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাস্থদেবঃ॥ ৮০॥
বাসতি হৃদি সদাতনে চ তন্মিন্
বসতি পুমান্ জগতোস্য সোম্যরূপঃ।

ছারের অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিবে। ৭৭। যে মহাত্মা জনশূর্য স্থানে পতিত পরস্ব স্থবর্গণণ্ড অবলোকন পূর্ববিক স্ববৃদ্ধিদারা তৃণ তুল্য করিয়া মানেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্ডচিত্ত হয়েন, সেই পুরুষপ্রবরকে বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) বলিয়া জানিবে। ৭৮। কোথায় স্ফটিকগিরিশিলার ন্যায় অমল বিষ্ণু, আর কোথায় মনুষ্যনিচয়ের মনোবর্ত্তী মৎসরাদি দোষ। মনুষ্য সকলের চিত্তে নির্দ্ধাল ভগবান বিষ্ণু স্ফূর্ত্তিশীল হইলে, তাহাতে মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হইতে পারে না; যেমন চল্রের রশ্মিপুঞ্জে হুতাশনের দীপ্তিজনিত প্রতাপ প্রকাশ পায় না, তক্ষণ জানিতে হইবে। ৭৯। যিনি নির্দ্মলমতি, মৎসর বিহীন, প্রশান্ত, পবিত্র আচার বিশিষ্ট, অথিল প্রাণীর হিতকারী, শ্রবণ মনঃস্থপ্রদ, মিষ্টভাষী ও গর্ববদন্ত-বর্জ্জিত সেই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভগবান্ বাস্থদেব সর্ববদা অবস্থান

কিতিরদমতি রম্যমান্সনোহন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈর শালপোতঃ ॥ ৮১ ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনো ধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ন্কুদ্রয়তর্ষকৃতিছুঃ।
দংসারধর্মেরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৮২ ॥
ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুঠস্মৃতিরজিতাল্মস্রনাদিভির্বিমুগ্যাং।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দালব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাত্রাঃ ॥ ৮৩ ॥
ভগবত উরুবিক্রমান্ধিমুশাখা
নথমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হাদি কথমুপদীদতাং পুনঃ দ
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেহর্কতাপঃ ॥ ৮৪ ॥

করেন।৮০। সনাতন বিষ্ণু হাদয়াভাস্তরে অবস্থান করিলে, সেই
পুরুষ মনোহর মূর্ত্তি সম্পন্ন হন, যে প্রকার শালতরু কোমলতা
প্রাযুক্ত সাস্তরস্থ পরমোত্তম পৃথিবীর রস সূচনা করিয়া থাকে,
তাহার ভায়ে জানিরে।৮১। যিনি শ্রীহরির স্মরণ বশতঃ দেহের
জন্মমরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের
পরিশ্রমরূপ সংসার ধর্ম্ম কর্তৃক বিমোহিত না হন, তিনিই ভাগবত
প্রধান)৮২। ত্রিলোকরাজ্য লাভ উপস্থিত হইলেও ইন্দ্রাদিদেবরন্দের অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লবনিমেয়ার্দ্ধ কালের
জন্মও যিনি বিচলিত না হন, ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার বলিয়া
দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈফবের অগ্রগণ্য)৮৩। বিষয়
কামনা দ্বারা চিত্ত সন্তাপিত হয় সত্য বটে; কিন্তু ভগবৎ সেরা
পরায়ণ ব্যক্তিগণের চিত্ত ঐ প্রকার সন্তপ্ত হয় না, যেমন চন্দ্র

ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোহচুতেোহখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোহব্যয়ঃ॥ ৮৫॥
বাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শৃদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোভ্যোভ্যঃ॥ ৮৬॥

যস্তাপ্যনন্তে জগতামধীশে
ভিক্তিঃ পরা যাদবদেবদেবে।
তম্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর ॥ ৮৭ ॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ধক্রং নিয়াদং শ্বপচং তথা।
বীক্যতে জাতিসামান্তাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং।
তম্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণুবান্ পরিতোষ্য়েৎ।
প্রসাদস্বমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্তান্ধসংশয়ঃ॥ ৮৮॥

উদিত হইলে আর সূর্য্যের উত্তাপ থাকে না, সেইরূপ ভগবান্
বিবিক্রমের পদাঙ্গুলিনখচন্দ্রিকা দ্বারা উপাসকের হৃদয়তাপ নিবারিত হইলে, সে আর কি প্রকারে উদিত হইবে) ৮৪। শ্রীকৃষ্ণের
ভক্ত সকল মহাপ্রলয়রূপ আপদেও চ্যুত হন না, এই নিমিত্ত সেই
এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিধিললোক মধ্যে অচ্যুত. সর্বর্গামী ও
অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন) ৮৫। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,
শূদ্র কিংবা অন্যাজজাতি যদি বিষ্ণুভক্তি যুক্ত হয়, তাহা হইলে
তাঁহাকে সর্বেবাত্তম বলিয়া জানিতে হইবে) ৮৬। অনস্ত, জগদীশ্বর,
যাদবদেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, ব্রিলোকমধ্যে
তাঁহা অপেক্ষা অন্য আর উৎকৃষ্ট পাত্র নাই।৮৭। ভগবদ্ধক
যদি শূদ্র অথবা চণ্ডাল কিংবা ধীবর কিংবা ব্যাধ জাতি হয়, তথাপি
তাহাকে নীচ জাতি রূপে দর্শন করিবে না, যে ব্যক্তি ভগবতকক্তি।
সামান্যজাতি দর্শন করে, নিশ্চয় তাহাকে নরকে গমন করিতে হইবে
অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসম্বাজন্য বৈষ্ণুবগণকে পরিতোৰ করিবে,

ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তথ্যে দেয়ং ততো গ্রাহ্ণং স চ পূজ্যো যথা হুহং ॥৮৯॥
সভর্ত্বা বা বিধবা বিস্কুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতং ॥ ৯০॥
সঙ্গীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
সেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ৯১॥
বিস্কুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ ৯২॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকবিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্ণোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥ ৯০॥

তাহাতেই বিষ্ণু স্থপ্ৰসন্নবদন হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৮৮। শ্রীভগবান্ কহিলেন, সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্বর এই বেদচতুষ্ট্যযুক্ত ব্রাহ্মণ ্রদি আমার ভক্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় হইতে পারেন না, শপচও যদি আমার ভক্ত হন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার প্রিয়। উক্ত মৎপ্রিয় শ্বপচকেই দান করিবে এবং তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে। আমি যেরূপ পূজ্য, সেই শপচও আমার ভায় সর্বলোকপূজ্য। ৮৯। সধবা বা বিধবা যে কোন স্ত্রী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, সে নিজের একশত এক কুলকে উদ্ধার করে। ৯০! যে সমস্ত মানব মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করেন, তাঁহারা বর্ণসঙ্কর জাতি হইলেও পরম পবিত্র। আর যাহারা শ্রীজনার্দ্ধনের প্রতি ভক্তি না করে, তাহারা যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত কুলীন হইলেও শ্লেচ্ছ তুল্য হইয়া থাকে। ৯১। যে সকল মমুষ্য বিষ্ণুভক্তিবিহীন, সেই সকল মমুষ্যকে চণ্ডাল বলা যায়। চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হন, তাহা হইলে সেই চণ্ডাল সর্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৯২। বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাক্ষণকে শ্বপাক তুল্যবোধেও নিরীক্ষণ করিবেন্। তদপেক্ষাও নীচ বলিয়া নিরীক্ষণ করিবে। বৈষ্ণব ন শূদ্রা ভগবদ্ধনান্তে তু ভাগবতা মতাঃ।

সর্ববর্ণের তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৯৪ ॥

সত্রবাজিসহত্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ।

সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।

একান্তিনন্ত পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং॥ ৯৫॥

বিপ্রাদ্বিষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভ

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং গরিষ্ঠং।

মন্মে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থ

প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভ্রিমানঃ॥ ৯৬॥

অন্ত্যজ জাতি হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন। ৯৩। ভগবন্তক্তগণ শূদ বলিয়া অভিহিত হন না; তাঁহারা ভাগবত বলিয়া গণ্য। যাহারা জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি করে না, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র । ৯৪। সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইতে এক সর্বববেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কোটি সর্ববেদান্তবেতা ব্রাহ্মণ হইতে এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। সহস্র বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) হইতে এক একান্ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা একান্ত বৈষ্ণব তাঁহারাই পর্মপদ (বৈকুণ্ঠধাম) প্রাপ্ত হন। একান্তিতা ব্যতীত কোন বৈষ্ণব পরমপদ প্রাপ্ত হন না। ৯৫। / সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনস্য়া, यজ, দান, ধৃতি, শ্রুত, ব্রত, এই দ্বাদশ গুণাম্বিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে বিমুখ হন, তবে তাঁহা অপেক্ষা যে চণ্ডালের মনঃ, বাক্য, কর্মা, ধন ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পিত হইয়াছে, সেই চণ্ডাল ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু সেই চণ্ডাল কৃষ্ণরতিপ্রভাবে স্বকুল পবিত্র করিতে পারে। উক্ত দাদশগুণ ভূষিত হরিভক্তিবিহীন ভূরিগর্ববান্বিত ব্রাহ্মণও নিজাত্মা পবিত্র করিতে পারে না; তখন তিনি স্বকুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন। ফলতঃ কৃষ্ণভক্তিবিহীন একান্তিনো যদ্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্জি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদুতং ফচরিতং স্থমঙ্গলং
গায়ন্তি আনন্দসমুদ্রমগ্রাঃ॥ ৯৭॥
অপি চেৎ স্থল্পরাচারো ভজতে মামন্যভাক্।
দাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্রবদিতো হি দঃ॥ ৯৮॥
ক্রিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯৯॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ।
ক্রিয়ো বৈশ্যান্তথা শূদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিং।
কিং পুনর্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়ন্তথা॥ ১০০॥
স্ব

মনুষ্যের গুণ কেবল গর্বনিমিত্তই হইয়া থাকে, আত্মশাধনার্থ হয় না; স্থতরাং সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। ৯৬। য়াঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন একান্ত ভক্ত, মুক্ত পুরুষ সকলের সেবা করতঃ নিকাম হইয়াছেন; এই হেতু কেবল অছুত স্থমঙ্গলময় ভগবঙ্গরিত্র গান করিয়া আনন্দসাগরে নিময় থাকেন, তাঁহারা অহ্য আর কোন বাঞ্ছাই করেন না। ৯৭। ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন, যহাপি কোন তুরাচার ব্যক্তিও অনহ্য (দেবতান্তর ভাবত্যাগী) ভক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, সে ব্যক্তিও সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট ও সাধু বলিয়া মান্য হইবে।) ফলিতার্থ এই য়ে, ভগবানে য়াঁহার অনন্য ভক্তি হয়, তাঁহার অন্তরে কি বাহিরে কোনরূপ তুরাচার থাকিতে পারে না। অতএব অন্য ভক্ত সম্পূর্ণ তুরাচার রহিত, পরম নির্ম্মল। ৯৮। অতএব তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবেন, ও নিত্য শান্তি লাভ করিতে থাকিবেন। হে কুন্তীনন্দন! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না। ৯৯। যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা যদি চণ্ডালাদি নীচ জাতি অথবা প্রী, কিংবা বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়, তাহা

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্কৃতৎপরাঃ।
পুনন্তি দকলালোঁকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ।
জন্মান্তরসহস্রেষ্ যস্য স্যাদ্ধুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোহং বাস্থদেবস্য সর্বালোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিংপুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১০১॥
অথাচারা বহুবিধাঃ শিষ্টাচারানুসারতঃ।
শ্রীবৈষ্ণবানাং কর্ত্ব্যা লিখ্যন্তেহত্ত্র স্মাসতঃ॥ ১০২॥
অথাচারাঃ।

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধান্ বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চয়েৎ। দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্রীসুপচরেত্তথা। প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ স্থান্ধিশচারুবেশধূক্। কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেৎ নাল্লমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।

হইলেও তাহারা পরমণতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে পুণাজন্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশোন্তব ভক্তের পক্ষে আর সন্দেহ কি ?। ১০০। শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণব সকল কখনও পাপকার্য্যে লিপ্ত হন না। সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া সকল লোক পবিত্র করেন। সহস্র জন্মান্তরের পর "আমি বাস্তদেবের দাস" যাঁহার এই মত বুদ্ধি উৎপন্না হয়, সেই মহাত্মা সমস্ত লোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং তিনি বিষ্ণুর সালোক্য (বিষ্ণুসহ এক লোকে বাস) প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে সকল জিতেন্দ্রিয় পুরুষের শ্রীকৃষ্ণগতজীবন সেই সকল ভাগ্যবানের কথা আর কি বলিব। ১০১। অনন্তর আচার সকল বলিতেছেন। শিষ্ট সকলের আচারামুসারে আচার অনেক প্রকার। অতএব এই প্রন্থে শ্রীবৈষ্ণুবর্গণের কর্ত্ব্য আচার সকল সংক্ষেপে লিখিতেছি। ১০২। দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধাণ, বয়স ও জাতি বিভাঘারা বৃহত্তর এবং গুরুবর্গকে অর্চনা

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রয়ায়াত্যদোষাত্মদীরয়েও।
নাতাশ্রেই তথা বৈরং রোচয়েও পুরুষেশ্বর।
ন ভূক্যানমারোহেও কুলচ্ছায়াং ন সংশ্রেমেও।
বিদ্বিক্টপতিতোম্বত বহুবেরাতিকীটকৈঃ॥ ১০০॥
নাবগাহেজ্জলোঘদ্য বেগমগ্রে জনেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেষারোহেচ্ছিখরং তরোঃ॥ ১০৪॥
ন কুর্য্যাদ্বন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাং।
নাদম্বৃত্যুথো জ্ভেও শ্বাসকাশো বিবর্জ্জয়েও।
নোচের্ছিন্দ্যান্নতৃণং ন মহীং লিখেও।
ন শাল্র্যু ভক্ষয়েলোপ্রান্ম গৃহ্লীয়াদ্বিচক্ষণঃ।
ক্রোতীংব্যমেধ্যা শস্তানি নাভিবীক্ষ্যেত চ প্রভো।
ন হুর্ম্যাচ্ছবং চৈব শ্বগন্ধো হি সোমজঃ॥ ১০৫॥

অর্থাৎ প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করিবে। তাঁহাদিগকে ছই সদ্ধান্ম করিবে। সন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা করিবে। অলস্কৃতামলকেশ ও স্থগিদ্ধশালী হইবে। স্থন্দর-পবিত্র বেশ ধারণ করিবে কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না। অল্প পরিমাণেও অপ্রিয় বাক্য বিলবে না। মি মিথাা বাক্য প্রিয় হইলেও তাহা বলিবে না। পরদোষ কীর্ত্তন করিবে না। গুর্বাদি ব্যতীত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। কাহার সহিত বৈরতা ইচ্ছা করিবে না।, ভগ্নখানে আরোহণ করিবে না। কুলবৃক্ষের ছায়ায় বসিবে না। বিদ্বেষ প্রাপ্ত, পতিত উন্মত্ত, বহুজনের সহিত শক্রতা বিশিষ্ট এবং অতিশয় কীউতুল্য পীড়ক ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করিবে না। ২০০। একাকী পঞ্চে গমন করিবে না। জলের বেগে অপ্রে অবগাহন করিবে না। প্রক্লিত গৃহে প্রবেশ করিবে না। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিবে না।

চতুষ্পথং চৈত্যতরুং শাশানোপবনানি চ।

তুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জয়েরিশি সর্বদা।

পূজ্যদেবদ্বিজজ্যোতিশ্চায়াং নাতিজ্ঞমেদ্বুধঃ।
নানার্য্যানাশ্রমেৎ কাংশ্চিরজিক্ষাং রোচয়েদ্বুধঃ।
উপসর্পের্মচ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্ঠেয়চোথিতঃ।

যথেষ্ট ভোজকাংশ্চেব তথা দেবপরাজ্ম্থান্।

বর্ণাশ্রমজ্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জয়েছে।

অতীবজাগরস্বপ্রো তহৎস্থানাসনে বুধঃ।

ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর।

দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চেব প্রাজ্ঞাে দূরেণ বর্জয়েছে।

অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরো বাতাতপো তথা।

ন স্নায়ান্রস্বপেয়য়ো নচেবোপস্পুশেদ্বুধঃ।

মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদ্বোদ্যর্চাঞ্চ বর্জয়েছে।

নৈকবন্ত্রঃ প্রবর্তেত দ্বির্বাচনকে জপে॥ ১০৬॥

নৈকবন্ত্রঃ প্রবর্তেত দ্বির্বাচনকে জপে॥ ১০৬॥

নাদিকাকর্ষণ, মুখাবরণ পূর্বক জ্ঞাণ করিবে না। শ্বাস-কাশ পরিত্যাগ করিবে না। উচ্চ হাস্থ, শব্দ সহকারে অধোবায় ত্যাগ, নথবাছ, নথ দ্বারা তৃণচ্ছেদন ও ভূমিতে লিখন করিবে না। দন্ত দ্বারা শাশ্রু (দাড়ি গোঁপ) চ্ছেদন ও লোপ্ত গ্রহণ করিবে না। অশুচি অবস্থায় সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলকে নিরীক্ষণ করিবে না। অমেধ্য ও অমঙ্গল দ্বোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। হঙ্কার করিবে না। শব এবং শবগন্ধকে নিন্দা করিবে না। ১০৫। চতুপ্পথ, চৈত্যতর তথাৎ বন্ধবেদিক পূজ্য রক্ষ, শাশান, উপবন এবং দ্বায় জীর সামিধ্য সর্বদা রাত্রিতে বর্জ্জন করিবে। পূজ্য, দেব, আক্ষণ ও প্রদীপের দ্বায়া অতিক্রম করিবে না। কোন নীচ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না। কাহাকেও কোটিল্য শিক্ষা দিবে কা। মূর্পের নিকট গমন, উথিত হইয়া, বহুক্ষণ অবস্থিতি করিবে না। বহু ভোজনকারী দেব

ন চ নিধূনিয়েৎ কেশানাচামেরৈব চোখিতঃ।
পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ॥ ১০৭॥
আসনং ভোজনং বস্ত্রং পানং ভজনমেব চ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ।
শোবয়েমূ তুলাং বাগীং সর্বাদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞামুসারী স্থাৎ স পুত্রঃ কুলপারনঃ।
তদ্ধত্যং পরিহাসন্বা তদ্বর্জ্ঞাং বহুভাষণং।
পিত্রোরপ্রে ন কুর্বীত যদীক্ষেদান্মনো হিতং।
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য উত্তিষ্ঠেচ্চ সসংভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে।

পরাগ্ম্য ও বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াবিহীন মনুষ্য সকলকে দূরে বর্জ্জন করিবে। অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, উচ্চ স্থান, উচ্চাসন, উচ্চশযা।, অতিশয় ব্যায়াম, অতিশয় কায়িক পরিশ্রম বর্জনীয়। वृक्तिमान् वाङि मः हि ७ मृन्निजल्लाक मृत् भित्रशत कतिता शिम, সন্মুখ বায়, রৌদ্রকে স্পর্শ করিবে না। নগ্ন (উলঙ্গ) হইয়া স্নান, নগ্ন হইয়া শয়ন, নগ্ন হইয়া কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। মুক্তকচ্ছ (কাচা খুলিয়া) হইয়া আচমন করিবে না। মুক্তকচ্ছ হইয়া দেবাদির পূজা করিবে না। স্বস্তিবাচনাদি কর্ম্ম ও জপ এক বস্ত্র হইয়া করিবে না। ১০৬। স্নানানন্তর আর্দ্র কেশ কম্পিত ও উত্থিত হইয়া আচমন করিবে না। পদের দ্বারা পদ আক্রমণ এবং পূজ্য ব্যক্তির স্মুখে পাদপ্রসারণ করিবে না। ১০৭। বসিবার সময় আসন, ক্ষুধায় ভোজন, পরিধান বসন, পিপাসায় পানীয় জল সদা সর্ববদা ভক্তি প্রদর্শন ঘার। জনক জননীর সস্তোষ উৎপাদন করিবে। পিতা মাতার প্রতি সর্ববদা মৃতু বাক্য প্রয়োগ এবং সর্ববন্ধণ তাঁহাদিগের প্রিয় আচরণ ঘারা আজ্ঞামুবর্ত্তী হইলেই, সেই পুত্র তদীয় কুল পবিত্র করিতে সমর্থ হইরা খাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পুত্র আপনার

বিদ্যাধনমদোনতো বং কুর্যাৎ পিতৃহেলনং।

স যাতি নরকং ঘোরং সর্ববর্ণ্মবহিদ্ধতঃ।

অহং মহাত্মা ধনবান্ মতুল্যঃ কোহস্তি ভূতলে।

ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ।

মাতরং পিতরং পুত্রদারানতিথিসোদরান্।

হিদ্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রান্থে কণ্ঠগতৈরপি।

দূরাদ্বনং পথিপ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতং।

অতিথিং তং বিজানীয়ারাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ॥ ১০৮॥

অপসব্যং নৈবগচ্ছেদ্বোগারচতুস্পধান্।

মাঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ তথা বিপরীতান্মদক্ষিণাং।

সোমাক্ষাগ্যন্থ্বায়্নাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখং।

কামনা করে, সে জনকজননীর সম্মুখে ওদ্ধত্য প্রকাশ, কোনরপাপরিহাস ও বাচালতা পরিত্যাগ করিবে। মাতা পিতাকে দর্শন করিবানাত্র প্রণতিপূর্ববিক সসন্ত্রমে উথিত হইবে; তাঁহাদের অনুমতি বিনাউপবেশন করিবে না ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে রত থাকিবে। বিছাকি ধনমদে উন্মন্ত হইয়া যে ব্যক্তি পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা করে, সেই মূচ সর্ববধর্ম বহিন্নত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে। আমি মহাত্মা, আমি ধনবান, আমার সমান এই পৃথিবীতে আর কে আছে, এইরূপ চিত্তের ইচ্ছাকেই পণ্ডিতগণ 'মদ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও গৃহী ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র, দার, সোদরগণ ও অতিথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে না।) দূরদেশ হইতে পথশ্রান্ত ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিই অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন না। অতিথি যে দিবস আগমন করিবেন, সেই দিবসেই গমন করিবেন। "অতিথি দেবো ভব" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে অতিথিকে দেবতার সমান জ্ঞান করিতে হইবে। ১০৮। দেবাগার ও চতুপ্পথকে

ক্র্যাৎষ্ঠীবনবীন্মৃত্রসমূৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ।
তিষ্ঠমমূত্রয়েত্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেম্ম বীন্মৃত্ররক্তানি সর্বাদেব ন লক্ষ্মেয়েৎ।
শ্লেম্মন্তীবনকোৎসর্গো নামকালে প্রশস্ততে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদে ন হোমে ন মহাজনে।
যোযিতো নাবমন্তেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্ধুরঃ।
অকালগর্জিতাদে তু পর্বস্বশোচকাদিয়ু।
অনধ্যায়ং বুধঃ ক্র্যাছপরাগাদিকে তথা॥ ১০৯॥
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যট্বীয়ু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ।
প্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মন্থা ন তদ্বদেৎ।
প্রোয়স্তদহিতং বাচ্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ং।
প্রাণিনামূপকারায় যদেবেহ পরত্রচ।
কর্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ ১১০॥

প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না। মাঙ্গল্যদ্রব্য অর্থাৎ মধু, 
য়ত, দিধি, সিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণঘটাদি এবং গুরু, বিপ্র, ধেনু ও 
য়্বন্ধাণকে প্রদক্ষিণ পূর্বক যাইবে। অমাঙ্গল্যাদিকে প্রদক্ষিণ না 
করিয়াই গমন করিতে হইবে। চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি, জল, বায়ু ও পূজ্য 
সকলের সম্মুখে স্ঠীবন (খুখু), মলমূত্র তাগে করিবে না। দণ্ডায়মান 
ইইয়া পথে মূত্রত্যাগ করিবে না। প্রেম্মা, বিস্ঠা, মূত্র ও শোণিত 
কখনই লজ্বন (ডিঙ্গান) করিবে না। ভোজনকালে শ্লেম্মা ও স্ঠীবন 
ত্যাগ অপ্রশস্ত। পূজা, মঙ্গল-জপাদি ও হোমকালে তথা মহাজনের সম্মুখে শ্লেম্মা, স্ঠীবন বিসর্জ্জন অকর্ত্ব্য। জ্রীলোকগণকে 
অবমান ও বিশ্বাস করিবে না। অকালগর্জ্জনে, অফ্রমী প্রভৃতি পর্বব 
সকলে, অশৌচ ও গ্রহণাদিতে পণ্ডিতব্যক্তি বেদাধ্যয়ন বা অধ্যাপন করিবেন না। ১০৯। ইপ্তি এবং রোদ্রে ছত্রধারণ, রাত্রিকালে

অসাবহিমতি ক্রয়াদ্বিজা বৈ হুভিবাদনে।
শ্রাদ্ধং ব্রতং জপং দানং দেবতাভার্চনং তথা।
যক্তঞ্চ তর্পণঝৈব কুর্ববন্তং নাভিবাদয়েৎ।
তথাস্নানং প্রকুর্ববন্তং ধাবন্তমশুচিন্তথা।
ভূঞ্জানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসন্তথা।
ভিক্ষান্নধারণং চৈব রমন্তং জলমধ্যগং।
কুতাভিবাদনো যস্ত ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনং।
নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথিব সং॥ ১১১॥
আসৎপ্রলাপমন্তং বাক্পাক্রয়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছান্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক।
কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনং।
পূর্ববাহ্ন এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণং॥ ১১২॥

ও অরণ্যগমনে দণ্ডগ্রহণ করিবেন। শরীররক্ষণকামী ব্যক্তি ভ্রমণকালে সর্ববদা পাছুকা ধারণ করিবে। প্রিয় বলিলে ইহা হিতকর
হইবার সম্ভব নয়, এরূপ বিবেচনা পূর্ববক সেই প্রিয়বাক্যও কহিবে
না। যদি অত্যন্ত অপ্রিয় ও হয়, অথচ যাহাতে অনিফ্ট নাই, এরূপ
শ্রেয়োজনক বাক্য কহিবে। ফলতঃ ইহলোকে ও পরলোকে প্রাণিগণের উপকার জন্য যাহা হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম, মনঃ,
বাক্যদারা তাহাই করিবেন। ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিবার সময়
"এই আমি অভিবাদন করিতেছি" ইহা কহিবে। শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ,
দান, দেবতার্চ্চন, যজ্ঞ ও তর্পণকারীকে অভিবাদন করিবে না।
স্মান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে গমন করিতেছেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিতে
নাই। অশুচি. ভোজনকারী, শ্রান, অভ্যক্ত মস্তক, ভিন্দান্ধারী,
রমমাণ, জলমধ্যস্থ ব্যক্তি স্বয়ং কৃতাভিবাদন হইলেও এই সকলকে
প্রত্যভিবাদন করিবে না। তিনি তৎ তৎকালে অভিবাদনের যোগ্য

পরস্থা দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
নানুলেপনমাদদ্যাদস্রাতঃ স্নাতকী কচিৎ।
নচাপি রক্তবাসাঃ স্থাচ্চিত্রবাসধরোহপি বা।
স্কুরকর্মণি চান্তে চ স্ত্রীসন্তোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাক্তঃ কটভূমিমুপেত্য চ॥ ১১৩॥
শোচকালেযু সর্বের্য গুরুষঙ্গেযু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শোচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ।
দেবতাতিথিসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসিদ্ধাদিনিন্দকৈঃ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুদ্ধোদ্ধান্দকাধনাৎ।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজান্ পতিতং শঠং।
বিধর্মিসূতিকায়ন্ডবিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ॥ ১১৪॥

অসতের সহিত আলাপ, মিথ্যাবাক্য, পরনিন্দা, মায়াবাদরূপ অসৎশাস্ত্র, অসতের সহিত বাদ, অসৎসেবা বর্জ্জন করিবে। কেশ-সংস্কার, আদর্শে মুখ দর্শন, দেবতাদিগের তর্পণ, এই সমুদায় কায়্য পূর্ববাহ্নেই করিবে। ১১২। পরকে কথন দণ্ডপ্রদান করিবে না। পুত্র এবং শিশুকে শিক্ষার্থ দণ্ডপ্রদান করিবে। অস্নাত ও সানো-ছত ব্যক্তি কথন গাত্রে অসুলেপন প্রদান করিবে না। হে পুত্র, বেদোক্ত সম্যাসগ্রহণবিনা রক্তবন্ত্র ও চিত্র বিচিত্র বসন পরিধান করিবে না। ক্লোরকার্য্যের ও দ্রীসস্তোগের অস্তে এবং শাশান ভূমিতে গমনপূর্ববক প্রাজ্ঞর্যক্তি পরিধৃত বন্ত্রের সহিতই স্নান করিবেন। ১১৩। অধিক হউক বা অল্ল হউক সকলপ্রকার শোচ কালে শোচ নিমিত্ত বিলম্ব করিবে না। মুথের দ্বারা পাকার্থ অগ্নিতে ধমন অর্থাৎ 'ফুঁ' দিবে না। দেবতা, অতিথি, শ্রীমন্তাগবতাদি সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধব্যক্তি প্রভৃতির নিন্দাকারীকে স্পর্শ বা তাহার সহিত আলাপ করিবে না, দৈবাৎ করিলে সূর্য্য দর্শন পূর্ববক শুদ্ধ হইবে। এবং রজস্বলা, চণ্ডাল, পতিত, শব, বিধর্ম্মি,

যচ্চাপি কুর্বতো নাত্মা জুগুপ্লামেতি পুত্রক।
তৎকর্ত্তব্যমশক্ষেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে।
উপাদতে ন যে পূর্ববাং দ্বিজাঃ দন্ধ্যাং ন পশ্চিমাং।
দর্ববাংস্তান্ ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মণি যোজয়েং।
স্থবাদিনী গুর্বিণীশ্চ রুদ্ধং বালাতুরো তথা।
ভোজয়েং সংস্কৃতান্দেন প্রথমং চরমং গৃহী।
বর্জয়েদ্রেধিশক্তু প্রু রাত্রো ধানাংশ্চ বাদরে।
গৃহে পারাবতা ধত্যাঃ শুকাশ্চ দহ দারিকা॥ ১১৫॥
ন দেবদ্রবহারী দ্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্রমাঃ।
ব্রহ্মস্বং চ নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন।
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্র স্মস্বং বিষমূচ্যতে।
দেবস্বং বাপি যত্রেন দদা পরিহরেত্ত্তঃ।

সূতিকা, নপুংসক, বিবন্ত ও যবনাদিকে অবলোকন করিলে সূর্যাদিনে পরিশুদ্ধ হইবে। ১১৪। হে পুত্র! যে কর্মাচরণে মনোনানি হয় না এবং মহাজনের সিরধানে গোপনীয় নহে, নিঃশঙ্ক ভাবে সেই সমস্ত কর্মা করিবে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে ধর্মপরায়ণ ভূপতি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে শূদ্রের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। গৃহিব্যক্তি স্বগৃহস্থিতা বিবাহিতা কন্যা, গুর্বিবণী, রদ্ধ, বালক ও আতুর, ইহাদিগকে অগ্রে সংস্কৃতান্নের দ্বারা ভোজন করাইয়া, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। রাত্রিতে দিধি, শক্তু (ছাতু) ভক্ষণ করিবে নাও দিবায় ভ্রম্ম (ভাজা) যবাদি আহার করিবে না। যে ব্যক্তি ঐ বিধি উল্লজ্মন করে, সেই ব্যক্তি পরমায়ুহীন ও অলক্ষ্মীবান্ হয়়। গৃহীব্যক্তি গৃহে পারাবত (পায়রা) ও সারিকা সহ শুকপক্ষী (টিয়া) সকলকে রক্ষা করিবে। উহারা গৃহস্থের মঙ্গলকারী। ১১৫। হে দিলোত্মগণ! আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি যে, কখনই

ন ধর্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতঞ্চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন্ স্ত্রীশূদ্রদন্তনং।
দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকং।
জ্ঞানাপবাদনান্তিক্যং তত্মাৎ কোটিগুণাধিকং॥ ১১৬॥
নিন্দয়েদেয়া গুরুন্ দেবান্ বেদং বা সোপরংহণং।
কল্লকোটিশতং সাগ্রং রোরবে পচ্যতে নরঃ।
তৃষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন জ্রয়াৎ কিঞ্চিত্তরং।
কর্ণো পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ।
বর্জায়েদ্বৈ রহস্তাঞ্চ পরেয়াং গূহয়েদ ধঃ।
বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদৈ কদাচন।
নাভিপ্রতারয়েদেবান্ ব্রাক্ষণান্ গামথাপি বা।
ন স্পূশেৎ পাণিনোচ্ছিটো বিপ্রগোব্রাক্ষণানলান্।
ন চৈবান্ধং পদাবাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পূশেৎ।
নাক্রমেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাক্ষণানাং গ্রামপি॥ ১১৭॥

দেবদ্রব্যাপহারী হইবেন না। আপদকাল সমুপস্থিত হইলেও কোনপ্রকারে ব্রহ্মস্ব হরণ করিবেন না। বিষকে বিষ বলা যায় না;
যেহেতু তাহার প্রতিক্রিয়া আছে; কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণরূপ বিষের
প্রতিক্রিয়া নাই। অতএব ব্রহ্মস্বাপহরণ সর্ববাবস্থাতেই বর্জ্জনীয়।
এই গ্যায়ে কোন কালেই দেবস্বকেও হরণ করিবে না। যত্নের
সহিত পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মের ছলে পাপ করিয়া ব্রতাচরণ
করিবে না। ব্রতের্ঘারা পাপকে আচ্ছাদ্দন পূর্বক স্ত্রীশূদ্রকে বঞ্চনা
করিবে না। দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণাধিক।
গুরুদ্রোহ হইতে পরমাত্মজ্ঞান শাস্ত্রের খণ্ডন ও নাস্তিকতা কোটিগুণাধিক। ১১৬। যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা, পুরাণ, আগম ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বেদকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি কিঞ্চিদধিক কল্প
কোটিশতকাল পর্যান্ত নরকে বাস করে। আপনার নিন্দা উপস্থিত

পরিহর্ত্ত্ব্ব্রুগ্রেলিখ্যং তত্তৎশাস্ত্রোক্তমন্যথা।
যদত্র লিখিতং কিঞ্চিত্তৎ কন্তব্যং মহাত্মভিঃ॥ ১১৮॥
আচারাশ্চেদৃশাঃ সন্তি পরেহিপি বহুলাঃ সতাং।
তে লোকশাস্ত্রতো জ্ঞেয়া অপেক্যা যদি বৈষ্ণবৈঃ॥১১৯॥
ইতি শ্রীমন্ডগবদ্ধক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিনিবিরচিতায়াং শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণ্যাং
প্রথমস্তরঙ্গঃ॥ ১॥

হইলে ভৃষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিবে, কোন উত্তর প্রদান করিবে না। অসহ বোধ হইলে কর্ণে হস্ত দিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবে। কোন সময়েই নিন্দাকারীকে অবলোকন করিবে না। রহস্ত অর্থাৎ গোপনীয় বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। পরানিষ্ট গোপন করিবে। কখন স্বজন সকলের সহিত বিবাদ করিবে না। হে বিপ্রগণ! দেব, ত্রাহ্মণ, গো, ইহাঁদিগকে প্রতারণা করিবে না। উচ্ছিফ হস্ত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ এবং অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না। আর দেবপ্রতিমাকে পদদারা স্পর্শ করিবে না। ইচ্ছা বশতঃ ব্রাহ্মণ এবং গো সমূহের ছায়া আক্রমণ করিবে না। ১১৭। এীবিষ্ণু পুরাণাদিন্তিত শ্লোকনিচয়ের পাঠ পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম, যাহা পুনলিখন হইয়াছে ও তত্তৎশান্তোক্ত শ্লোক পরিত্যাগ এবং কোন স্থলে অন্যত্রস্থিত শ্লোকপাদের অন্যত্র সংযোজনা পূর্ববক, এই প্রস্তে আমি যাহা লিখিয়াছি, মহাত্মা সকল আমার সেই দোষ ক্ষমা করিবেন। ১১৮। সাধুগণের এইরূপ উচ্চাব্চ আচারাপেক্ষা আরও বহুল আচার আছে, বৈষ্ণব সকলের যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই সমুদায় লোকাচার শাস্ত্রানুসারে জানিয়া লইবেন। ১১৯।

শ্রীমন্তগবন্ত ক্রান্সচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিবিরচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গ সম্পূর্ণ হইল ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়তরঙ্গঃ।

গোবিন্দং পরমানন্দং শ্রীগোপীজনবল্লভং।
শ্রীরাধারমণং বন্দে পূর্বব্ধানাতনং॥ ১॥
শ্রীবংশীবদনং বন্দে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়োভমং।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিদং দেবং সৎপরিষৎস্থরঞ্জনং॥ ২॥
ব্রান্ধ্যে মুহুর্ত্তে চোত্থায় কর্ত্তব্যং যদিনে দিনে।
তৎসর্কাং সংপ্রবক্যামি সাধুনাং হিতকারকং॥ ৩॥
শ্রথ কালনির্বয়ঃ।

দিবসম্খাদ্যভাগে তু কৃত্যং তম্খোপদিশ্যতে। দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা। যঠে চ সপ্তমে চৈব অফমে চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৪॥

শ্রীরাধারমণ, গোপীজন বল্লভ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, পরমানন্দ গোবিন্দকে আমি প্রণাম করি। ১। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদানকারী, সৎসভা স্থরঞ্জন, দেব বংশীবদনকে আমি বন্দনা করি। ২। ব্রাক্ষ্যমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শয্যা হইতে গাত্রো-খান পূর্বক, সজ্জনগণের প্রাত্যহিক যে সকল কর্ত্তব্যকার্য্য, সাধু-রন্দের হিতকর সেই সকল কার্য্য আমি সম্যক্প্রকারে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। ৩। অথ কালনির্ণয় দিবসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, যন্ঠ, সপ্তম এবং অন্টমাংশ কালের কৃত্য সকল শাস্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ভাবে উপদেশ করিতেছেন। "অত্র দিন পদং ব্রাক্ষ্যমুহূর্ত্তাদিপ্রদোষান্তকালপরং।" অর্থাৎ এন্থলে "দিবস" পদটা ব্রাক্ষ্যমুহূর্ত্ত হইতে প্রদোষান্তকালপর জানিতে হইবে। ৪।

ত্রিযানাং রজনীং প্রাহ্নস্তান্ত্রাদ্যন্তচ্চুম্টরং।
নাড়ীনাং তছভে সম্ব্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥ ৫॥
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহুর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাক্ষ্য ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥ ৬॥
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাত্ররুণাদের উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোহরং গঙ্গান্তঃ সদৃশঃ স্মৃতঃ॥ ৭॥
উদয়াতু মুহুর্তাংস্থ্রীন্ প্রাতঃ শব্দেন উচ্যতে।
মধ্যাহ্নস্তিমুহুর্তঃ স্থাদপরাহুস্ততঃ পরং।
সায়াহ্নস্তিমুহুর্তঃ স্থাচ্ছাদ্ধং তত্র ন কার্য়েৎ॥ ৮॥
স্বর্ধ নিত্যক্ষ্যানি।

ব্রাক্ষ্যে মুহূর্ত্তে চোপ্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্। প্রকাল্য পাণিপাদো চ দন্তধাবনমাচরেৎ। আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ। পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ॥ ৯॥

পণ্ডিত সকল সূর্য্যান্তের পর চারিদণ্ড ও সূর্য্যোদয়ের পূর্বব চারিদণ্ড পরিত্যাগ পূর্বক রজনীকে ত্রিযামা (ত্রিপ্রহরাত্মিকা) বলিয়াছেন। অতএব দিবসের স্বান্ত চারিদণ্ড এবং অন্ত্য চারিদণ্ড সন্ধ্যাকাল ॥ ৫ ॥ রাত্রির শেষপ্রহরের ত্রিমুহূর্ত্ত (দিবারাত্রের ত্রিংশভাগকে মুহূর্ত্ত বলে)। কাল ব্রান্ধ্যমূর্ত্তকাল বলিয়া বিখ্যাত। সেই সময় নিদ্রা হইতে জাগরণের সময় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ৬। রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে সর্মণোদয় কাল। সেই কালে সামান্ত জলও গঙ্গাজলের সমান হয়, এইজন্ম যতিগণ সেই সয়য় স্নান করিয়া থাকেন। ৭। সূর্য্যোদয় হইতে ত্রিমুহূর্ত্তকাল প্রাত্তকাল। তাহার পর ত্রিমুহূর্ত্তকাল মধ্যাহ্ন কাল। তদনন্তর ত্রিমুহূর্ত্তকাল অপরাহ্ন কাল। তৎপর ত্রিমুহূর্ত্তকাল সায়াহ্নকাল। ঐ কালে শ্রান্ধ করিতে নাই।৮। অনন্তর নিত্যকৃত্য সকল বলিতেছেন। ব্রান্ধ্যমূর্ত্ত্ব অর্থাৎ অরুণোদয়-

## তত্র প্রীভগবতা চৈতগুদেবেনোক্তং প্রীকৃষ্ণসঙ্গীর্ত্তনং।

কৃষ্ণ কৃষ্

কালে শ্রীভগবান্ চৈতগ্রদেবের উক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ "কৃষ্ণ কুষ্ণ কুষ্ণ" ইত্যাদি জগন্মস্বল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্য্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ববক হস্তপদ প্রকালনানন্তর দন্তধাবন করিবে। তদন্তর আচমন করিয়া রাত্রির বসন বজ্জন পূর্ববক অপর বসন পরিধান করতঃ অগ্রে যে আচমনের বিধি লেখা হইবে, তদনুসারে পুনর্বার বারদ্বয় আচমন করিবে। ৯। ভগবান্ চৈতন্যদেবের উক্ত এক্ষ সঙ্গতিনের গূঢ়ার্থ এই—বিপদ, বিস্ময় ও আনন্দস্থলে এক नाम পूनः भूनः উচ্চারণ করায় দোষ হয় न। "विপদে विश्वरा হর্ষে দ্বিত্রিরুক্তিন দূয়তে।" এই অভিপ্রায়ে ভক্তাবতার ভগবান চৈতন্যদেব এক "কৃষ্ণ" নাম বার বার উল্লেখ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার ভজনহীন বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিও না। তুমি জগন্নাথ; অতএব স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন নিমিত্ত কুপা পূর্বক আমার স্বদাসরূপে গ্রহণ কর; হে কৃষ্ণ! আমায় রক্ষা কর; এই তুরত্ত কলিকালে তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও রক্ষাকর্তা দেখিতে পাই না। হে কৃষ্ণ! সকল কালেই তুমিই একমাত্র ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, গতি এবং স্থ-দাতা। বিপদে, বিশ্বয়ে ও আনন্দে সকল অবস্থাতেই তুমি আমার, আমি তোমার। এই জন্য বার বার তোমায় ডাকিতেছি ১০। অনস্তর অন্তর্বাহশুদ্ধি কামনা পূর্বৰক মস্তকোপরি ঐতক্রদেবের

ज्य छक्षानः।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাজে দিনেত্রং দিভুজং গুরুং।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্রনামপূর্ববকং।
নমোহস্ত গুরবে তত্মাদিউদেবস্বরূপিণে।
যস্ত বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং॥ ১২॥
অথ গুরুস্তোত্রং।

ত্রায়স্ব ভো জগন্ধাথ গুরো সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদফঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১৩॥
অথ গুরুপ্রণাম

অজ্ঞানতিমিরাম্বস্থ জ্ঞানাঞ্জনশলাকর চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তলৈ ক্রি

অহং ক্রান্ত্র নির্মাণ কর্ম ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র ক্রান্ত্র

খন বিজ্ঞাত্রবপূর্ত্বান্।

কৃষ্ণ নশাস্থাজাবলাত্ব।

না তদীর স্তব করতঃ আত্মচিন্তা পূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের
কিল নিম্নলিখিত এই শ্লোক পাঠ করিবে। ১১।
শ্রীতঃ অর্থাৎ অরুণোদয়কালে "শ্রীগুরু" নাম
উচ্চ বিশ্বত শুরুপদ্মোপরি দিনেত্র, দিভুজ, প্রসমবদ দবকে শ্মরণ করিবে, ইফটদেব স্বরূপ গুরুকে
প্রার বাক্যামৃত দারা সংসাররূপ বিষানল নির্ববাপিত
হই গুরুস্তোত্র। হে গুরো! হে জগমাথ!
দগ্ধ ও কাল কর্তৃক দফ্ট হইয়া তোমার
শ্রী আমাকে ত্রাণ কর। ১৩। অথ গুরু প্রণাম।
বিশি প্রালাকা দারা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত মদীয়
ন্যান্ধিক প্রান্তিন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি। ১৪।

অহংতীর্ণোভবং বোরং কৃত্যং কিঞ্চিন্নগেইন্তি হি।
তথাপি দেহি মে নাথ হাজ্ঞাং তব নিষেবনে ॥ ১৫ ॥
মমেবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
ইত্যাদি ভগবদাক্যাদাবয়োরন্তরং মহৎ॥ ১৬॥
দাসভূতো হরেরেবেত্যাদিবাক্যপ্রমাণতঃ।
নিত্যদাসন্তবান্মি চ তৎসেবনোৎস্থকঃ সদা॥ ১৭॥
ভববদ্ধচ্ছিদে তন্মৈ স্পৃহ্য়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥ ১৮॥

অথ আৰু হিন্দু। যদিও আমি সেই কৃষ্ণরূপ ব্রহ্মেরই অংশভূত জীব বলিয়া, তাঁহা ইতে অভিন, শোকপরিশুন্য, সচিদানন্দস্তরূপ, নিত্য-মুক্ত, স্বভাবান্থিত যাত্তি আমার কোন কার্য নাই এবং সংসারে আমি বদ্ধ নহি, তথাপি হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! আমাকে আপনার নিষেবনে আজ্ঞা প্রদান করুন, অর্থাৎ ভবদীয় দাত্তে আমার विकास न । ১৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, হে সংখ! বিভিন্নংশ-ক্রমে আমার অংশ দ্বিবিধ। স্বাংশক্রমে আৰু ভ্রিনামনুসিংহাদি রূপে ক্রীড়া করিয়া থাকি। বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যদাসরূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে মদীয় অহংতত্ত্ব সভাতাবে থাকে। বিভিন্নাংশ প্রকাশে মদীয় পারমেশ্বরী অহংতত্ত্ব থাকে লাভিন্সই জন্য জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতা উদয় হয়। সেই বিভিন্ন ত তত্ত্ব-সরূপ জীবের চুইটি অবস্থা। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাব জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। (ভক্তিবিনোদাভাস) ইকালি গ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতে জানা গেল যে, কৃষ্ণের সহিত আমার মহনতর। আমি জীব, কখনই কৃষ্ণ হইতে পারি না। ১৬। এবং জীব সাত্রেই ভগবান্ হরির দাস ইত্যাদি, শাস্ত্রে প্রমাণ দারা আমি (ভীব) তাঁহার নিত্য দাস হইতেছি, তজ্জন্য সর্ববদাই তাঁহার সেবায় উৎস্থক-চিত্ত। ১৭। হে ভগবন্! যদ্ধারা "আপনি প্রভু ও আলি নাস"

এবঞ্চ হনুমদ্বাক্যৈন্তৎসেবনপরো জনঃ। আত্মানঞ্চিত্তয়েদ্দাসং সোহহং দেবো ন ভাবয়েৎ॥ ১৯॥ অথ প্রাতঃশ্বরণকীর্ত্তনে।

স্থাতঃ সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যৎ ব্রজামি শরণং হরিং ॥ ২০ ॥
লোকেশ চৈতন্ময়াদিদেব শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞায়েব।
প্রাতঃ সমুখায় তবপ্রিয়ার্থং সংসার্যাত্রামন্ত্রবর্তিয়িষ্যে ॥ ২১ ॥
জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
হয়া হুষীকেশ হুদিস্থিতেন যুখানিযুক্তোইস্মি তথা করোমি॥ ২২॥

এই সম্বন্ধ দূরীভূত হয়, ভববন্ধনমোচনকারী সেই মোক্ষে আমার স্পৃহা নাই। ১৮। এই প্রকার শ্রীহনুমানের বাক্য দারা জানা যাইতেছে যে, হরিসেবনপরায়ণ ব্যক্তি, আপনাকে হরির দাসরূপেই ভাবনা করিবেন, কখন আমি সেই দেব হরি, এরূপ ভাবনা করিবেন না। "সোহহং" চিন্তার তাৎপর্য্যই "সোহহং দাসস্তদীয়ঃ" অর্থাৎ সেই আমি তোমার দাস। যে সকল অর্চ্চনপদ্ধতিকার "সোহহং" চিন্তার অর্থ "আমি সেই উপাস্থাদেব" স্থির করিয়াছেন, ৷ তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী।১৯। অথ প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে নিখিল কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই অজ অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মহীন, নিত্যস্বরূপ শ্রীহরির আমি শরণাগত হই।২০। হে ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়! হে আদিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! আমি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ববক, আপনার আজ্ঞায় আপনার প্রিয় নিমিত্ত সংসার যাত্রা নির্বরাহ করিব।২১। হে হৃষীকেশ! ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম কাহাকে বলে, তাহাও আমি জানি বটে, তথাপি তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। আপনি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশর। আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি পূর্ববক আমাকে যে ভাবে প্রবৃত্ত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়রসতৃষ্ণাং।

ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥ ২৩॥

স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তৃতির্বচঃ।

ভূয়াৎ সর্ববাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং॥ ২৪॥

বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং সম্ভোগিচিহ্লাক্ষিতসর্বগাত্রং।

পবিত্রমান্ধায়গিরামগম্যং ত্রন্ধপ্রপদ্যে নবনীতচৌরং॥ ২৫॥

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ত্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধনিঃ।

দপ্পতি নির্মন্থনেশক্মিপ্রিতো নির্ম্মতে যেন দিশামমঙ্গলং॥ ২৬॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো

যত্রবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যর্ম্বর্মণ ।

স্থিরচররজিনম্বঃ স্থামিতশ্রীমুখেন

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ২৭॥

আমার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কিছুই নাই। ২২। হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় দূর করুন, চঞ্চল মনের দমন করুন, অনিত্য বিষয়রসের বাসনা উপশম করুন, সর্ববপ্রাণীতে দয়া বিস্তার করুন, এবং সংসারসাগর হইতে উত্তরণ করুন। ২৩। হে হরে! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্যনিচয় এবং চেপ্তিত আপনি যে বিষ্ণু আপনাতে সর্বতোভাবে পর্যাবসিত হউক। ২৪। যিনি পরম পবিত্র, বেদবাক্যের অগোচর, পরত্রন্ধ অথচ রসিক, গোপাঙ্গনারন্দের নথক্ষতাদি চিহু দ্বারা যাঁহার নীলকমলসদৃশ সর্ববাঙ্গ অঙ্কিত, সেই নবনীতচৌর বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হই। ২৫। আক্যামুহুর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ববক ব্রজাঙ্গনাগণ উচ্চৈঃস্বরে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি গান করাতে, তাহার ধ্বনি দধিন্দ্রন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। অহো! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে সর্ববদিকের অমঙ্গল বিনফ্ট হয়। ২৬। যিনি সমস্ত জীবে অন্তর্থামিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন অথবা যিনি

তদেতলিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্যবহারতঃ।
কিন্তু স্বাভীন্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ॥ ২৮॥
ইশ্বং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণাদিকং।
সর্ববিত্তীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনং॥ ২৯॥
অথাদে শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্দয়াঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্বব্যকৃত্যান্তর্পয়েন্নমেৎ॥ ৩০॥
অথ প্রাতঃপ্রণামঃ।

সর্বনঙ্গলমাঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ববিদ্যাণি কারয়েৎ॥ ৩১॥
অথ বিজ্ঞাপনং।
যত্রৎস্বাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনংম্ম॥ ৩২॥

শ্রীরাধা প্রভৃতি স্বস্থীবৃদ্দের সহিত বৃন্দাবনে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি শ্রীদেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথাটি যাঁহার সম্বন্ধে অপবাদমাত্র; আর যিনি স্থাবরজঙ্গমের ছঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যতুবর পরিষৎরূপ হস্ত দ্বারা পৃথিবীর অধর্ম হনন পূর্বক সহাস্থবদন দ্বারা ব্রজপুর বনিতাগণের অনঙ্গবর্ধন করণানন্তর সর্বকাল জয়যুক্ত হউন। ২৭। আমি প্রাতঃস্মরণ-কর্তিন সম্বন্ধে পূর্বেব যাহা উল্লেখ করিয়াছি, কোন কোন স্থলে ব্যবহারানুসারে লিখিত হইল জানিতে হইবে। ফলতঃ নিজাভীষ্টানুসারে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি চিন্তা করিবে অর্থাৎ যাঁহার যে রূপে প্রীতি তিনি সেই-রূপে চিন্তা করিবে অর্থাৎ যাঁহার যে রূপে প্রীতি তিনি সেই-রূপে চিন্তা করিবেন। ২৮। ভগবানের নামকীর্ত্তন ও নামস্মরণাদি এই প্রকারে কৃত হইলে তাহা সর্ববতীর্থাবগাহনের ফল প্রদান ও বাহান্তর বিশুদ্ধ করেন। ২৯। তদনন্তর সর্ববাদৌ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে কিঞ্চিন্নিবেদন করিয়া, আপনার সমুদার কর্ম্ম অর্পণ ও প্রণাম করিবে। ৩০। অথ প্রাতঃপ্রণাম। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, আরাধনীয়, বরদাতা, মঙ্গলময় নারায়ণকে

প্রাতঃপ্রবোধিতো বিফো হ্যীকেশেন যত্ত্বয়। ।

যদযৎ কার্য়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞ্যা।। ৩০।।

সংসার্যাত্রামনুবর্ত্তমানং হুদাজ্ঞ্য়া শ্রীনৃহরেইন্তরাত্মন্।

স্পর্কাতিরক্ষারকলিপ্রমাদভ্য়ানি মা মাভিভবন্ত ভূমন্,॥ ৩৪।।

অথ প্রণামবাক্যানি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৩৫॥
অস্ত্রবিবুধসিদ্ধৈজ্ঞায়তে যস্ত নাততং
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহুদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃত্যীশং বাস্তদেবং নতোহিশ্ম ॥ ৩৬॥

নমন্ধার পূর্বক সকল কর্ম্ম করিবে। ৩১। অথ বিজ্ঞাপন। হে হরে! যাহা কিছু উৎসবাদি কর্ম্ম আপনা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি আচরণ করিব, তাহা আপনি জানিবেন; এই আমার বিজ্ঞাপন। ৩২। হে বিফো! হে ঈশান! আপনি সর্বেবিদ্রের অধীশর। আমি আপনার কৃপায় প্রাতঃকালে জাগরিত হইলাম। আপনি যাহা যাহা করান, ভবদীয় আজ্ঞায় আমি তাহাই করি। ৩৩। হে নৃহরে! হে অন্তরাত্মন্! হে ভূমন্! আমি যখন আপনার আজ্ঞায় সংসারাসুষ্ঠান করিব, তখন যেন স্পর্দ্ধা, তিরন্ধার, কলহ, প্রমাদ এবং ভয় এই সকল মদীয় হৃদয়কে আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। ৩৪। অথ প্রণামবাক্য সকল। ব্রহ্মণায়দেব, গোব্রাহ্মণহিতকারি, জগমঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে বার বার নমন্ধার করি। ৩৫। অন্তর, দেবতা ও সিদ্ধ সকল যাঁহার অন্ত জানিতে সমর্থ হন না। মুনিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণে চিন্তা করেন। যিনি পরম নির্ম্মল। যিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞাত আছেন, এবং যিনি সর্ববসাক্ষী স্বরূপ, সেই অজ, সভ্য,

যজিভির্যজ্ঞপুরুষো বাস্থদেৰশ্চ সাত্বতিঃ।
বেদান্তবেদিভির্ব্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোহিশ্মি তং ॥৩৭॥
অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনং।

ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাহ্যদেয়াযপূর্বকং। প্রবোধ্য স্ততিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং॥ ৩৮॥ অথ স্থোত্রাণি।

জয় জয় জহজামজিতদোষগৃতীতগুণাং-স্থমিদ যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ। অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে কচিদজয়াত্মনা চ চরতোহমুচরেন্নিগমঃ॥ ৩৯॥ সোহসাবদত্রকরুণো ভগবান্ বিরদ্ধ-প্রেমস্মিতেন নয়নামুরুহং বিজ্ন্তন্-

ক্ষণারও বাস্তদেবকে আমি প্রণাম করি। ০৬। যাজ্ঞিক সকল যাঁহাকে বজ্ঞপুরুষ, বৈশ্ববগণ যাঁহাকে বাস্তদেব ও বেদান্তবিদের। যাঁহাকে বিফু বলেন, আমি ভাঁহাকে প্রণাম করি। ০৭। অথ শ্রীভগবৎ প্রবোধন অর্থাৎ ভগবানের জাগরণকরণ। তাহার পর দেবালয়ে গমনানন্তর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যপূর্বক দেবস্তুতি ঘারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া নীরাজন করতঃ এই প্রার্থনা করিবে। ৩৮। অথ স্তোত্রসকল বলিভেছেন। হে অজিত! আপনার জয় হউক, হে অথলাশক্তি অববোধক! অর্থাৎ আপনি সমস্ত শক্তির অন্তর্য্যামী, একারণ স্থাবর-জঙ্গমশরীরধারী প্রাণীগণের সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ অবতারণার্থ গৃহীত সত্ব, রজ, তমোগুণান্বিতা অবিদ্যাকে নম্ট করুন্। যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সর্ববিশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশ্বস্তিকালে আপনি অথও একরস হইয়াও যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদসকল সেই কালে আপনাকে প্রতিপন্ন করেন। ৩৯। সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দয়াবান, তিনি প্রাসিদ্ধ

উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্যা গিরাপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৪০ ॥
দেব প্রপন্নার্ভিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুত ॥ ৪১ ॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু বেষু ব্রজাম্যহং ।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা হয়ি ॥ ৪২ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী ।
হ্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপদর্পতু ॥ ৪০ ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যুনাঞ্চ যুবতো যথা ।
মনোহভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং হয়ি ॥ ৪৪ ॥
দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীকানি কীর্ত্রম্ ।
কুষ্ণম্য তুলদীবর্জ্ঞ্যং নির্মাল্যমপদারয়েং ॥ ৪৫ ॥

প্রেমসহ হাস্ত দারা স্বন্যনামুজ বিকসিত করিয়া, এই বিশ্বের
উদ্ভব ও আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার জন্য নিদ্রা হইতে গাত্রোপান
পূর্বক স্থাধুর বাক্যে মদীয় বিষাদ দূরীভূত করুন্। ৪০। হে দেব,
হে প্রেপারজনভয়ভঞ্জন! হে কেশব! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ
করুন্। হে অচ্যুত! পুনরায় অবলোকন দান দারা আমাকে
পবিত্র করুন্। ৪১। হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি সহস্রযোনির
মধ্যে যে যোনিতে কর্মানুসারে জন্মগ্রহণ করিনা কেন, সেই
সেই জন্মে যেন আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ৪২।
বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলের প্রীতি কেবলমাত্র বিষয়েই সম্বন্ধ থাকে,
কিন্তু আপনাকে স্মরণপূর্বক মদীয় অস্তঃকরণে যে প্রীতির উদয়
হইল, ইহা যেন আমার হৃদয় হইতে কথন অপসারিত না হর। ৪০।
হে কৃষ্ণ! যুবতীর্নেদর যুবাপুরুষে এবং যুবকগণের যুবতীতে হৃদয়
যেরূপ প্রেমার্দ্র হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ হয়, সেইরূপ আমার হৃদয়
তোমাতে অনুরক্ত হইয়া সর্বদা ক্রীড়া করুক। ৪৪। এইরূপ

## व्यथ निर्मारकाजित्र ।

তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজঃস্বলা।

দেবতা চ সনির্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতং ॥ ৪৬॥

দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনং।

স্নাপনং সর্বাদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতং ॥ ৪৭॥

যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং নির্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি।

ন তস্য তুঃখং ন দরিদ্রতা চ নাকালমূত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্ ॥৪৮॥

অরুণোদয়বেলায়াং নির্মাল্যং শল্যতাং ব্রজে দিতিবচনা
দকুদিনমরুণোদয়কালে দেবানাং নির্মাল্যাপসারণং বিহিত
মিতিদিক্ ॥ ৪৯॥

खव शार्व श्रवक, जनगरुत (प्रवमिन्दित প্রবেশ করতঃ আপনার মনোমত মনোহর স্তোত্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে তুলসী ব্যতিরিক্ত অপর নির্মাল্য সমুদায় অপসারণ করিবে । ৪৫। অথ নির্মাল্য অপসারণ। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃ वर्था वक्रा विकास পুষ্পাদি অপসারণ করিবেন। তৃষ্ণান্বিত পশু যদি বন্ধনগ্রস্ত থাকে, অবিবাহিতা কান্তা যদি রজঃস্বলা হয়, এবং দেবতা যদি নির্মাল্যযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁরা পূর্বব উপার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয় বিনষ্ট করিয়া থাকে। ৪৬। দেবতার নির্মাল্য অপসারণ, সম্মার্জ্জনী দার। দেবগৃহের সম্মার্জন ও দেবতাসকলকে স্নান করান, গোদানের সমান ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৭। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ববক যথোক্ত নিত্যকর্ম্ম সমাপনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের নির্মান্য উতারণ করেন, তাঁহার ছঃখ দরিদ্রতা ও পীড়া উৎপন্ন হয় না। ৪৮। অরুণোদয় কালেই নির্মাল্য শল্য (শেল) হইয়া থাকে, এই বচনহেতু প্রতি দিন অরুণোদয় কালেই দেবতাসকলের নির্মাল্য অপসারণ করাই বিহিত কার্য্য দেখা যাইতেছে। ৪৯। অথ শ্রীমূর্ত্তির

षथ धीमूथ श्रकाननः।

শ্রীহস্তাজ্যি মুখান্ডোজকালনায় চ তদ্গৃহে।
গণ্ডু যাণি জলৈর্দত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥ ৫০ ॥
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাছকে শুদ্ধান্তিকাং।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাদ্বাসোহপি মুখমার্জ্জনং।
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েন্তগ্বৎপ্রিয়াং॥ ৫১॥

এবঞ্চ কর-চরণ-বদনক্ষালনপুরঃসরং পতদগুছে গণ্ড্যাণি দত্ত্বা শ্রীতুলসীং সমর্প্য মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫২ ॥ অথ প্রিয়শ্লোকাঃ।

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্। গোপ্যঃ সমুখায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তৃন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্তমন্থন্ ॥৫৩॥ তা দীপদীপ্রের্মণিভির্বিরেজ্রজ্জ্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ। চলন্নিতস্বস্তনহারকুগুলস্বিধৎকপোলারুণকুম্কুমাননাঃ॥ ৫৪॥

শ্রীমুখ প্রক্ষালন। শ্রীমূর্ত্তির শ্রীহস্ত, শ্রীচরণ, শ্রীমুখপদ্ম প্রক্ষালনের নিমিত্ত সেই গৃহের ভিতর জল দারা গণ্ডূষ প্রদান পূর্ববক দন্তকাষ্ঠ অর্পণ করিবে। ৫০। জিহ্বোল্লেখনিকা (জীবছোলা), কাষ্ঠপাতুকান্তর ও পবিত্র মৃত্তিকা প্রদান করতঃ পুনর্ববার জল এবং শ্রীমুখমার্জ্জন ও বস্ত্রার্পণ করিবে। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পবিত্রা শ্রীভূলসী প্রদান করিবে। ৫১। এই প্রকারে শ্রীমূর্ত্তির করচরণবদনক্ষালন পুরঃসর পতদ্প্রহে অর্থাৎ আচমনীয় পাত্রে (পিকদানীতে বা ডাবরে) জলগণ্ডূষ প্রদান পূর্ববক শ্রীভূলসী সমর্পণ করণানন্তর শ্রীদেবের মঙ্গলনীরাজন (মঙ্গল আরাত্রিক) করিবে। ৫২। অথ প্রিয়শ্লোক সকল বলিতেছেন। শ্রীনন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি কথোপকথনে সেই নিশা যাপিতা হইল। রজনীশেষে গোপীসকল শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ববক প্রদীপ প্রজালিত করিলেন এবং দেহল্যাদি অর্থাৎ চৌকাঠের অধঃ বা উপরিফলকাদি মার্জ্জন করিয়া দধিমন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৩। মন্থনরজ্জু বিকর্ষণ

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধনিঃ।
দগ্নশ্চ নির্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নির্ম্যতে যেন দিশামমঙ্গলং।।৫৫।।

কোমংবাসঃ পৃথুকটিতটে বিজ্ঞতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রমেহম তুকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ স্থুজঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণো কুণ্ডলে চ
স্বিন্ধং বক্ত্রং কবরবিগলমালতী নির্ম্মমন্থ॥ ৫৬॥
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিজ্ঞ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাং।
রন্ধান্ বেণোরধরম্বধয়া পূরয়ন্ গোপরন্দৈর্বান্বেগং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥ ৫৭॥

করিতে করিতে তাঁহাদের করকঙ্কণস্থ মণিসকল প্রদীপের আলোকে উদ্দীপ্ত হওয়াতে অত্যধিক শোভা হইতে লাগিল। আর সেই সময় ঐ সকল গোপাঙ্গনার নিতম্বদেশ ও উচ্চপয়োধরস্থিত হার চলিত হইল অর্থাৎ দোতুল্যমান হইতে লাগিল ও কপোলদেশ কর্ণকুণ্ডলে উল্লাসিত এবং বদন অরুণবর্ণ কুষ্কুমে রঞ্জিত হওয়াতে অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইতে লাগিল। ৫৪। সেই সকল ব্রজরমণী উচ্চৈঃস্বরে অরবিন্দলোচন ঐকুফের গুণাদি গান করাতে, তাহার ধ্বনি দ্ধিমন্থন্ধনির সহিত মিলিত হইয়া আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। ওথে! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে দিক্সমূহের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ৫৫। শ্রীমতীযশোদার বিশাল কটিতটে ক্ষৌম অর্থাৎ পট্টবসন কাঞ্চী দারা নিবদ্ধ ছিল, পুত্রমেহে স্তনদ্বয় হইতে হুগ্ধ পতিত হইতেছিল। বারংবার মন্থনদণ্ডের রজ্জুর আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রাম্ত হওয়াতে তাহা হইতে কক্ষণ চলিত ও কর্ণের কুণ্ডলযুগল কম্পিত এবং কবরী হইতে পুপ্সমাল্য শ্বালিত হইতেছিল। অপর শ্রমনিমিত্ত তাঁহার বদন ঘর্ম্মবিন্দুতে অঙ্কিত হইয়াছিল। ৫৬। ব্রজাঙ্গনা-গণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ পূর্ববক স্বপদাক্ষিত পঠিত্বেমান্ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিঃ স্বনৈঃ। প্রভোনীরাজনং কুর্য্যাম্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতং॥ ৫৮॥ অথ মঙ্গলনীরাজনম্।

মূলমন্ত্রং জপ্তা তৎকালোচিতসঙ্গীতপুরঃসরঞ্চ শ্রীভগবতো
মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ। এতচ্চ নীরাজনং স্থবাসিনীভিঃ
পতিচিরায়ুষ্ট্রদারা পুত্রাদিলাভায়। কন্যাদিভিঃ সদ্বরলাভায়।
পুরুষেশ্চ স্বোদ্যমফললাভায়। সর্বেরপি সমস্তদারিদ্র্যদৈন্তছরিতোপশান্তয়ে চ নরৈরত্যাদরেণোখায় শুচিশরীরেঃ কর্ত্ব্যং
॥ ৫৯॥ ব্রাক্ষ্যে মূহুর্ত্তে উত্থায় যথাবিধিকৃতমলোৎসর্গঃ
শোচাজ্যিকরবদনপ্রকালনদন্তধাবনগগুষাচমনানি বিধায় দেবা-

মনোহর বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তদীয় শিরোদেশ ময়ূরপুচ্ছময় মুকুট, কর্ণছয়ে কর্ণিকার, পরিধান কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন ও গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা। তিনি স্বয়ং অধরস্থা দারা বেণুরন্ধ্ পূরণ করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে গোপবালকেরা তদীয় কীর্ত্তিসকল গান করিতেছে। ৫৭। এই সকল প্রিয়শ্লোক পাঠ পূর্ববক তুমুল বাদ্যধ্বনি সহকারে জগতের হিতসাধক প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল আরাত্রিক করিবেন। ৫৮। অথ মঙ্গল আরাত্রিক। মূলমন্ত্র জপ করিয়া মহাবাদ্য ও তৎকালোচিত সঙ্গীতপুরঃসর খ্রীভগবানের মঙ্গল আরাত্রিক করিবে। এই মঙ্গল আরাত্রিক স্থবাসিনী স্ত্রীসকলের পতির চিরাযুষ্ট্ব দারা পুত্রাদি লাভের, ক্যাগণের সদরলাভের, পুরুষদিগের স্বীয় উদ্যমফললাভের কারণস্বরূপ ও সকল মনুষ্যের দারিদ্র্যা, দৈন্য এবং ছুরিত উপশ্মের কারণ; অতএব অত্যস্তাদরের সহিত ব্রাক্ষ্যমূহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ববক শুচিশরীরে এই মঙ্গল আরাত্রিক করা বা দর্শন করা কর্ত্তব্য। ৫৯। ব্রাক্ষ্যমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ববক যথাবিধি মলত্যাগ করণানন্তর শৌচাচরণ বদন প্রকালন, দস্তধাৰন গণ্ডুষাচমন বিধান পুরঃসর দেবমন্দিরে উপবেশন করিয়া

গারে উপবিশ্য ঘণ্টাদি ঘোষপূর্ববং বেদস্তত্যা দেবং প্রবোধ্য নীরাজনং কুর্য্যাদিতি কেচিদ্ধক্তা বদন্তি॥ ৬০॥ — অথ প্রাতঃমানার্থোগ্যমঃ।

ততোহরুণোদয়স্থান্তে স্নানার্থং নিঃসরেবহিঃ।
কীর্ত্তরন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরং॥ ৬১॥
উদয়াৎপ্রাক্চতস্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্থান্তদ্ধি পুণ্যতমং স্মৃতং॥ ৬২॥
ব্রান্ধ্যে মুহূর্ত্তে চোপ্রায় শুচিভূ হা সমাহিতঃ।
স্বস্তিকাদ্যাসনং বদ্ধা ধ্যাহা কৃষ্ণপদাস্কুত্বং।
ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তমেং।
বাস্তদেবানিরুদ্ধাথ প্রফ্রামানীমানি কীর্ত্তমেং।
শ্রীকৃষ্ণানন্তগোবিন্দ সম্বর্গণ নমোহস্ত তে॥ ৬৩॥
গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনং।

ঘণ্টাদিবাদন পূর্ববক বেদস্ততি ঘারা শ্রীদেবকে প্রবৃদ্ধ (জাগরিত)
ও আরাত্রিক করিবে, এই কথা কোন কোন ভক্ত বলেন। ৬০।
অথ প্রাতঃস্নানের উদেযাগ। তদনন্তর অরুণোদয় কাল অতীত
হইলে, স্নান করিবার জন্য বাহিরে গমন পূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী
কীর্ত্তন করিতে পবিত্র জলাশয়সিম্নধানে উপস্থিত হইবে। ৬১।
সূর্ব্যোদয়ের পূর্বব চারিদণ্ডকাল অরুণোদয়কাল, সেই সময় স্নান
করাই প্রশস্ত, তাহাই পুণ্যতম বলিয়া অভিহিত। ৬২। ব্রাক্ষ্যমূহুর্ত্তে
উত্থান পূর্ববক শুচি ও সমাহিত হইয়া স্বস্তিকাসনে (জানু এবং
উরুর মধ্যে উভর পদতল রক্ষা পূর্ববক সরলভাবে বসার নাম
স্বস্তিকাসন) উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম ধ্যান করিবে।
তদনন্তর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এই সকল নাম সন্ধীর্ত্তন করিবে
যথা—শ্রীবাস্থদেব, অনিরুদ্ধ, প্রহ্যুন্ম, অধ্রোক্ষজ, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ,
অনন্ত, গোবিন্দ, ও সম্বর্ধণ তোমাকে প্রণাম করি। ৬০। এই

বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদিক্ত্যং শৌচং বিধায় চ। আচম্য খানি সম্মার্জ্জ্য স্নানং কুর্য্যাদ্যথোদিতং ॥ ৬৪॥ অথ বিন্মৃত্রোৎসর্গঃ।

বেগরোধোন কর্ত্রাস্থ্যত্ত কোধবেগতঃ ॥ ৬৫॥
ততঃ কল্যে সমুখায় কুর্য্যান্মত্রং নরেশ্বর।
নৈখাত্যামিয়ুবিক্ষেপমতীত্যাত্যধিকং গৃহাৎ॥ ৬৬॥
দূরাদাবসথামাত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎস্তজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে॥ ৬৭॥
আক্রছায়াং তরোশ্ছায়াং গোস্র্য্যায়্যনিলাংস্তথা।
ভরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধোন মেহেত কদাচন।
ন ক্ষেট শস্তমধ্যে বা গোত্রজে জনসংসদি।
ন বল্মনিন নদ্যাদিতীর্থেয়ু পুরুষর্ষভ।

প্রকার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থাদিতে গমন পূর্বক সেই স্থানে স্নানোপযুক্ত সামগ্রী (বস্ত্র প্রভৃতি) রক্ষা করত বিধিপূর্বক মলত্যাগাদি কার্য্য, শোচ, আচমন ও ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকল ধ্যেত করিয়া বর্ণাশ্রামাদির অনুরূপ স্নান করিবে। ৬৪। অথ মলমূত্র পরিত্যাগ বিধি। ক্রোধবেগ ব্যতীত অপর কোন বেগ অবরোধ করিবে না অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগ কোন ক্রমেই ধারণ করিবে না। ৬৫। তদনন্তর কল্যে অর্থাৎ উবাকালে গাত্রোত্থান পূর্বক গ্রামের নৈশ্রতকোণে গৃহ হইতে বাণক্ষেপের দূরতা অতিক্রম করত অধিক দূরে গিরা মলত্যাগ করিবে। ৬৬। তাহার অভাব হইলে গ্রামের যে দিকেই হউক গৃহ হইতে দূরে গমন পূর্বক মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে। পাদ্রোত জল ও উচ্ছিফ্ট গৃহপ্রাঙ্গণে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। ৬৭। নিজের এবং তরুর ছায়াতে গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু আর ব্রাক্ষণের সম্মুখীন হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কখন মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন না। কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্যমধ্যে, গোচারণ স্থানে, জন-

नाश्म तिनाखमछीत् न गागात मगाहत्व । উৎদর্গং বৈ পুরীষম্ম মূত্রম্ম চ বিদর্জনং। উদল্পুখো দিবোৎসর্গৃং বিপরীতমুখো নিশি। কুৰ্বীতানাপদি প্ৰাজ্ঞো মূত্ৰোৎদৰ্গঞ্চ পাৰ্থিব। তৃণৈরাচ্ছাদ্য বস্থধাং বস্ত্রপ্রাবৃত্যস্তকঃ। তিষ্ঠেমাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্ছিদীরয়েৎ॥ ৬৮॥ নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদগুখঃ। অন্তর্দ্ধাপ্য गহীং কাঠিঃ পত্রেলোঠিইস্ত ণেন বা। প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্যাদিন, এন্স বিসর্জন ॥ ৬৯॥ কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্ত পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং। ৰিমাতে চ গৃহী কুৰ্য্যাদযদা কৰ্ণে সমাহিতঃ ॥ ৭০॥ নচৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাং। न दिनवर्तनानग्रद्यानीभागि कर्नाठन ॥ १১॥ ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈখাতীং দিশমাশ্রয়েৎ। গ্রামাদ্ধসুঃশতং গচ্ছেমগরাচ্চ চতুগুণং।

সমাজে, পথমধ্যে, নদীপ্রভৃতি তীর্থসকলে, জলমধ্যে, জলের তীরে ও শাশানে মলমূত্র বিসর্জন করিবে না। আপদকাল উপস্থিত ব্যতীত বিজ্ঞব্যক্তি দিবাভাগে উত্তর মুখ হইয়া ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া তৃণদ্বারা ভূমিআচ্ছাদন এবং বস্ত্রে শির আর্ত করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, তথায় অধিক সময় থাকিবে না আর কোন কথাও কহিবে না। ৬৮। দক্ষিণকর্ণে ব্রহ্মসূত্র অর্পণানন্তর উত্তরমুখ হইয়া কার্চ, পত্র, লোপ্ত্র, তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করত আর্ত মস্তক হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। ৬৯। দিজগণ পৃষ্ঠ হইতে কণ্ঠদেশের অধঃপর্যান্ত হারের ন্যায় যজ্ঞসূত্র রক্ষাপূর্বক অথবা দক্ষিণকর্ণে ধারণ-পূর্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। ৭০। ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেব, দেবালয় ও জল এই সকলের সম্মুখীন হইয়া মলমূত্র বিসর্জন করিবে

কর্ণোপবীত্যুদথক্তে । দিবসে সন্ধ্যুয়ারপি।
বিন্দৃত্রে বিস্থজেন্মোনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ॥ ৭২॥
যথাস্থখমুখো রাত্রো দিবাচ্ছায়ান্ধকারয়োঃ।
ভীতিয়ু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্দলবিসর্জ্জনং॥ ৭৩॥
উদস্তবাসা উত্তিষ্ঠেদ্ চৃং বিশ্বতমেহনঃ।
বামেন পাণিনা শিশ্বং শ্বরোত্তিষ্ঠৎ প্রযক্তবান্॥ ৭৪॥
আহারস্ত রহঃ কুর্য্যানির্হারক্তিব সর্ব্রদ।
গুপ্তাভ্যাং লক্ষ্যুপেতঃ স্থাৎ প্রকাশে হীয়তে তয়া।
আহারনির্হারবিহারযোগাঃ স্থসস্ভূতা ধর্ম্মবিদা তু কার্য্যাঃ।
বাগ্বুদ্ধিগুপ্তিশ্চ তপস্তথিব ধনায়ুষী গুপ্ততমে তু কার্য্যাঃ।
ন চ সোপানৎকো মূত্র পুরীষে কুর্য্যাদিতি॥ ৭৬॥
করগৃহীতপাত্রেণ কুত্বা মৃত্রপুরীষকে।
মূত্রভুল্যস্ত পানীয়ং পীত্রা চাক্রায়ণঞ্বরেৎ॥ ৭৭॥

না। ৭১। অনন্তর মলত্যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন নিমিত্ত গ্রামের নৈশ্বত দিকে যাইবে। গ্রাম হইতে একশতথমু অর্থাৎ চারিশত হস্ত আর নগর হইতে তাহার চতুর্গুণ গমন করিবে। দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত রক্ষাপূর্বক দিবসে ও উভয়সন্ধ্যায় উত্তরাম্থ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণাম্থ হইয়া মোনাবলম্বন পূর্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবে। ৭২। প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে দিবাতে ও রাত্রিতে যে দিকে স্থ্যবোধ হইবে, সেই দিকে মুখ করিয়া এবং ছায়াতে ও অন্ধকারেও মলমূত্র বিসর্জ্জন করিবে। ৭৩। মলত্যাগ শেষ হইলে কটিদেশ হইতে উৎক্ষিপ্ত বসন এবং শিশ্ব যত্নপূর্বক বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া উথিত হইবে। ৭৪। আহার, মলমূত্রত্যাগ, স্ত্রীসজ্জোগ, সমাধি, অশুভালাপ, ধন, পরমায়ু এই সকল গোপন করিলে মনুস্থ শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকাশ করিলে শ্রীবিহীন হইতে হয়। তাৎপর্য্য এই যে, আহার বিহারাদি গোপনে করিবে। ৭৫। পাছুকা

## व्यथ स्भोहिविधिः।

বল্মীকম্মিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলান্তথা।
শৌচাবশিক্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাং॥ ৭৮॥
অন্তঃ প্রাণ্যবপন্ধাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেম্ দুক্তৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে॥ ৭৯॥
গুছে দদ্যাম্ দুং চৈকাং পায়ে পঞ্চাম্থ্যান্তরাঃ।
দশবামকরে চাপি সপ্তপাণিদ্বয়ে মৃদঃ।
একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিত্রঃ পাণ্যোর্ম দঃ স্থৃতাঃ॥৮০॥
ইখং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদলন্ধলেপক্ষয়াবিধি।
ক্রমাৎদ্বিগুণমেতত্ত্ব ব্রহ্মচর্য্যাদিয়ু ত্রিয়ু।
দিবাবিহিতশোচ্যাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেও।
ক্রজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে।
তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েও।
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮১॥

পরিধান করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। ৭৬। জলপাত্র হস্তে ধারণ পূর্বক মলমূত্র বিসর্জ্জন করিলে, সেই পাত্রস্থ জল মূত্রতুল্য হইয়া থাকে। সেই জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৭৭। অথ শোচবিধি। বল্মীক (উই) ও মূমিক (ইন্দুর) কর্তৃক উত্তোলিত, অভ্যন্তরে জল বিশিষ্ট (পঙ্কাদি) শোচের অবশিষ্ট এবং গৃহের ভিত্তি (ভিত) স্থিত মৃত্তিকা শোচকার্য্যে অগ্রহণীয়। ৭৮। অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র কীটগণ কর্তৃক অধিকৃত, লাঙ্গল দ্বায়া উত্থাপিত এই প্রকার মৃত্তিকা শোচকর্মে গ্রহণ করিবে না। ৭৯। লিঙ্গে একবার, গুকেবার, বামহস্তে দশবার, ত্রইস্তের সাতবার ও তুই পদে এক একবার, পুনর্ববার তুইকরে তিনবার, জলযুক্ত মৃত্তিকা প্রদানানন্তর শোচকার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ৮০। গৃহস্থব্যক্তি, যতক্ষণ হস্তাদির গন্ধলেপ দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্যান্ত এই প্রকার শোচকর্ম্ম করিবেন।

ন যাবহুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয়করং শোচং তেষাং বিধীয়তে॥ ৮২॥
শোচাচারবিহীনস্থ সমস্তা নিক্ষলা ক্রিয়া॥ ৮৩॥
শোচস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
যুজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহুং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং॥ ৮৪॥
গঙ্গাতোয়েন কুৎমেন মৃদ্ধারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবহুফো ন শুদ্ধাতি॥ ৮৫॥
ধাবন্তঞ্চ প্রমন্তঞ্চারকৃতন্তথা।
ভুঞ্জানমাচমনার্হঞ্চ নান্তিবাদয়েৎ॥ ৮৬॥

ব্রেলচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে এই প্রকার শৌচ ক্রমশঃ দ্বিগুণ অর্থাৎ গৃহীব্যক্তির যে প্রকার শোচ ব্যবস্থা, ব্রহ্মচারীর তদপেক্ষা দিগুণ ও বানপ্রস্থের তিনগুণ এবং ভিক্ষুকের চতুগুণ শৌচকর্ম্ম জানিতে হইবে। দিবাভাগে শোঁচের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, রাত্রিতে তাহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা। পীড়িতাবস্থাতেও অর্দ্ধ। চৌরাদি দ্বারা আক্রান্ত পথে তাহার অর্দ্ধ। স্ত্রীসকলের তদর্দ্ধ। শরীর স্কৃত্ব থাকিতে শোচের ন্যুনতা করিবে না। একবার শোচকর্মে আর্দ্র আমলকীফল পরিমিত মৃত্তিকা গ্রহণীয়। ৮১। যতদিন যজ্ঞোপবীত না হয়, ততদিন পর্য্যস্ত দিজকুমার শূদ্রভুল্য, এই হেতু দিজবালক ও স্ত্রীজাতির গন্ধলেপক্ষয়-কর শৌচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ৮২। শৌচাচার বিহীনব্যক্তির সমস্ত কর্মাই বিফল হইয়া থাকে। ৮৩। বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শোচ তুই প্রকার। মৃত্তিকা ও জল দারা বাহ্যশোচ হইয়া থাকে। ভাবশুদ্ধি দারা আন্তর শৌচ হয়। ৮৪। বহু গঙ্গাজল এবং পর্ববত সমান মৃত্তিকা দ্বারা মরণকালাবিধি স্নাতক হইলেও ভাব ছুফ্ট (বিশ্বাসাদি পরিশূন্য) ব্যক্তি কোনক্রমেই শুদ্ধ হইতে পারে না।৮৫। গম্ন-কারীকে, প্রমন্তকে, মলমূত্র পরিত্যাগকারীকে, ভোজনকারীকে, আচমনকারীকে ও নাস্তিক ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। ৮৬।

জন্মপ্রভৃতিষৎকিঞ্চিতেসা ধর্মমাচরেৎ।
সর্বাং তনিক্ষলং যাতি চৈকহস্তাভিবাদনাৎ ॥ ৮৭ ॥
যিমিন্স্থানে কৃতং শোচং বারিণা তিরিশোধয়েৎ।
ন শুদ্ধিস্তদ্ভবৈত্তস্থ মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
গোময়েন মৃদা বা কমগুলুং প্রমূজ্য পূর্ববিত্বপম্পৃশ্য
আদিত্যং সোমমগ্রিং বালোক্য ইমং মন্ত্রং পঠেৎ।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।
যদ্যপুরপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তভুস্তরৈঃ।
তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ৮৯॥
অথ আচমনবিধিঃ।

অচ্ছেনাগন্ধফেণেন জলেনাবুদ্বুদেন চ। আচামেত মূদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ॥ ৯০॥

জন্মাবিধ চিত্ত প্রভৃতি দারা যাহা কিছু ধর্ম আচরিত হইরাদ্ হস্ত ভূমিতে রক্ষা পূর্ববিক দেবতা প্রভৃতিকে প্রদান ধর্ম নম্ট হইরা থাকে। ৮৭। / যে স্থাল জলদারা সেইস্থান পরিকার করিবে সেব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারে নাবাল গোমর বা মৃত্তিকা দারা কমগুলু ঘটি বা জন করিয়া পূর্বের ভ্যার আচমন অর্থাৎ গগুষজল যথামত গ্রহণানন্তর সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নিকে অবলোকন পূর্ববিক এই মন্ত্র পার্চ করিবে। জীব অপবিত্রই হউন বা পবিত্রই হউন, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন, যিনি পুগুরীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তিনি বাহে ও অভ্যন্তরে পবিত্র হয়েন। জীব যদি অত্যন্ত দুস্তর নানাবিধ পাপেও দূষিত হয়, তাহা হইলে মনোমধ্যে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেই বাহাভান্তর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৮৯। অথ আচমন বিধি। স্বচ্ছ অথচ গন্ধ, ফেণ, কৃষাদৌ পাদশোচং বিমলমথজলং ত্রিঃ পিবেছুম্ জেদিদেশিশুসুষ্ঠযুগ্মাৎ সজলমভিমুজেনাসিকারন্ধু যুগ্মৎ।
অসুষ্ঠানামিকাভ্যাং নয়নযুগযুতং কর্ণযুগ্মংকনিষ্ঠাসুষ্ঠাভ্যাং
নাভিদেশং হৃদয়মথতলেনাস্থূলীভিঃ শিরোহংশং॥৯১॥
প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচো ভূবি।
উপস্পূশেদিহীনায়াং তুষাঙ্গারান্থিভস্মভিঃ।
অনুষ্ণাভিরফেণাভিরদ্ভিহ্নদগাভিরত্বরঃ।
ব্রান্ধণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ।
কণ্ঠগাভিনৃপঃ শুদ্যোত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্যাবাপসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুদ্ধ্যতঃ॥৯২॥

বুদু ( বিম্ব ) রহিত জল ঘারা আচমন করিবে। পুনর্বার সাবধান হইয়া পদে মৃত্তিকা প্রদান করিবে। ৯০। প্রথমতঃ পাদদ্বয় প্রকালন পূর্বক বারত্রয় বিমলজল পান করিবে; অর্থাৎ গণ্ডুষত্রয় জল মুখের ভিতর দিয়া পুনর্ববার ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর অঙ্গুলি-সকলের জাতাব দারা নাসিকারদ্ধের অধস্তনভাগে তুইবার উন্মার্জন ক্ষা জ্বালা কৰা অসুষ্ঠ ( বৃদ্ধাঙ্গুলি ) তৰ্জনীকে ( অঙ্গুন্ঠনিকটস্থ অঙ্গুলি বিভাগিত পূর্বক ভাষার অগ্রভাগ দারা নাসিকারন্ধ দয় মার্জ্জন করিবে এবং মিশিত অঙ্গুলি ও অনামিকা (কনিষ্ঠার নিকটস্থ অঙ্গুলি) দারা নেত্র এবং কর্ণদয়ে ছুই ছুইবার মার্জন করিবে। তারপর কনিষ্ঠা (ছোট অর্থাৎ কোড়ে) ও অঙ্গুষ্ঠ দারা নাভিতে, করতল দারা হৃদয়ে, একত্রিত অঙ্গুলি সমূহের দারা ভুজদয় মূলের উদ্ধ্-ভাগে ও মস্তকে এক একবার মার্জ্জন করত আচমন সম্পূর্ণ করিবে । ৯১। পূর্ববাস্থা বা উত্তরাস্থা হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্মা বিরহিত পবিত্র ভূমিতে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য পরিহার পূর্বক শীতল, ফেণবর্জ্জিত, ছুর্গন্ধবিহীন, স্থুমিফ্টজল দারা আচমুন-করা বিধেয়। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ অর্থাৎ হৃদসুজের মূল পর্য্যন্ত গমনশীল

পাদকালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।

যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমো বোধায়নোহত্রবীৎ ॥ ৯৩॥

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।

মুক্তাঙ্গুকিনিষ্ঠেন নথস্পৃকী অপস্ত্যজেৎ॥ ৯৪॥

ভূক্ত্বা পাত্বা চ স্থপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপদর্পণে।

ওঠো বিলোমকো স্পৃকী বাদো বিপরিধায় চ।

রেতোগূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেহনৃতভাষণে।

ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারস্তে কাশখাদাগমে তথা।

চত্ত্বরং বা শাশানং বা দমভ্যস্ত দ্বিজোত্তমঃ।

দক্ষ্যযোক্ষভয়োস্তদ্বদাচান্তোপ্যাচমেৎ পুনঃ॥ ৯৫॥

শিরঃ প্রাত্বত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোহপি বা।

অকৃত্বা পাদয়োঃ শোচমাচান্তোহপ্যশুচির্ভবেৎ॥ ৯৬॥

দৃষ্টিপূত জল দারা আচমন করিবেন। ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত জলদারা, বৈশ্য তালুগামিজল দারা আচমন করিবে এবং স্ত্রী আর শূদ্র ওপ্তে জল সংস্পর্শন মাত্রেই পবিত্র হইবে। ৯২। ব্রাহ্মণ চরণ প্রকালনাবশেষ জল দারা আচমন করিবেন না। যদি আচমন করেন, তাহা হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ পূর্বক আচমন করিবেন, এই কথা বোধায়ন খাযি বলিয়াছেন। ৯৩। অসুলি সঙ্কোচ অর্থাৎ দক্ষিণকর তরণী আকৃতি করিয়া তদ্বারা আচমন করিবে। জল যদি নখস্পৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির সংযোগ বিশ্লেষ পূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯৪। ভোজন ও পান করিয়া, নিদ্রা হইতে উভিত হইয়া, স্নান করিয়া, পথভ্রমণকালে, বিপরীতক্রমে ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিয়া, বন্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্র, মূত্র ও মল পরিত্যাগ করিয়া, মিথ্যাবাক্য কহিয়া, নিষ্ঠাবন অর্থাৎ থু থু ফেলাইয়া, অধ্যয়নের আরম্ভ কাশ ও শ্বাদের সমাগমে, চত্বর অর্থাৎ অঙ্গনে বা শ্মশান ভ্রমণ করিয়া এবং উভয় সন্ধ্যায় বিজ্ঞান্ত আচমন

ন চৈব বর্ষধারাভির্নন্তোচ্ছিটে তথা বৃধঃ।
নৈকহন্তার্পিতজলৈবিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাত্রকাসনস্থা বা বহির্জান্তরথাপি বা ॥ ৯৭ ॥
ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে স্থপ্তে পরিধানেহশ্রুপাতনে।
কর্মান্থ এরু নাচামেদ্দিকণং শ্রবণং স্পূর্ণেৎ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ুরগ্লিশ্চ ধর্মরাট্।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতন্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মন্তর্রবীৎ।
কুর্ব্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্ক দর্শনং।
কুর্ব্বীতালভনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য চ ॥ ৯৮ ॥
যঃ কর্ম্ম কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নান্তিকঃ।
ভবন্তি হি রুথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ॥ ৯৯ ॥

করিলেও পূর্বের ন্যায় পুনর্বার আচমন করিবেন। ৯৫। মন্তকাবরণ বা কণ্ঠাবরণ পূর্বেক কিম্বা কচ্ছ (কাছা) ও শিখামুক্ত করত অথবা পাদদ্বয়ে মৃত্তিকাশোঁচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুটি অবস্থায় থাকিতে হয়। ৯৬। বর্ষধারার জলে, উচ্ছিফ্টহস্তে, এক-হস্তার্পিত জলে কিম্বা যজ্ঞসূত্রবিহীন হইয়া আচমন করিবে না। পাঢ়কার উপর উপবেশন পূর্বেক, কি জামুকে বহির্ভাগে রাখিয়া, আচমন করিবে না। ৯৭। কর্ম্মন্থ ব্যক্তি ক্ষুতে, নিজীবিতে, স্থুপে, বস্ত্রান্তর পরিধানে, অশ্রুপাতে, আচমন না করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। আদিত্যগণ, বস্থুগণ, রুদ্রগণ, বায়ু, অগ্নি, ধর্ম্মরাজ, এই সমস্ত দেবতা ব্রান্সণের দক্ষিণকর্ণে নিত্য অবস্থান করেন। প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গাদিসরিৎ সকল, ব্রান্সণের দক্ষিণকর্ণ প্রশান করেন। প্রভাসাদি তীর্থ, গাণ্গান্ঠ স্পর্শন, সূর্য্যদর্শন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শন যথাসম্ভব করিবে। আচমন, গোপৃষ্ঠ স্পর্শন, সূর্য্যদর্শন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শন যথাসম্ভব করিবে।

#### व्यथं मछ्धांवनविधिः।

দত্তোলেখা বিতন্ত্যা ভবতি পরিমিতাদায়ুরিত্যাদিমন্ত্রাৎ প্রাতঃ কীর্য্যাদিকান্তির্ব্বটখদিরপলাশৈন্তথা আর্ক বিলৈঃ। ভুক্ত্বা গণ্ডুষষট্কং দ্বিরপিকুশমূতে দেশিনীমঙ্গুলীভি-র্ননাভূতাইপর্বণ্যপি ন চ নবমীজন্মবারব্রতেরু॥ ১০০॥ মন্ত্রশয়ং।

ওঁ আয়ুর্ববলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
বিশ্বপ্রজাঞ্চ মেধাঞ্চ ব্বেমা ধেহি বনস্পতে ॥ ১০১॥
নথং সমস্তং সংশোধ্য শুচিভূ হা বিশেৎক্ষণং।
স্বস্তিকাদ্যাসনে ধ্যায়েদেগাবিদ্দং স্বাক্সরূপিণং॥ ১০২॥
অহং দাসো ন চান্যোহিস্মি সদা তৎসেবনোৎস্ক্রকঃ।
তদংশভূতো জীবোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা চোভিষ্ঠেৎ সাবধানতঃ॥ ১০৩॥

করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম রুখা হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।৯৯। সূর্যোদয়ের পূর্বের কুশ, তর্জ্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলি সকলের বারা বাদশ গণ্ডুষজল মুথে দিয়া বাদশাঙ্গুলপরিমিত (আম, বট, খদির, পলাশ, বিহ্ন ও অশ্বর্থ ব্যতীত) প্রশস্ত ক্ষীরী-রক্ষের কাষ্ঠবারা "আয়ুঃ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দন্তধাবন করিবে। কিন্তু প্রতিপদ, দশমী, যতী, ভূতততুর্দ্দশী, অন্তমী, অমাবস্তা, পোর্ণমাসী প্রভৃতি পর্ববিদ্বিসে, প্রাহ্মাদিনে এবং নবমী, সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, জন্মবার ও ব্রতদিবসে দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করিতে নাই। ১০০। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের মন্ত্র এই—"হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, বুদ্ধি ও শ্বৃত্তি প্রদান কর। ১০১।" তদনন্তর নথাদির সংশোধনপূর্বক শুতি হইয়া স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন করিয়া, সেই পর্যাত্মরূপী গোবিন্দক্ষে চিন্তা করিবে। ১০২। "হে গোবিন্দ! আমি ভোমার দাস ব্যতীত

দিনেম্বতের কাঠেছি দন্তানাং ধাবনস্য তু।
নিষিদ্ধতাত গৈঃ কুর্য্যাতথা কাঠেতরৈশ্চ তং ॥ ১০৪ ॥
প্রতিপদর্শষষ্ঠীয় নবম্যাং দন্তধাবনং।
পর্ণেরম্ভত্র কাঠেশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ ১০৫ ॥
অলাতে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং।
পর্ণাদিনা বিশুদ্ধন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি ॥ ১০৬ ॥
অথ তত্রবাপবাদঃ।

কাঠিঃ প্রতিপদাদো যনিষিদ্ধং দন্তধাবনং।
তৃণপর্ণৈস্ত তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা॥ ১০৭॥
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথো।
অপাং দাদশগণ্ড বৈর্বিদ্ব্যাদ্দন্তধাবনং॥ ১০৮॥
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাদরে।
গণ্ডুষা দ্বাদশগ্রাহা মুখস্ত পরিশুদ্ধর ইতি॥ ১০৯॥

জীব। নিত্য মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট। মনে এইরপ চিন্তা করিয়া সাবধান পূর্বক উথিত হইবে।১০০। ঐ সকল দিনে কার্চ্চ দারা দারধান নিষেধপ্রযুক্ত তৃণ, রুক্ষের ত্বক্ (ছাল)ও পত্রদারা দন্তধানন করিবে।১০৪। প্রতিপদ, অমাবস্তা, বর্তী, নবমীও রবিবারে পত্রদারা দন্তধানন করিবে।১০৪। প্রতিপদ, অমাবস্তা, বর্তী, নবমীও রবিবারে পত্রদারা দন্তধানন করিবে।১০৫। দন্তকান্তের অভাবে অথবা দন্তকার্চ্চ ব্যবহার নিষিদ্ধ দিনে পবিত্র পত্রদারা দন্তধানন করিবে। কিন্তু নিষিদ্ধ বা স্পনিষিদ্ধ সকল দিনেই জিহেবাল্লেখ করিবে। কিন্তু নিষিদ্ধ বা স্পনিষদ্ধ সকল দিনেই জিহেবাল্লেখ করিবে। কিন্তু নিষিদ্ধ বা স্বিধি বলিতেছেন। প্রতিপদাদি তিথিসমূহে কান্তদারা যে দন্তধানন নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা পত্রদারা করিবে। কিন্তু অমাবস্তা এবং একাদশীতে তৃণ পত্র দারাও দন্তধানন করিবে না।১০৭। দন্তকান্ত অপ্রাপ্তে অথবা যে তিথিতে দন্তধানন করিতে নাই, সেই তিথিতে

ত্ণপর্ণাদিনা কেচিৎ উপবাস দিনেম্বপি।
দত্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ॥ ১১০॥
মুখে পর্যুধিতে যম্মাৎ ভবেদশুচিভাঙ্নরঃ।
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযক্তের শুদ্ধাবনং॥ ১১১॥
উপবাসেপি নো ছুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনং।
গন্ধালঙ্কারসদ্বন্তপুষ্পমালানুলেপনং॥ ১১২॥
মধ্যাহ্মানকালে চ যঃ কুর্যাদ্দন্তধাবনং।
নিরাশান্তম্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ॥ ১১৩॥
বমতং জ্নুমানঞ্চ কুর্বনতং দন্তধাবনং।
অভ্যক্তশিরসঞ্চৈব স্নান্তং নৈবাভিবাদয়েৎ॥ ১১৪॥
সানং দানং তপন্ত্যাগো মন্ত্রকর্মবিধিক্রিয়াঃ।
মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শোচভ্রন্টম্য নিক্ষলাঃ॥ ১১৫॥

ভাদশ গণ্ডুযজলে দন্তধাবন করিবে। ১০৮। দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা নিষিদ্ধ দিবসে মুখশুদ্ধির জন্ম ছাদশ গণ্ডুযজল গ্রহণীয়। ১০৯। যাঁহাদের মুখশোধন কার্য্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এমন কোন কোন ব্যক্তি উপবাস দিনে তৃণপত্রাদি ছারা দন্তধাবন ইচ্ছা করেন। ১১০। যেহেতু মুখ প্যুর্যুষিত থাকিলে মনুষ্য অপবিত্র হয়, এই হেতু শুদ্ধির জন্ম যত্নপূর্বক দন্তধাবন করিবে। একাদশী প্রভৃতি উপবাস দিনেও দন্তধাবন, অঞ্জন, চন্দন, অলঙ্কার, সদ্তন্ত, পুপ্পন্দালা এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিলে দোষ নাই। ১১২। মধ্যাহ্য স্থানের সময় যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, তাহার পিতৃলোকে সহিত্য দেবগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন। ১১৩। বমনকারী, জৃন্তনারী, দন্তধাবনকারী, অভ্যক্তশিরক্ষ, স্নানকারী ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেনা। ১১৪। শোচহীন ব্যক্তির স্নান, দান, তপস্থা, ত্যাগ, নত্রজণ, কর্ম্ম, বিধিবোধিতক্রিয়া, মঙ্গলাচার, নিয়ম সকল বিফল হইয়া থাকে।

দন্তকাষ্ঠমখাদিস্থা যস্ত মামুপসংগতি। সর্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি॥ ১১৬॥ স্বধ্য কেশপ্রসাধনং।

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনং।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্রো নিবপ্পীয়াচ্ছিখা দ্বিজঃ॥ ১১৭॥
ন দক্ষিণামুখোনোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনং।
স্মৃতে ্যাকারঞ্চ গায়ত্রীং নিবপ্পীয়াচ্ছিখান্ততঃ॥ ১১৮॥
অথবা মূলমন্ত্রেণ নিবপ্পীয়াচ্ছিখান্ততঃ॥ ১১৯॥
তত্র গায়ত্রীয়ং।

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ববরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ১২০॥

অস্থাৰ্থঃ।

# তজ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ।

১১৫। শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, দন্তকাষ্ঠ চর্বণ না করিয়া যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করে, সেই এক কর্ম্ম কর্তৃকই তাহার সর্বকাল কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়; অর্পাৎ তাহার সেই উপাসনা বিফল। ১১৬। অনস্তর কেশ সংক্ষরণ। তাহার পর দিজ অর্পাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দন্তধাবনানন্তর আচমন পূর্বক পশ্চাল্লিখিত বিধানাতুসারে কেশসংক্ষার করতঃ প্রণব (ওঁ) ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া শিখাবন্ধন করিবে। ১১৮। অথবা মূলমন্ত্র দারা শিখাবন্ধন করিবে। ১১৯। তথায় গায়ত্রী এই ওঁ ভূভু বঃ ইত্যাদি। গায়ত্রীর অর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি পরম ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু "ভর্গ" তেজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া পুনর্ববার বলিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃই ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই নিখিল জগতের জন্মাদির কারণ। কোন কোন ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে শিব বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি তাহাকে শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ

## रेजातजाश्रनतार।

তজ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণং। শিবং কেচিৎ পঠন্তিশ্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ। কে हि मूर्याः कि हिम्बिः निवाणि विश्वालि । অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুহি বেদাদো ব্রহ্ম গীয়তে। নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভর্গমধী শ্বরং। অহং জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম ধ্যায়েমহি বিমুক্তয় ইতি। यब वानर्भ ७ नमस्य देवानि गरमायू वनर्यस्य मृयाः खवः তৎপরমাত্মদৃষ্ট্যেব ন তু স্বাতন্ত্রোণেত্যদোষঃ। যথৈবাতো। ক্রহি নঃ শ্রদ্ধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনোহরেরিতি। न ठाया जर्गया मूर्यामञ्जनमाञाधिष्ठीनदः। मत्त वरत्नग শব্দেনাত্র পরমৈশ্বর্য্য পর্যান্ততায়া দর্শিতত্বাৎ। थारिनन शूक्राथश्यक प्रसेवाः मृधामछान ।

সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদিফোঃ পরমং পদমিতি।

কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ অগ্নিতে হবনীয় দেবগণ वित्रा कीर्त्वन करतन। क्लाण्डः आशामित्राशी जगवान् "विकूरे" त्वम প্রভৃতিতে "ব্রহ্ম" বলিয়া গীত হইয়াছেন। যিনি নিতা, শুদ্ধ, পর্মব্রক্ষা, যিনি নিত্য তেজময় অধীশর, যিনি "অহং জ্যোতিঃ" পর্ম-ব্রহ্মস্বরূপ, বিমুক্তির জন্য আমরা সেই একিফকে ধ্যান করি. ইতি। যদিচ দ্বাদশস্বন্ধে "ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গছা সকলে গায়ত্রীর অর্থ দারা সূর্য্যদেবকে স্তব করিয়াছেন, তাহা কেবল পরমাত্মদৃষ্টি দ্বারাই জানিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে সেই স্তব নহে; একারণ তাহাতে কোন দোষ হয় নাই এবং ঐ দ্বাদশক্ষরের কিছু অগ্রে বলিয়াছেন। হে সূত! আমরা শ্রদ্ধান হইয়াছি; অতএব আমা-দিগের নিকট সূর্য্যরূপী ভগবান শ্রীহরির বৃাহ বর্ণন কর ? উল্লিখিত "ভর্গ' শব্দের সূর্য্যমণ্ডলমাত্রে অধিষ্ঠান নহে; কারণ গায়ত্রীমন্ত্রে ত্রিলোকী জনানামূপাদনার্থং প্রলয়ে অবিনাশি দূর্য্যমণ্ডলে চান্তর্যামিতয়া প্রাত্তর্ভু তোহয়ং পুরুয়ো ধ্যানেন দ্রুষ্টব্য উপাদিতব্যঃ। যতু বিষ্ণোস্তদ্য মহাবৈকুপ্তরূপং পরমং পৃদং তদেব সত্যং কালত্রয়াব্যভিচারি সদাশিবমূপদ্রবশৃন্তং যতো ভ্রহ্মান্তর্যাহি । ২১॥

অথ শূদ্র শিথাবন্ধনোশোচন মন্ত্রো।
ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্মাসহস্রেণ শিথাবন্ধং করোম্যহং॥ ১২২॥
গচ্ছন্ত সকলা দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলালক্ষ্মীঃ শিথামুক্তং করোম্যহং॥ ১২৩॥
শূদ্রস্থ মুক্তশিথত্বং কেচিদাহ্র্মনীষিণঃ॥ ১২৪॥
অথ স্ত্রীশূদ্রাদীনাং গায়ব্র্যাহ্যচ্চারণনিষ্কেমাহ।

माविजीः थनवः यष्ट्र्लक्मीः खीमृप्रद्यार्तष्ट्रि। माविजीः

"বরেণ্য" শব্দ দারা পরম ঐশ্বর্য পর্যান্তও প্রদর্শিত হইরাছে।
ধ্যানদারা এই পুরুষকে সূর্য্যমণ্ডলে দর্শন করিতে হয়। সত্য, সদাশিব, ব্রহ্ম এবং সেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া অভিহিত। এই যে
ব্রিভুবনস্থ জনগণের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিনাশরহিত
সূর্য্যমণ্ডলে অন্তর্যামিরূপে প্রান্তভূতি এই পুরুষকে ধ্যানদারা দর্শন
ও উপাসনা করিতে হয়। যাহা সেই ভগবান বিষ্ণুর মহাবৈকুপ্ঠাখ্য
পরমপদ, তাহাই সত্য, অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারী, সদাশিব অর্থাৎ
সে সর্বেবাপদ্রবিহীন; যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ। ইহাই গায়ত্রীর অর্থ।
১২১। অথ শৃদ্রের শিখাবন্ধন ও উন্মোচনের মন্ত্র। সহস্র ব্রহ্মবাদী,
একশত শিববাণী, সহস্র বিষ্ণুনাম দারা আমি শিখাবন্ধন করিতেছি।
১২২। ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্রোদি সকলে গমন করুন, লক্ষ্মী অচলা
হইয়া রহুন্। আমি শিখামুক্ত করিতেছি। ১২৩। শৃদ্র মুক্তশিখ
হইয়া স্নান করিবে, এই কথা কোন কোন পণ্ডিত বলেন। ১২৪।
অনন্তর গ্রীশূলাদির গায়ত্রী প্রভৃতি উচ্চারণ নিষেধ, ইহাই বলি-

প্রণবং যজুর্লক্ষীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোহধোগচ্ছতি। লক্ষীং লক্ষীমন্ত্রং॥ ১২৫॥

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মপ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং ক্লপয়া মুনিনা কুতং॥ ১২৬॥
অথ শ্বানবিধিঃ।

সানন্ত দিবিধং প্রোক্তমন্তর্বাহ্যবিভেদতঃ।
মন্ত্রসংস্মরণেনান্তর্বাহ্যন্ত মৃজ্জলাদিনা।
ধোতাম্বরাণি দর্ত্তাংশ্চ গৃহীত্বা মৃতিলাংস্তথা।
নদ্যাদিতীরমাগত্য স্নায়াৎ স্ব স্ব বিধানতঃ॥ ১২৭॥
অধোতেন ন বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিতিকীং ক্রিয়াং।
কুর্বন্ ফলং ন চাপ্নোতি দত্তং ভবতি নিম্ফলং॥ ১২৮॥

তেছেন। গায়ত্রী, প্রণব, যজু, লক্ষ্মীমন্ত, স্ত্রী শূদ্রকে প্রদান করিতে পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন না। ঐ সকল যদি স্ত্রী-শূদ্র জানিতে পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী-শূদ্রের মৃত্যু বা নরকগতি হইয়া থাকে। ১২৫। স্ত্রী-শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বেদে অধিকার নাই; এই হেতু শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) সাধনকর্ম্মার্গে মূচ্ স্ত্রী-শূদ্রাদির কিরুপে নিস্তার হইবে, এই বিষয় বিবেচনা পূর্বক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মূনি কৃপা করিয়া তাহাদের প্রেয়ঃ নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন। ১২৬। অথ স্নানবিধি বলিতেছেন। অন্তর ও বাহুভেদে স্নান ছই প্রকার। অন্তর স্নান নিজ মূলমন্ত্র স্মরণ এবং মূজ্জলাদি দ্বারা বাহু স্নান সিদ্ধ হইয়া থাকে। সোত্রীয় ধৌতবসন, দর্ভ (কুণ) মৃত্তিকা ও তিল প্রহণপূর্বক নত্যাদির তীরে গমনানন্তর স্ব স্ব বিধানামুসারে স্নান করিবে। ১২৭। অধীত বস্ত্র পরিধান পূর্ববক নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল লাভ হয় না। (না করিলে পাপভাগী হইতে হয় ও করিলে পাপ মাত্রের ক্ষয় হয়, এইরূপে বেদবিহিত

ধোতাজ্মিপাণিরাচাত্তঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পমাদৃতঃ। কৃষ্ণার্চাঙ্গতয়া স্নানং করিষ্যে২হং তদাজ্জয়া॥ ১২৯॥ অথ সঙ্কলমন্ত্রশায়ং।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তংসদদ্যামুকস্মিন্ মাসি অমুকস্মিন্ পক্ষে অমুকতিথো অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামঃ অস্মিন্জলে তদর্চনাঙ্গস্মানমহং করিষ্যে॥ ১৩০॥

গঙ্গাজলে "অস্থাং গঙ্গায়াং" ইতি পঠেং। শূদ্রশ্চেৎ "শ্রীবিষ্ণুর্নসঃ" "শ্রীঅমুক দাসঃ ইতি ব্রুয়াচ্চ॥ ১৩১॥ ততা গঙ্গাদিতীর্থাণি স্মৃত্বা শ্রীভেরবং স্মরেং॥ তত্তিব গঙ্গাদিতীর্থায়রণং।

> জাহ্নবীং যমুনাং সিশ্বুং গোদাবরীং সরস্বতীং। প্রভাসং পুন্ধরাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং ইতি॥ ততস্তু শ্রীভৈরবন্মরণং।

সাগরস্বননির্ঘোষদগুহস্তাম্বরান্তক। জগৎস্রফর্জ্জগন্মদ্দিন্ নমামি স্বাং স্থরেশ্বর ॥ ইতি॥

নিত্য কর্ত্বর্য কর্ম্মই নিত্য কর্মা। পুত্র জন্ম প্রভৃতি নিবন্ধন যে যাগাদি করিতে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্মা।) এবং দানাদি করিলে, তাহা নিক্ষল হইয়া থাকে। ১২৮। তদনন্তর হস্তপদ প্রকালন করিয়া আচমন করতঃ প্রীকৃষ্ণের আজ্ঞামুসারে তদীয় আর্চনার অঙ্গন্ধরপ্রাক করিতেছি, এই প্রকারে নামগোত্র প্রভৃতি উল্লেখপূর্বক সঙ্কল্প করণানন্তর সান করিবে। ১২৯। অথ সঙ্কল্প মন্ত্র এই।—"ওঁ বিষ্ণুরোম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "সানমহং করিয়ে" পর্যান্ত সঙ্কল্প মন্ত্র। ১৩০। শুদ্রব্যক্তি "ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ" ইতি মন্তের পরিবর্ত্তে "প্রীবিষ্ণুর্ন মঃ" ইহাই বলিবে। এবং "প্রীঅমুক দেবশর্মা" হুলে "প্রীঅমুক দাসঃ" ইহাই পাঠ করিবে। ৩১। তদনন্তর গঙ্গাদিতীর্থ সকলকে স্মরণপূর্বক প্রীতৈরবকে স্মরণ করিবে। তথায় গঙ্গাদিতীর্থ সকলকে স্মরণপূর্বক প্রীতৈরবকে স্মরণ করিবে। তথায় গঙ্গাদিতীর্থ স্মরণ বলিতেছেন। জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী,

ইনং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থসানং সমাচরেৎ।
অন্যথা তৎকলস্থার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ং ॥
নত্বাথ ভগবিষ্ণুং সানার্থং প্রার্থমেদিদং।
দেবদেব জগনাথ শদ্ধচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তবতীর্থনিষেবণে ॥ ইতি ॥
ততন্তু মুদমাদার ললাটাদিরু ক্রক্ষয়েং।
অপ্রকান্তে রথক্রান্তে বিফুক্রোন্তে বস্তম্বরে।
মৃতিকে হর মে পাপং যন্ময়া হন্ত্রুক্তং রুতং।
উদ্ধৃতানি বরাহেণ রুফ্লেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভ্বারিণি স্ক্রতে ॥ ইতি ॥
ততে। নারায়ণোচ্চার্য্যং ধ্যাত্বা তক্রপমুভ্নাং।
স্লায়াচ্চ বিধিবদ্বিপ্রো নদ্যাদিরু দিনে দিনে ॥

প্রভাস এবং পুদ্ধর প্রভৃতি তীর্থসকলকে স্নানকালে আমি নমস্কার করি। তাহার পর শ্রীভেরবস্মরণ। হে সাগরধ্বনিতুল্য ভয়ন্তর শব্দালিন্! হে দণ্ডহস্ত! হে অস্তরান্তক! হে জগৎস্প্রিকারিন্! হে জগন্মর্দিন্! হে অ্রেশর! তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তীর্থস্থান করিবে; ইহার অন্যথা করিলে তীর্থের ঈশর স্বয়ং তীর্থস্থানের অর্দ্ধ ফল অপহরণ করেন। অনন্তর ভগবান্ বিফুকে প্রণাম করিয়া তীর্থস্থান জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে দেবদেব! হে জগন্মাথ! হে শন্থ-চক্র-গদা-পদ্মধর! হে বিস্কো! আপনার তীর্থনিবেবণে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন্। তদনন্তর মৃত্তিকাগ্রহণ পূর্বক ললাট প্রভৃতিতে যথানিয়ম শ্রন্থণ করিবে। তথায় মৃত্তিকা হরণ মন্ত্র এই।—হে বস্তন্ধরে! তুমি অশ্ব কর্তৃক আক্রান্ত, রথদারা আক্রান্ত ও বিষ্ণু কর্তৃক আক্রান্ত। হে মৃত্তিকে! আমি যে পাপাচরণ করিয়াছি, তুমি আমার সেই পাপ হরণ কর।

जन्तानः।

অনন্তাদিত্যসন্ধাশং বাস্তদেবং চতুর্ভু জং।
শন্তাচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং।
তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বকাং তনুং।
তয়া সংকালয়েৎ সর্বমন্তর্দেহগতং মলং॥
ধ্যাত্বাথবা স্বমূলেন স্নানং কুর্য্যাদ্যথোদিতং॥ ১৩২॥
কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নান্যাচরেৎ।
কৃত্বা চাঘমর্ষণঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নান্যাচরেৎ।

ওঁ শ্রীকেশবায় নমঃ।১। ওঁ শ্রীমধুসূদনায় নমঃ।২। ওঁ শ্রীদামোদরায় নমঃ। ৩। ওঁ শ্রীবাস্থদেবায় নমঃ। ৪। ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ৫। ওঁ শ্রীমাধবায় নমঃ। ৬। ওঁ শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ। ৭। ওঁ শ্রীঅধাক্ষজায় নমঃ।৮।ওঁশ্রীগোবিন্দায় নমঃ।৯।ওঁশ্রীঅচ্যুতায় নমঃ।১০। ওঁ শ্রীনারায়ণায় নমঃ।১১। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ ১২॥

হে স্ব্রতে, বরাহরূপী শতবাহু শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রসাতল হইতে উদার করিয়াছেন, তুমি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি স্থান, তোমাকে প্রণাম করি। তাহার পর শ্রীনারায়ণ, উচ্চারণ পূর্বক তদীয় স্থানররূপ চিন্তা করিয়া, নদী প্রভৃতিতে প্রতিদিন বিধিবৎ সান করিবে। শ্রীনারায়ণের ধ্যান। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশ, চতুর্ভু জ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বনমালা বিভূষিত ভগবান্ বাস্তদেবের চরণোদকধারা দারা স্বদেহান্তর্গত সমস্ত মল সংক্ষালিত হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া বা মূলমন্ত্র দারা যথা বিধি স্নান করিবে। ১৩২। বাস্তদেব কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জলে নিমগ্ন হইয়া স্নান করিবে। অঘমর্যণ করণানন্তর শ্রীকেশবাদি দাদশ নাম সহকারে জলে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশবার স্নান করিবে। (বৈদিকসন্ধ্যায় অঘমর্যণ দেখ)। "ওঁ শ্রীক্রেক্টায় নমঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"

শূদ্রেশ্চং শ্রীকেশবায় নমঃ ইত্যাদি পঠেং। নিমজ্জনাৎ প্রাক্
মৃদ্গ্রহণং তথাঘমর্ষণঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানাদিকং
মূলমন্ত্রজপনং কেশবাদিনামভিদ্ব দিশবারনিমজ্জনাদিকঞ্চেত্যবং
মিশ্রিতং বিবেচনীয়ং ইতি॥

অকৃতাঘমর্ঘণস্থা চেদং স্নানং স্থানিক্যতি।
বৈকুপনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিছঃ।
ইত্যাদিশুকবাক্যঞ্চ প্রমাণং তত্র চৈবহি॥ ইতি॥
ইদং স্নানং বরং মন্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতং॥ ১৩০॥
শ্রীমদ্বিষ্ণৃপাদকানাং দ্বিজ্ঞানাং প্রীতিহেতবে।
বক্ষ্যামি তান্ত্রিকং স্নানং স্মৃত্বা বিষ্ণুপদাস্কুজং॥
ধৌতাজ্মি পাণিরাচান্তঃ কুর্যাৎ সঙ্কল্পমাদৃতঃ।
কৃষ্ণার্চাঙ্গতয়া স্নানং করিষ্যেহহং তদাজ্ঞয়া॥ ১৩৪॥

এই পর্যান্ত দাদশ নাম। শূদ্র কেবল "একিশবায় নমঃ" ইত্যাদি পাঠ করিবে। (এই স্নানবিধি বৈদিক ও তান্ত্রিক। স্নানের পূর্বের মৃত্তিকা প্রহণ, তদনন্তর অঘমর্বণ, ইহাই বৈদিক এবং কৃষ্ণধানাদি, মূলমন্ত্র জপ, কেশবাদি নামোচ্চারণ পূর্বক দাদশবার নিমজ্জন, ইহাই তান্ত্রিক। অতএব এই স্নানবিধি বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্রেত বিধি বিবেচনা করিতে হইবে। তান্ত্রিক অঘমর্যণ কৃষ্ণসন্ধ্যায় দেখ) অঘমর্যণ না করিয়াও এই স্নান স্থাসিদ্ধ হয়। কেন না ভগবান্ বিষ্ণুর নামগ্রহণ অশেষ অঘ অর্থাৎ পাপহারক জানিবে ইত্যাদি শুক্বাক্য তথার নিশ্চয় অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ। এই স্নানমন্ত্র স্নান হইতে শ্রেষ্ঠ, সহস্রগুণ ফলদায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১৩৩। অনস্তর তান্ত্রিকস্নান বলিতেছেন। এনিব্র্যু-পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক শ্রীমদ্বিষ্ণু পাদক দ্বিজগণের প্রীতি নিমিত্ত আমি এই তান্ত্রিক স্নান বিধি বলিতেছি। "ধৌতান্ত্রি পাণিরাচান্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকের জানুবাদ

অथ मङ्ख्यायु निष्रः।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদিত্যাদি পূর্ববিৎ ॥ ততঃ
বিনস্তাঙ্গে বড়ঙ্গানি প্রাণায়ামপুরঃসরং।
শ্রীসূর্য্যমগুলাতীর্থমাক্ষ্যাঙ্কুশমুদ্রয়া।
বমিত্যনেন চাপ্লাব্য কবচেনাবগুঠয়েং।
সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ মূলেন মন্ত্রয়েক্রুদ্রমংগুরা।
নিমজ্জ তন্মিন্ ধ্যায়েচ্ছ্রীকৃষ্ণংগুল্তা জপেমানুং।
উন্মজ্জ্য কুন্তুমুদ্রাঞ্চ বদ্ধা স্নায়াদ্বিষট্ততঃ॥ ১৩৫॥
অথ তবৈৰ প্রাণায়ামঃ।
দশাক্ষরেণ চেত্তে অক্টাবিংশতি রেচয়েং।

পূরয়েছামরা তদ্ধারয়েত্ত প্রমাণতঃ।

পূর্বের করা হইরাছে। ১৩৪। অথ সঙ্কল্পনন্ত এই—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ" ইত্যাদি পূর্ববৎ। তদনন্তর প্রাণায়াম পুরঃসর যভ্জন্যাস कतिया, अङ्गममूमा (मिक्निशरास्त्र मृष्टि स्टेट विनिः एउमधामाङ्गि জলস্পর্শ জন্য সরলভাবে এবং তর্জ্জন্যঙ্গুলি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রক্ষা করিলেই অঙ্কুশমুদ্রা হইয়া থাকে। মতান্তরে তর্জ্জনী সরলভাবে ও মধ্যমা বক্রভাবে রক্ষা করিলেই অঙ্কুশমুদ্রা হয়) দারা শ্রীসূর্য্য-मछल হইতে তীর্থাবাহন পূর্ববক বরুণবীজ (বং) দ্বারা আপ্লাবন, তদনস্তর কবচমন্ত্র (হুং) দারা অবগুণ্ঠন (মুন্টিবন্ধ বামহস্তের তর্জনীকে মৃষ্টি হইতে বাহির পূর্বকে অধোমুখে সরলভাবে স্থাপনের নাম অবগুণ্ঠন মুদ্রা ) তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্র (ফট্ ) দ্বারা রক্ষিত পূর্ববক একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করতঃ তাহাতে নিমগ্ন হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর কুম্ভমুদ্রা (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে সংলগ্ন পূর্ববক ছই হস্তে এমন একটী মৃষ্টিবন্ধন করিবে, যেন তাহার ভিতরে শূন্য থাকে, ইহার নামই কুন্তুমুদ্রা) দারা জল তুলিয়া আটবার স্নান করিতে হইবে ॥ ১৩৫॥ তথায় প্রাণায়াম। দশাক্ষর মন্ত্র কারা প্রাণায়াম করিকার

প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুস্তকৈঃ।

চেত্তবাফীদশার্ণেন দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ।

একেন রেচয়েৎ কামবীজেনেব পৃথক্ পৃথক্।

পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ।

সর্বের্বু কৃষ্ণমন্ত্রেয়ু বীজেনানেন চাচরেৎ।

অশক্তো কথিত শৈচবং শক্তো চ ফোগিনাং মতং।

অথবা সর্ব্বমন্ত্রেরু বর্ণান্তুক্রমতো জপন্।

প্রাণায়ামঞ্চরেমন্ত্রী রেচপূরককুস্তকৈঃ।

মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যোগিকং কথ্যামি তে।

রেচয়েদ্দক্ষ্মা বিদ্বান্ মাত্রা যোজ্শকেন চ।

দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়াপূর্য্য চতুঃষক্ত্যা তু ধারয়েৎ।

একশ্বাদশৈচকমাত্রো মাত্রায়া নিয়মো মতঃ।

বামজানুনি তদ্বস্ত্রভামণং যাবতা ভবেৎ।

সময় অফাবিংশতি রেচন করিবে। ঐ প্রমাণে বামনাসিকায় পূরণ এবং যথানিয়ম কুন্তক করিবে। অফাদশাক্ষর মন্ত্র ছারা প্রাণায়াম-কালে ছাদশবার রেচন করিবে। কামবীজ ছারা পৃথক্ পৃথক্ একবার রেচন করিবে। সপ্রবার জপ ছারা পূরণ করিবে। বিংশতিবার জপ ছারা ধারণ করিবে। সকল কৃষ্ণমন্ত্রেই কামবীজ ছারা কার্য্য করিতে হইবে। আবার সকল মন্ত্রেই বর্ণামুক্রমেই জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে। ইহার নাম মন্ত্র প্রাণায়াম। তদনন্তর যৌগিক প্রাণায়াম বলিতেছেন। যোড়শমাত্রায় দক্ষিণ নাসিকা ছারা রেচন করিবে। ছাত্রিংশন্মাত্রায় বামনাসায় পূরণ করিবে। চতুঃ- যস্তি মাত্রায় উভয় নাসিকা রুদ্ধ পূর্ববক কুন্তুক করিবে। একটি শাসই একটি মাত্রার নিয়ম। যত সময়ে আপনার হন্ত আপনার জান্মগুল বেষ্টন করিতে পারে, তত সময়ের নাম মাত্রা। বেদজ্ঞ শুনিসকল ঐ সময়কেই এক একটি মাত্রা বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

কালেন মাত্রা সা জ্যো মুনিভির্কেদপারগৈঃ।
প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভন্চ নিগর্ভকঃ।
সগর্ভো মন্ত্রজাপেন প্রাণায়ামো মতো বুধিঃ।
নিগর্ভন্চ প্রাণায়ামো মাত্রায়াঃ সংখ্যয়া ভবেৎ॥ ১৩৬॥
कৃচিচ্চ।

রেচঃ যোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুন্ত এবংস্থাৎ প্রাণসংযমঃ।
বিরেচ্য পবনং পূর্ববং সঙ্কোচ্য গুদমগুলং।
পূর্য়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুন্তকে স্থিতঃ।
তত্র প্রণবমভ্যস্থন্ বীজং বা মস্ত্রমূর্দ্ধগং।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্যানমতন্তিতঃ।

মন্ত্রমূর্দ্ধগং অফীদশাক্রমন্ত্র শিরঃ স্থিতং মান্নথং বীজং বা অভ্যস্তন্। মনসা আবর্ত্তরন্ প্রণবাভ্যাদে চ ঋষ্যাদিকমূক্তং। অস্ত প্রণবমন্ত্রস্থ প্রজাপতিঋ ষির্দেবীগায়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মাদেবতা আকারো বীজং উকারঃ শক্তির্মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ইতি বীজাভ্যাদে চ মন্ত্রস্থ ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ তত্তদেবতয়া এবেত্যহং বিকল্পশ্চ মুক্তি ভুক্ত্যাদিকলভেদেন বর্ণাপ্রমাদিভেদেন বেতিদিক্।

সগর্ভ এবং নিগর্ভভেদে প্রাণায়াম ছুই প্রকার। মন্ত্র জপ বা মাত্রার সংখ্যানুসারে যে প্রাণায়াম, তাহারই নাম সগর্ভ। তদ্যতিরিক্ত প্রাণায়ামের নাম নিগর্ভ। ১০৬। কোন স্থলে এইরূপ কথিত হই-য়াছে। যোড়শমাত্রায় রেচক, দ্বাত্রিংশয়াত্রায় পূরক ও চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুন্তক। এইরূপ করিলে প্রাণবায় দমন করা হয়। (দেহ হইতে বায়ু পরিত্যাগের নাম রেচক। শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করার নাম পূরক। শরীরাভ্যন্তরে বায়ু অবরোধ করার নাম কুন্তক।) অত্রে শরীরস্থ বায়ুবিরেচনপূর্বক গুহুদেশ সঙ্কোচিত করিবে।

#### **उक्तानिक्षिकः**।

বিষ্ণুং ভাশ্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলা কল্পহারোদরাজ্যি-শ্রোণীভূষং সবক্ষো মণিমকরমহাকুণ্ডলামুন্টগণ্ডং। হস্তোদ্যচছশ্বচক্রাশ্বজগদমমলং পীতকোশেয়বাসং বিদ্যাভদ্তাসমুদ্যদিনকরসদৃশং পদ্মসংশ্বং নমামি॥ ১৩৭॥ একান্ডিভিশ্চ ভগবান্ সর্বাদেবময়ঃ প্রভু। কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্বতঃ॥ ১৩৮॥ অথ তবৈত্র ষড়ঙ্গন্যাসঃ।

ক্লাঁ হৃদয়ায় নমঃ। কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা। গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্। গোপীজন কবচায় হুঁ। বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বোষট্। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ ১৩৯॥

স্বশক্ত্যনুসারে বায়ু পূরণ করতঃ কুন্তক করিবে। যদি কামবীজ (ক্লাঁ) কিম্বা বীজমন্ত্র ( অফীদশাক্ষরমন্ত্র ) জপ করে, তাহা হইলে খাযি প্রভৃতি সারণ পূর্ববক আলস্থ বিহীন হইয়া ধ্যান করিবে। (প্রণব্মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি। চ্ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা পর্মাত্মা। বীজ আকার। শক্তি উকার। আধারদণ্ড মকার। প্রাণায়াম কার্য্যে এই মন্ত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে। উহার ধ্যান এইরূপ কথিত হইয়াছে। যাঁহার উজ্জ্বল কিরীট শিরোভূষণ, হস্তে অন্দবলয় শোভিত, গলদেশে শ্রেষ্ঠমনোহর হার, যাঁহার উদর ও চরণ ও শ্রোণীদেশ (কটি) অলঙ্কারে বিভূষিত, যাঁহার গণ্ডস্থল বক্ষোমণি-সংলগ্ন মহৎশ্রেষ্ঠ মকরাকৃতি কুণ্ডলে চুম্বিত, যাঁহার হস্তে উন্নত শল্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, যিনি অত্যন্ত নির্মাল পীত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গ হইতে দিব্য দীপ্তি (তেজঃ) বহিগতি হইতেছে, যিনি দেখিতে উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় এবং যিনি সহস্রদলপন্মমধ্যে বিরাজমান, আমি সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ১৩৭। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, সেই একান্তভক্তগণের সকল কার্য্যেই গোপ-গোপীঅভিমতজনবেষ্টিত সর্বদেবময় ভগবান্ প্রভু

বর্ণে নৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরোমতং।
চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতং।
নেত্রং তথা চতুর্ববর্ণেরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথামতমিতি॥১৪০॥
ততশ্চাপাদমাকেশান্যদেদ্বোর্ভ্যামিমং মকুং।
বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন অসেচ্চ প্রণবং সকুৎ॥ ১৪১॥
তথ তত্ত্বৰ তীর্থাবাহনং।

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা। ত্রাহি নস্থেণসস্তম্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মাদে সিন্ধু কাবেরি জলেহিম্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ১৪২॥

শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ১৩৮। অনন্তর সেই স্থলে ষড়ঙ্গ-ন্যাস। "ক্লী" হইতে আরম্ভ "অন্ত্রায় ফট্" পর্য্যন্ত ষড়ঙ্গন্যাসের মন্ত্র জানিতে হইবে। ১৩৯। "ক্লী" এই একবর্ণে হৃদয়। "কুঞ্চায়" এই বর্ণত্রে মস্তক। "গোবিন্দায়" এই বর্ণচতুষ্টয়ে শিখা। "গোপী জन" এই চারিবর্ণে কৰচ। "বল্লভায়" এই বর্ণচতুষ্টয়ে নেত্র। "স্বাহা" এই বর্ণদ্বয়ে অস্ত্র কল্পনা করিতে হয়। ১৪০। তদনন্তর ছুই হস্তে বেন্টন করণভাবে এই অফীদশাক্ষর মন্ত্র পাদ হইতে মস্তক পর্যান্ত সমস্ত অঙ্গের চতুর্দিকে বারত্রয় ন্যাস করিবে। ঐ প্রকারে একবার প্রাণব ( ওঁ ) ন্যাস করিতে হইবে। ১৪১। অনন্তর সেই স্থানে তীর্থ আবাহন করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র এই—হে মাতর্গঙ্গে! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা; অতএব আমি আজন্মরণাবধি যে সকল পাপাচরণ করিব, সেই সকল পাপ হইতে তুমি আমায় পরিত্রাণ কর। হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্মদে! হে সিন্ধো! হে কাবেরি! আমি সান করিতেছি; অতএব তোমরা সকলে এই জলে আগমন কর ইতি। ১৪২।

অথ শুৰ্কাদিসন্নিহিতে গুরু-পিতৃ-মাতৃ-বিপ্রপাদোদকেন বারমেকং স্নানং কুর্য্যাদিতি।

> গুরোঃ সন্নিহিতস্থাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ। বিপ্রাণাঞ্চ পদাস্তোভিঃ কুর্য্যাম্মূর্দ্ধাভিষেচনম্॥ ১৪৩॥ অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতস্থানং।

> তথৈব তুলদীমিশ্রা শালগ্রামশিলাস্তদা।
> অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎকিঞ্চিদগ্রতঃ ॥ ১৪৪ ॥
> শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলদীগন্ধমিশ্রিতং।
> কৃত্বা শস্থে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্রিপেন্নিজমূর্দ্ধনি।
> শালগ্রামশিলাতোয়মপাত্বা যস্ত মস্তকে।
> প্রক্রেপাণ প্রক্রবীত ব্রহ্মহা দ নিগদ্যতে।
> বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
> বিরুদ্ধমাচরেম্মোহাৎ ব্রহ্মহা দা নিগদ্যতে।
> পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি দাগরে।
> দ্যাগরাণি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্থা দক্ষিণে॥ ১৪৫॥

অনন্তর শ্রীগুরু প্রভৃতি নিকটে থাকিলে, গুরু পিতামাতা ও ব্রাহ্মণের পাদোদক দারা একবার স্নান করিবে, অনন্তর যদি সেই সময় গুরুবর্গ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে, গুরু, পিতা মাতা ও ব্রাহ্মণদিগের পাদোদক দারাও মস্তকে অভিষেক করিবে । ১৪০। অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত স্নান বলিতেছেন। তথা শ্রীতুলসী মিশ্রিত শ্রীশালগ্রাম শিলার স্নানজল অগ্রে কিঞ্চিৎ পান করিয়া, তদ্মারাও স্নান করিবে। ১৪৪। তুলসী-চন্দন মিশ্রিত শ্রীশালগ্রাম শিলার স্নানজল শঙ্ম করিয়া, স্বমস্তকোপরি বারত্রয় যুরাইয়া স্বমস্তকে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জল অগ্রে কিঞ্চিৎ পান না করিয়া, মস্তকে নিক্ষেপ করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলা যায়। শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের পূর্বের ব্রাহ্মণের পাদোদক পান অथ धीविक्टत्रगाम् उधात्रगमञ्हा

অকালমূভ্যুহরণং সর্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ইতি ॥ ১৪৬ ॥
ততো-জলাঞ্জলীন্ কিপ্তা মূর্দ্ধি ত্রীন্ কুম্ভমুদ্রয়া।
মুলেনাথ বিশেষেণ কুর্য্যাদেবাদিতর্পণং॥ ১৪৭ ॥
অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং।

ওঁ ব্রহ্মাণং তর্পয়ামি উপবীতী পূর্ব্বাভিমুখঃ। ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি। ওঁ রুদ্রং তর্পয়ামি। ওঁ প্রজাপতিং তর্পয়ামি। ওঁ ভূদ্দেবাংস্তর্পয়ামি। ভূবো দেবাংস্তর্পয়ামি। স্বর্দেবাং- স্তর্পয়ামি। ভূতুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি। ওঁ কৃষ্ণদৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়স্তান্ষীন্ তর্পয়ামি। ভূঋষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ ভূতুবঃ স্বর্খষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ ভূতুবঃ স্বর্খষীংস্তর্পয়ামি। ওঁ ভূতুবঃ স্বর্খষীং স্তর্পয়ামি। ইত্যনেন প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেণ জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ॥ ১৪৮॥

করিবে; যে ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করে, সে ব্যক্তিকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ সাগরে অবস্থিত এবং সাগর সহিত তীর্থ সমুদায় ব্রাহ্মণের দক্ষিণচরণে বিদ্যমান। ১৯৫। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু-চরণায়ত ধারণের মন্ত্র বলিতেছেন। অকালয়ত্যুহরণকারী, সর্বব্যাধিবিনাশক, বিষ্ণুর চরণোদক পানানন্তর আমি মন্তকে ধারণ করিতেছি। ১৪৬। তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কুন্তুমুদ্রা দ্বারা বারত্রয় মন্তকে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ বিশেষরূপে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করিবে। ১৪৭। অথ সামান্তভাবে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ বলিতেছেন। স্বাভাবিক বামস্কন্ধের উপরি হইতে দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া লম্বিত যজ্যোপবীতকে উপবীত কহা যায়। এইরূপ যজ্যোপবীত ধারণপূর্বক পূর্ব্বাভিমুখে "ওঁ ব্রহ্মাণং তর্প্রামি" হইতে জারন্ত করিয়া

## ততঃ প্রাচীনারী

ওঁ অগ্নিম্বতাঃ পিতরস্ত প্যান্ত ভাঃ স্বধা। ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতত্ব । ওঁ হবিষস্তঃ পিতরস্প্রস্তামেতত্বদকং তে ত উত্মপাঃ পিতর স্প্যন্তামেতত্বদকং তেভ্যঃ স্বং তি কি পিতরস্প্যন্তা-মেতত্বদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ সামান্ত প্রান্তামেতত্বদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ আজ্যপাঃ ইত্যনেন প্রত্যে ক্রেম ত্রমং পিতৃতীর্থেন निमार ॥ ३८० ॥

> পীড়য়িত্বাম্বরং চোর थातरम्बाममी छएक व

আচ্ম্যাঙ্গানি সংমাজ্য সমা। পরিধায়াংশুকে শুরে তারিং ॥ ১৫১॥

"ওঁ ভূভু বস্বশ্ব ষিংস্তর্পয়ামি, করিবে। প্রত্যেককে দৈবতীর্থ (অঙ্গুলির অগ্রভাগত হে) দারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৪। প্রাচীনাবীতি ( দক্ষিণ-ক্ষমে যজ্ঞোপবীত ধারণের বিশ্বস্থানি তি ) হইয়া দক্ষিণাভি মুখে "ওঁ অগ্নিম্বতাঃপিতরত তেভ্যঃস্বধা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ আজ্যপাঃ বি মততুদকং তেভ্যঃ স্বধা, পর্যান্ত তর্পণ করিবে। প্রা তর্জনীর মধ্যস্থান ) দ্বারা তিব । ১৪৯। এইরূপে দেবতাদির তর্পণ পর উরুদ্বয় প্রক্ষালন করণালা করণালা করতঃ পরিশুদ্ধ শুকুবর্ণ অচ্ছিন্ন সোত্রীয় বসন ধার ১৯৯৯ ৫০। কাহার মত এই যে, উক্ত মতে দেবতাদির ত্রা

বিধিবত্তিলকং ক্রম্বা পূনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ। বিধায় বৈদিকীং সন্ধ্যাসথোপাসীত তান্ত্রিকীং॥ ১৫২॥ অথ গৃহস্থানং।

নদ্যাদো স্থানাশক্ত গৃহস্থানং বিধীয়তে ॥ ১৫৩ ॥
ওঁ বিষ্ণুরোভংনদদামুক্যাদি অমুকপক্ষে অমুকতিথে

অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেরশান্ত্রা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দোদকমিশ্রিতেনোদকেন তদক্রনাশ্রন্ত্রানম্যং করিষ্যে। ইতি সঙ্গল্পা

নলিনী ননিনী সীতা মালতী চ মহাপগা। বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। ভাগীরথী ভোগবতী জাহুবী ত্রিদশেশ্বরী।

(ইতি দাদশনাসভিজ্লভাজনে গঙ্গামাবাহ্যানুজ্ঞাপ্রস্তাবং বিধায় স্থাসং কৃত্বাস্থ্যস্থা সাত্রা আপোহিষ্ঠেতি সম্মার্জ্য জলং বিলোড্য নাসাল নাম্মর্যণং কৃত্বা গুরুবিপ্রাদি তীর্থাভিষেকপূর্ম্বকং শালগ্রামতীর্থং শন্থে কৃত্বা

করিয়া স্নান করা হইয় আচমনপূর্বক সেই পরিধেয় বসন ব্যতীত অপর বস

শুক্লবর্ণ সোত্তরীয় বস

আচমন করিতে হইবে। ইহা হারা এই কথা বলা হইল যে, স্নানবস্ত্রের অঞ্চল কিংবা হস্ত হারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না। ১৫১।
তদনস্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি পরের লিখিত নিয়মানুসারে তিলক নির্দ্মাণ
করিয়া বৈদিকী সন্ধ্যা করণানন্তর তাত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন। ১৫২।
যে ব্যক্তি নদীপ্রভৃতিতে স্নান করিতে অশক্ত, সে ব্যক্তির গৃহে
স্নান করা কর্ত্তব্য। ১৫৩। গৃহে স্নান করিতে হইলে অগ্রে "ওঁ
বিষ্ণুরোম্" হইতে আরম্ভ করিয়া, "স্নানমহং করিষ্যে" পর্যান্ত এই
সক্ষর্ম মন্ত্র হারা সক্ষয় করিয়া, নলিনী, সীতা, মালতী, মহাপগা,
বিষ্ণুচরণার্ঘসন্তুতা, গঙ্গা, ত্রিপথশা মিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী,

মূলেনৈকাদশধাভিষিচ্য মূলেন ন্থাসং কৃষা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ তর্পণং সমাপ্যাচম্য বাসঃ পরিদধ্যাৎ। তদনন্তরমাসনে উপবিশ্য পুনরাচম্য বিধিবতিলকং কৃষা পুনশ্চাচম্য বৈদিকীং সন্ধ্যাং বিধায় তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং কুর্য্যাদিতি॥ ১৫৪॥)

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়েঃ স্নানং বানপ্রস্থাহস্থয়েঃ।

যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সক্তবু ব্রহ্মচারিণঃ।

সর্বের চাপি সক্ত কুর্যুরশক্তো চোদকং বিনা॥ ১৫৫॥

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তো কর্ম্মিণাং সদা।

আদ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জনং॥ ১৫৬॥

অশক্তো উদকং বিনেতি মন্ত্রশ্লানাদিকং কুর্যুরিত্যর্থঃ॥ ১৫৭॥

প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্থাদন্যত্রার্কসংমুখঃ॥ ১৫৮॥

ত্রিদশেশরী এই দাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে গঙ্গাকে আবাহন করতঃ
অনুজ্ঞা প্রস্তাব করণানন্তর ভাসপূর্বক অঙ্গের মলাপসরণ করিবে।
তদনন্তর স্নান পূর্বক "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্র দ্বারা সম্মার্জ্জন করিয়া
জলকে চালনাপূর্বক নাসালগ্ন চুলুক অর্থাৎ গণ্ডূষ প্রমাণ জল দ্বারা
অঘমর্যন (অঘমর্যন মন্ত্র সামবেদীয় সন্ধ্যা মধ্যে অথবা কৃষ্ণসন্ধ্যায়
দেখিয়া লইবে) পূর্বক গুরু-বিপ্রাদির পাদোদকাভিষেক করত
শ্রীভুলসীমিশ্রিত শালগ্রামচরণামৃত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশবার অভিষেক
করত মূলমন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া পূর্বেবাক্ত নিয়মে তর্পণ সমাপনানস্তর
আচমন করিয়া বসন পরিধান করিবে। তদনস্তথ্য আসনে উপবেশন
পূর্বক পুনরায় আচমন করিয়া বিধিবৎ তিলক ধারণ করত পুনর্রবার
আচমনপূর্বক বৈদিকীসন্ধ্যা করত তান্ত্রিকীসন্ধ্যা করিবে। ১৫৪।
বানপ্রস্তুও গৃহস্থের প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নকালে স্নান। যতির
ত্রিসন্ধ্যা স্নান। ব্রন্ধচারির একবার স্নান বিধেয়। অশক্ত হইলে
সকলের পক্ষেই একবারমাত্র স্নান। তাহাতেও অশক্ত হইলে
কেবলমাত্র মন্ত্রসানাদি বিধেয়। ১৫৫। অশক্ত অবস্থায় কণ্মিব্যক্তির

### অथ সামবেদীয় সন্ধ্যা।

তত্রাদে শ্রীবিষ্ণু স্মরণং। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ইতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্য্যাৎ॥ ১৫৯॥

অথামচনবিধিঃ।

অন্তর্জানু শুচো দেশে উপবিষ্ট উদল্প্রাঃ।
প্রাথা ব্রাক্ষেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ।
প্রকাল্য পাণী পাদো চ ত্রিঃ পিবেদসুবীক্ষিতং।
সন্থ ত্যাস্কুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমূজ্যান্ততো মুখং।
সংহত্য তিস্তভিঃ পূর্ব্বমাস্থামেবমুপস্পৃশেৎ।
অন্তর্গন প্রদেশিন্যা প্রাণং পশ্চাদনন্তরং।
অন্তর্গনামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃপ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।

সকল সময়েই মস্তকব্যতীত স্নান হইতে পারে। আর্দ্রবন্ত্র বা আর্দ্রকর দারা গাত্রমার্জন করিলেই স্নান হয়। ১৫৬। "অশক্রো উদকং বিনেতি" বাক্যদারা অশক্তপক্ষে মন্ত্রমান করিবে। ১৫৭। নদীতে প্রবাহাভিমুখে এবং পুন্ধরণী প্রভৃতিতে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। ১৫৮। অনন্তর সামবেদীয় সন্ধ্যা। সর্ববাগ্রে বারত্রয় সপ্রণব বিষ্ণুর স্মরণ করিবে। আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর দর্শনশক্তির যেমন কোন প্রকার বাধা হয় না, সেইরূপ তত্বজ্ঞানী দেবতাসকল অবাধে বিশ্বর্যাপী পরমেশর বিষ্ণুর বেদাদিসিদ্ধ উৎকৃষ্ট তেজাময়র্রূপ, সর্ববদা দর্শন করেন। এইরূপ বিষ্ণু স্মরণপূর্ববিক আচমন করিবে। ১৫৯। অনন্তর আচমন বিধি বলিতেছেন। পবিত্রস্থানে জানু (হাটু) দ্বয়মধ্যে হস্ত রাখিয়া উত্তর কিংবা পূর্ববমুখে উপবেশন করত ব্রাহ্মণসকল ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিবেন। (ব্রদ্ধান্তুর্প্তম্বল ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুল্যপ্র দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠান্থুলিমূলে প্রজাপতিতীর্থ ও তর্জনীরুদ্ধান্তুর্প্তমধ্যে পিতৃতীর্থ) প্রথমতঃ হস্ত-পদশ্বয় প্রক্ষালনপূর্ববিক বারত্রয় জলপান

নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেন বৈ।

সর্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাত্রেণ সংস্পৃশেৎ।
ইত্যাচম্য বিষ্ণুংস্মরন্ স্বশিরসি কিঞ্চিজ্জল প্রোক্ষণানন্তরং
সন্ধ্যামুপাসয়েৎ। কালাতিপাতে গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্ব। আপোন্মার্জনং কুর্য্যাদিতি ॥ ১৬০॥

সন্ধ্যাপ্রবোগঃ। অথ আপোমার্জনং। ওঁ শন্ন আপো ধন্ধয়াঃ শমনঃ সন্ত নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্ত কূপ্যাঃ। ওঁ জ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্ধঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্তেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্ত মৈনসঃ।

कतिरत। ( এक ही मां भकना है मां ज निमग्न हरे छ भारत, এই भित्रमान এক একুট জল দক্ষিণ করতলে রক্ষাপূর্বক এরপ পান) তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠমূল দারা বারদ্বয় মুখমার্জনপূর্ববক তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা ( অঙ্গুষ্ঠ হইতে দ্বিতীয়াঙ্গুলির নাম তর্জ্জনী, অঙ্গুষ্ঠ হইতে তৃতীয়াঙ্গুলির নাম মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ হইতে চতুর্থ অঙ্গুলির নাম অনামিকা) এই অঙ্গুলিত্র দারা মুখম্পর্শ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দারা নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করণানন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দারা বারদ্বয় চক্ষুঃ ও কর্ণ স্পর্শ করিবে। তাহার পর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ (ছোট অঙ্গুলির নাম কনিষ্ঠ ও প্রথম অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির নাম অঙ্গুষ্ঠ ) দ্বারা নাভি এবং করতল দারা বৃক্ষঃস্থল ও সর্ববাঙ্গুলি দারা মস্তক আর সর্ববাঙ্গুলির অগ্রভাগ দারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। এইমত আচমন করতঃ বিষ্ণুকে স্মরণপূর্ববক স্বমস্তকে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণ করিয়া সন্ধ্যাকে উপাসনা করিবে। সন্ধার সময় অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। ১৬০। সন্ধ্যাপ্রয়োগ অর্থাৎ সন্ধ্যানুষ্ঠান বলিতেছেন। অথ আপ (জল) মার্জ্জন। মরুদেশোন্তব জল আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন। জলময় দেশের জল আমাদের মঙ্গল প্রদায়ক হউন। বারিধির জল আমাদের মঙ্গল করুন।

ত আপো হিষ্ঠাময়োভুবস্তা ন উর্চ্ছের দধাতন।
মহে রণায় চক্ষদে। ত যো বঃ শিবতমোরদ
স্তম্ম ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ।
ত তম্মা অরঙ্গমাম বো যম্ম ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ। ত ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ
তপদোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ
সমুদ্রোহর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্শবাদধিসংবংসরোহজায়ত।
আহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমধ্যে ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবক্ষ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ১৬১॥

কৃপের জল আমাদের ভদ্রদায়ক হউন। কার্যাক্রিষ্ট ঘর্মাক্ত মানব বেমন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ঘর্মা হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নানানন্তর যেরপ দেহের মল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, স্ত যেমন মন্ত্রারা পবিত্র হয়, সেইরূপ ঐ সকল জল আমাকে পাপ হইতে পরিশুদ্ধ করুন। হে জলসকল! তোমরা প্রম স্থপ্রদায়ক, সেই নিমিত্ত ইহকালে আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দাও এবং পরকালে অত্যস্ত রমণীয় দর্শন পরমত্রক্ষা বিষ্ণুর সহিত আমাদের মিলন করিয়া দিও। স্নেহময়ী জননী যে প্রকার আপনার স্তন্যরস পান করাইয়া সন্তানের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, হে জলনিচয়! সেই প্রকার তোমরাও ইহকালে আমাদিগকে ভোমাদের কল্যাণময় রসদান কর। হে জলসকল! যে রসদারা তোমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, তোমাদের সেই রসদারা আমরা যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। তোমরা আমাদিগকে সেই আশ্চর্য্যরস ভোগ করিতে দাও। মহাপ্রলয়কালে কেবল একমাত্র পর্মব্রহ্ম নারায়ণই ছিলেন, (একো নারায়ণঃ আসীৎ ন ব্রহ্মান চ শঙ্করঃ) তদ্তির সমস্তই অন্ধকারময় ছিল। তদনস্তর স্পৃত্তির আরম্ভকালে সেই নারায়ণের শক্তিতে

## অথ প্রাণায়ামঃ তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ।

ওঁকারদ্য বেদাখিরিবি জিছেন্দাইরিদেবতা দর্বকর্মানরম্ভে বিনিয়োগঃ। দপ্রব্যাহ্নতীনাং প্রজাপতিখারিগায়ক্র্যাঞ্চিন্
গমুই বব্হতীপংক্তি ত্রিই ব্ জগত্যশ্ছন্দাংদি অগ্নিবায়ুন্
দূর্য্যবরুণরহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিরোগঃ। (ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরোবেইনং কুর্য্যাৎ) গায়ত্র্যা
বিশ্বামিত্রখ্যিগায়ত্রী জংলন শিরোবেইনং কুর্য্যাৎ)
গায়ত্রী শিরদঃ প্রজাপতিখারিগায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নি
দূর্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। (ইত্যুক্ত্বা

স্প্রির মূলীভূত কারণস্বরূপ জলরাশিপূর্ণসমুদ্র উৎপন্ন হইল। সেই সমুদ্র হইতে জগিন্নশ্মাণসমর্থ বিধাতা (ব্রহ্মা) জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই বিধাতাই যথানিয়মে সূর্য্য ও চল্রের স্থষ্টি করিলেন, তাহাতেই দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। তদ্ধারাই সংবৎ-সরের অর্থাৎ তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন ও বর্ষাদি স্থষ্টি হইল। তাহার পর সেই বিধাতা পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও মহদাদি লোক সমূহ স্থাষ্ট্র করেন। ( আপো নারা ইতি প্রোক্ত আপো বৈ নর-সূনবঃ) ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বাক্যদারা উক্ত জল্পনার নিগৃঢ়ার্থ সেই নারায়ণেরই উপাসনা বুঝিতে হইবে। যাঁছারা অদূরদর্শী, তাঁহারাই উহাকে সামাশ্র জলের উপাসনা মনে করিয়া থাকেন। ১৬১। অনন্তর প্রাণায়াম। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া,—প্রণবের অর্থাৎ ওঁকারের ঋষি ব্ৰহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্ৰী, দেবতা অগ্নি, সমস্ত কৰ্মাৰত্তে উহার প্রয়োগ আবশ্যক হয়। "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য, এই সপ্ত ব্যাহ্নতির ( ঐ সাতটি মন্ত্রের নাম সপ্ত ব্যাহ্নতি ) ঋষি প্রজাপতি ; ছন্দগায়ত্রী-উঞ্চিক-অনুষ্ঠুপ-বৃহতী-পঙ্ক্তি-ত্রিষ্ঠুপ ও জগতী; দেবতা অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতি-ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব, প্রাণায়াম কার্য্যে

পুনশ্চ জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্যাৎ) ততন্ত দক্ষিণহন্তাঙ্গুঠেন দক্ষিণনাসাপুটং ধুত্বা বামনাসাপুটেন বায়ুমাকর্ষয়ন্ নাভিদেশে ব্রহ্মাণং ধ্যায়েন্। নাভে রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমগুলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্থা ধীমহি বিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমূতং ক্র্যা ক্রান্তা ব্রামনা ক্রান্তা বায়াং সংস্কল্পর্য আনিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনা ক্রান্তা বায়াং সংস্কল্পর্য হাদি কেশবং ধ্যায়েৎ) হাদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শন্তাচক্রগদাপদ্যহন্তং গরুড়ারুঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্থা ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচাদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমূতং ব্রহ্ম ভূর্ত্বর

ইহাঁদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই বলিয়া জলবারা শিরোবেফন করিবে। গায়ত্রীর ঋষি বিশামিত্র, ছন্দ গায়ত্রী, সবিতা
(সূর্য্য) :দেবতা প্রাণায়ামে প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই: মন্ত্র
পাঠ পূর্বক পুনর্বার জলবারা শিরোবেস্টন করিবে। গায়ত্রীর শির
তার্থাৎ "আপোজ্যোতী" মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ্র গায়ত্রী,
ব্রহ্ম-বায়ু-অগ্নিও সূর্য্য, এই চারি দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগ হয়।
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্বার জলবারা শিরো বেফন করিবে। তদনন্তর
দক্ষিণ করাঙ্গুপ্তের ঘারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ পূর্বেক বামনাসাপুট
ঘারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে ধ্যান (চিন্তা) করিবে।
নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজ, দক্ষিণ করে রুদ্রাক্ষমালা, বাম
করে কমগুলু, হংসারচ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডল
মধ্যন্থিত তেজের জীবনীভূত স্প্রিস্থিতিপ্রলয়কারিণীশক্তির আধার
স্বরূপ সেই পরম ব্রহ্মকে (শ্রীকৃঞ্চকে) আমি চিন্তা করি। ("জ্যোতি-

यताँ। ( ততোহসুষ্ঠমুভোল্য দিক্ষণনাসাপুটেন বায়ুং
ত্যজন্ ললাটে শভুং ধ্যায়েৎ) ললাটে শেতং দিভুজং
ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং র্ষভারতং
শন্তুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভুঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ সহঃ ওঁ জনঃ
ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্করেণ্যং ভর্মোদেবস্থা
বীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী
রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ মরেঁ।। ১৬২।।

রভ্যন্তরে রূপং পুরুষং শ্যামস্থনরং" অর্থাৎ সেই জ্যোতিশ্ময় সূর্য্য-মণ্ডলাভ্যন্তরে শ্রামস্থনরাকৃতি পুরুষ বিরাজমান।) যিনি জন্ম মৃত্যু ছঃখ প্রভৃতি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি স্বশক্তি-প্রভাবে আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে উন্মুখী করিতেছেন, তিনিই আবার ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, এই সপ্ত লোক ব্যাপিয়া স্বজ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন, ( "জ্যোতিরূপেণ ভগবান্ ") ইত্যাদি বাক্যদারা জানাইতেছেন যে, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই স্বাঙ্গজ্যোতির ক্ষরপে সর্বত্র বিরাজমান।) তিনিই জগতের হেতুভূত জলস্বরূপ ( আপো নারায়ণ প্রোক্তঃ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ; তিনিই মণি পাষাণ প্রভৃতি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ অর্থাৎ জ্যোতিব্রহ্মরূপে সেই ভগবান মণিপায়াণাদিতে বিরাজ-মান এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধী সকলের অন্তরে রসরূপে তিনিই অবস্থিত ( রসো বৈ সঃ ) ইত্যাদি বাক্যে সেই ভগবান্ শ্রীহরিই রসরূপ ব্রহ্ম। তিনিই অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণই মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীটাদি জঙ্গম সমূহের হৃদয়ে চেতনাত্মারূপে বিরাজমান। ("ব্রক্ষেতি প্রমাত্মেতি ভগবানিতি শক্যতে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে, সেই এক অদ্বর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম-আত্মা ও ভগবানরূপে ভাসমান।) তিনিই গুণত্রাতীত পরমবক্ষ; ("হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরং" ইত্যাদি বাক্যদারা জানাইতেছেন যে, হরিই গুণত্রয়াতীত

#### অথ প্রাতরাচ্যনং।

(দক্ষিণহত্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা চাচমনং কুর্যাৎ) দূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্থা ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্চন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ও দূর্য্যশ্চ মা মন্ত্র্যশ্চ মন্ত্র্যশ্চ মন্ত্র্য়শ্চ মন্ত্র্যশ্চ মন্ত্র্যশ্চ মন্ত্র্যশ্চ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রোব্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ শিশ্বা, অহ-স্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহমৃত্যোনো দূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১৬৩॥

পর্মব্রহ্ম।) তিনিই সন্ধ-রজ-তমো গুণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে জগতের স্থাষ্ট স্থিতি ও প্রালয় করিতেছেন। ( "হরি বিরিঞ্জি হরেতি", ইত্যাদি বাক্যে জানাইতেছেন যে, এক সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রাকৃ তির গুণে অধিষ্ঠান পূর্ববক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে ঐ ত্রিবিধ কার্য্য করিতেছেন। রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে মহেশ্ব।) তদনন্তর অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ পূর্ববক वांशूक उन्न कतिरा कतिरा कतिरा कार्य नीरानां भागानां वांगिरा वा চতুতুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়ারা বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ববৰৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়া, তমোগুণে মহেশ্বর পর্য্যন্ত সপ্তব্যাহৃতি যুক্ত ও সশিরক্ষ গায়ত্রীর অর্থ ভাবনা করিবে। তদনস্তর ললাটে শ্বেতবর্ণ-দ্বিভুজ-ত্রিশূল ও ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনয়ন-র্ষারূচ শস্তুকে ধ্যান করিতে করিতে, পূর্বব-বৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে। ১৬২। তদনন্তর প্রাতঃকালের আচমন। দক্ষিণ হস্তে জলগ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ববক जार्गन कतिरव। "मूर्गान्य मा" देखि मरात्रत अवि बन्ता, इन्तः প্রকৃতি, দেবতা জল, ইহাদের আচমনে প্রয়োগ হয়। সূর্য্য ও ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়নিচয় ক্রোধকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ কোন সময় যেন আমার এরূপ ক্রোধ উৎপন্ন

#### व्यथ गधार्शकावमनः।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিছা চাচমনং কুর্য্যাৎ) আপঃ পুনন্ত্রিতি মন্ত্রস্থা বিষ্ণুখা বিরন্থ ইমুপ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্ত পৃথিবীং পৃথী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্ত ব্রহ্মণস্পতির্ব্হ পূতা পুনাতু মাম্। বহুচ্ছিউমভোজ্যঞ্চ যদ্বা হুশ্চরিতং মম। তৎ সর্বাং পুনন্ত মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১৬৪॥

না হয়, যদ্বারা আমি কোন অপকার্য্য করি। পরস্তু আমি নিশা-कारल गन, वाका, रुखवा, भनवा, छेनत ७ लिकवाता यारा কিছু পাপ করিয়াছি, দিবস সেই সমুদায় নষ্ট করুক। অর্থাৎ মনঃ দারা অসচ্চিন্তা, বাক্যদারা অসদালাপ, হস্তদারা অস্পৃষ্ট স্পর্শ, পদদারা অসৎস্থানে গমন, উদরে অভোক্ষ্য পূরণ এবং লিঙ্গদারা অগম্যাগমনরূপ যে সকল পাপ করিয়াছি, দিনপতি সূর্য্য সেই সকল পাপ হইতে আমায় মুক্ত করুন। আমার হৃদয়ে যে কিছু পাপ আছে, ত্মিপ্রিত এই জলকে আমি কৎপদ্মমধ্যস্থিত অমৃত্যোনি (যোনিস্থাদাকরে ভগে তাম্রয়োরিতি মেদিনী) স্বরূপ অগ্নির আধার-ভূত বা কারণস্বরূপ জ্যোতিশ্ময় সূর্য্যে হোম করিলাম; এখন তাহা সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়া যাউক । ১৬৩। অনন্তর মধ্যাহ্নকালের আচমন। উক্তরূপে জল গ্রহণপূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। "আপঃ পুনন্ত্র" ইতি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্ঠুপ্ ও দেবতা জল, ইহাদের আচমনে প্রয়োগ হইয়া থাকে। জল মদীয় পার্থিবদেহকে পবিত্র করুন। দেহ জলে পবিত্র হইয়া জীবাত্মাকে পবিত্র করুন। ( অর্থাৎ জীবাত্মা মায়াশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ববক "আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববিশিষ্ট এবং শ্রীহরির নিত্য দাস" ইহা জানিতে পারুক ) এবং জল জ্ঞানাধিষ্ঠাতা পরমাত্মাকেও পবিত্র করুক। ( অর্থাৎ বিশুদ্ধ করুক, যদ্মারা আমি তাঁহাকে জানিব। ) পর্মাত্মা

#### অথ সায়াহ্হাচমনং।

(দক্ষিণহন্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা চাচমনং কুর্যাৎ) অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্থ রুদ্রেখিষ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্ত্যুশ্চ মন্ত্যুশ্চ পত্য়শ্চ মন্ত্যুক্তেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহা পাপমকার্যং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ শিশ্বা রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহ্মৃত্যোনো সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১৬৫॥

## व्यथः शूनर्याङ्गं नः।

(জলে গায়ত্তীং জপ্তা এতনান্তত্ত্তেগ শিরসি বারত্ত্যং জলং দদ্যাৎ) আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্ত সিন্ধুদীপঋষি-

পবিত্র হইয়া আমার গোচরীভূত হওত আমাকে পবিত্র করুন।
উচ্ছিফ, অভোজ্য, অসদাচরণ ও অসৎপ্রতিগ্রহনিবন্ধন আমার
শরীরে যাহা কিছু পাপ আছে, সেই সকল হইতে জল (জলরূপী
নারায়ণ) আমাকে রক্ষা করুন। এই সমুদায় পাপ মিশ্রিত
সামাল্যোদক সম্পূর্ণভাবে দক্ষ হইয়া যাউক। ১৬৪। অথ সায়াহ্যআচমন। উক্ত প্রকারে জলগ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্র পঠনানস্তর
আচমন করিবে। "অগ্রিশ্চ মা" এই মন্ত্রের ঋষি রুদ্র, ছন্দঃ
প্রাক্তা এবং জল দেবতা, আচমন কার্য্যে ইহাদের প্রয়োগ হইয়া
থাকে। অগ্রি, জোধ, জোধপতি ইন্দ্রিয়গণ জোধরুত পাপ
হইতে আমাকে রক্ষা করুন। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ইন্দ্রিয়জনিত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।) আমি দিবাভাগে মন,
বাক্য, হস্তদ্বয় পদদয়, উদর এবং লিঙ্গদারা যে সমস্ত পাপ করিয়াছি,
আমার সেই পাপ সকল রাত্রি বিনষ্ট করুন। আমার দেহেতে
যে কিছু পাপ আছে, তন্মিশ্রিত এই জলকে আমি অমৃত্যোনি
অর্থাৎ অমৃতনামক হুতাশনস্থিত হদয়স্থ জ্যোতিশ্রয় সত্যে (সত্যং

র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষদে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তম্ম ভাজয়তেহ নঃ। উশতী-রিব মাতরঃ। ওঁ তম্মা অরঙ্গমাম বো যম্ম ক্ষয়ায় জিম্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ১৬৬॥

#### व्यथाचमर्यनः।

(ততো জলগণ্ড্যং নাসিকায়ামারোপ্য অ্যমর্ধণং কুর্ঘ্যাৎ)
ঋতমিত্যক্ত অ্যমর্ধাঋষির কুর্ফ্টু প্ছন্দো ভাবরতো দেবতা
অশ্বনেধাবভূথে বিনিয়োগঃ। ও ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপদো২ধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ।
সমুদ্রাদর্শবাদিধি সংবৎসরোহজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্
বিশ্বস্থা মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসো ধাতা যথা পূর্ব্ব

পরং ধীমহি ) হোম করিলাম, ( অর্থাৎ সত্যরূপ জ্যোতির্মার পরমেশ্বরে অর্পণ করিলাম, ) এক্ষণে তাহা নিঃশেষে দক্ষ হউক।। ১৬৫। অনস্তর পুনর্মার্জ্জন বলিতেছেন। জলে গায়ত্রী জপ করিয়া এই মন্ত্র তিনটার ঘারা মস্তকে তিনবার জল দিবে। পুনর্মার্জ্জন—"আপো হিষ্ঠা" এই মন্ত্রত্রের ঋষি সিন্ধুন্থীপ, গায়ত্রী ছন্দঃ, দেবতা জল, ইহাঁদের; মার্জ্জনে প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে জল! তোমরা অত্যন্ত স্থপদ; এ নিমিত্ত আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহা কমনীয় পরত্রক্ষের সহিত সংযোজিত করিও। হে জল! তোমরা পরম হিতাভিলাষিণী স্নেহময়ী জননীর ত্যায় ইহলোকে পরমমঙ্গলদায়ী নিজ রসের ভাগী করিও। হে জল! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা সেই রসে তৃপ্তি লাভ করি। ১৬৬। অথ অঘমর্ষণ। তদনন্তর এক গণ্ডুষ জল নাসিকার উপর অর্থাৎ নাসিকাসংলগ্ন পূর্ববক অঘমর্ষণ করিবে। "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" এই মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, ছন্দঃ

মকল্লয়ং । দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ। (ইতি পঠিস্বা বামনাসয়া বায়ুমাক্ষ্য দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্গপাপপুরুষেণ সহ তদ্বায়ুং নিঃসার্য্য বামহস্ততলে কল্লিতশিলায়াং পাপপুরুষেণ সহ তজ্জলং নিক্ষিপেং। ইখমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাং। ততঃ করপ্রকালনানন্তরং গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং সূর্য্যায় দদ্যাং। ততঃ সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাং॥ ১৬৭॥

## यूर्यापियानः।

পোতঃ সায়াহ্নচাঞ্জলিবদ্ধা মধ্যাহ্নেচোর্দ্ধবাহুভূ ত্বা ইদং মন্ত্রদ্বয়ং পঠেৎ) উত্নত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ধ ঋষিগায়ত্রী-চ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ও উত্নত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। চিত্রমিত্যস্য কৌৎস্থাষিস্ত্রিষ্ট্রপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যো-

অনুষ্টুপ্, দেবতা ভাবর্ত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইহাঁদের অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (অপর মন্ত্রান্ত্রাদ মার্জ্জনস্থলে দেখিয়া লইবে।) এই মন্ত্র পাঠান্তে বাম নাসিকাদারা বায়ু আকর্ষণ পূর্বক দক্ষিণ নাসিকাদারা অন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ু নিঃসারণ করতঃ বাম হস্ততলে কল্লিত শিলাতে পাপপুরুষের সহিত সেই জলগণ্ডুষ নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার বারত্রয় করিয়া অঘমর্ষণ অর্থাৎ পাপমর্ষণ কার্য্য শেষ সমাধা পূর্বক তদনন্তর কর-প্রক্ষালন করণান্তর গায়ত্রীদারা তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান করিবে। তাহার পর সূর্য্যাপস্থান করিবে। ১৬৭।

সূর্য্য উপস্থান (উপাসনা) বলিতেছেন। প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া এবং মধ্যাহে উদ্ধিবাহু হইয়া এই মন্ত্র তুইটি পাঠ করিবে। "উত্নত্যং" এই মন্ত্রের ঋষিপ্রস্কন, ছন্দঃ গায়ত্রী ও দেবতা সূর্য্য, ইহাঁদের সূর্য্য উপাসনায় প্রয়োজন। জগতের প্রকাশ পশ্বানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবনা-মুদগাদনীকং, চশ্কু-র্মিত্রস্থা বরুণস্থাগ্যেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থান্চ॥ ১৬৮॥

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। ওঁ গুরুভো নমঃ। ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ মৃত্যুবে নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ। ওঁ উপজায় নমঃ। (ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা প্রত্যুপস্থানং কুর্য্যাৎ)॥ ১৬৯॥

অথ গাৰতা আবাহনং। [তত্ৰ কৃতাঞ্জলিঃ]
ত আয়াহি বরদে দেবি ত্ৰ্যক্ষরে ব্ৰহ্মবাদিনি।
গায়ত্ৰিচ্ছন্দসাং মাত্ৰ ক্যযোনি নমোহস্ত তে॥ ১৭০॥
গায়ত্ৰ্যা বিশ্বামিত্ৰ ঋষিগায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ সবিতা
দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ॥ ১৭১॥

নিমিত্ত রশাি সমূহ সেই সূর্য্যদেবকৈ ধারণ করিতেছে। "চিত্রমিত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি কোৎস, ছন্দঃ ত্রিফীপ্, দেবতা সূর্য্য, ইহাঁদের
সূর্য্য উপসনায় প্রয়োজন। মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এই দেবতাত্ররের
চক্ষুস্বরূপ; সকল দেবতার সমন্তি স্বরূপ; স্থাবর জন্সমের আত্মাস্বরূপ, সূর্য্যদেব আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য,
আকাশকে নিজ রশ্মিজাল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ১৬৮।
"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ উপজায় নমঃ" পর্য্যন্ত
সকলকে ঐরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ববক এক এক অঞ্চলি জল প্রদান করিয়া
তর্পণ করিবে। ১৬৯। অনন্তরে কৃতাপ্তলি হইয়া গায়ত্রীর আবাহন
করিবে। হে বরদে! হে দেবি! হে ত্র্যক্ষরময়ি! হে ব্রহ্মাবাদিনি!
হে ছন্দোজননি! হে বেদোন্তবে গায়ত্রি! আগমন কর। তোমাকে
নমস্কার করি। ১৭০। গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী,
সবিতা দেবতা, ইহাঁরা জপ এবং উপনয়ন সময়ে প্রয়োগ হন। ১৭১।

অথ ঋষ্যাদিত্যাস:।

শিরসি-বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ। মুখে-গায়ত্রীচ্ছন্দে নমঃ। হৃদি-সবিত্রে দেবতায়ৈঃ নমঃ॥ ১৭২॥

অথ ষডস্করাসঃ।

ত হাদয়ায় নমঃ। ও ভুঃ শিরদে স্বাহা। ও ভুবঃ
শিথায়ৈ বয়ঢ়। ও স্বঃ কবচায় হ । ও ভূভুবঃ স্বঃ নেত্রতয়য়য়
বোয়ঢ়। ও ভূভুবঃ স্ব করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্তায় ফট্।
(ইত্যঙ্গন্তাসং কৃত্বা তালতয়ং দত্বা দিয়স্বনং কুর্যাচ্চ। ততঃ
কৃত্ম মুদ্রাং বদ্ধা গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ।)॥ ১৭৩॥

তত্ৰ প্ৰাতৰ্ধ্যানং।

ওঁ কুমারীমুগ্নেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ। হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥ ১৭৪॥ মধ্যাক্ ধ্যানং।

ওঁ মধ্যাক্তে বিষ্ণুরূপাঞ্চার্ক্যখং পীতবাসদীম্। যুবতীঞ্চ যজুর্কোদাং সূর্য্যাগুলসংস্থিতাম্॥ ১৭৫॥

অথ খাষ্যাদিত্যাস। "শিরসি বিশামিত্র খাষ্যে নমং" হইতে "হৃদি সবিত্রে দেবতারৈ নমং" পর্যান্ত খায়াদি ত্যাস। ১৭২। অথ ষড়ঙ্গত্যাস। "ওঁ হৃদয়ায় নমং" হইতে "অস্তায় ফট্" পর্যান্ত ষড়ঙ্গত্যাস। এইরপে ষড়ঙ্গত্যাস করিয়া তালত্রয় প্রদানানন্তর দিখন্দন করিবে। তদনন্তর কূর্ময়ুদ্রা ( বামকরের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ করের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণ করের তর্জ্জনীতে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ সংযোজিত পূর্বক দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত এবং বামকরের মধ্যমা প্রভৃতি অঙ্গুলি দক্ষিণ করের ক্রোড়িল্দেশে সংযোজিত করিবে। তাহার পর দক্ষিণ করের মধ্যমা ও তানামিকা বামকরের মূলদেশে অধােমুথে স্থাপনানন্তর করের উপরিভাগ কূর্ম্ম পৃষ্ঠের তাায় করিলেই কূর্ময়ুদ্রা হয়) বদ্ধ হইয়া গায়ত্রীর ধাান করিবে। ১৭৩। তত্র গায়ত্রীর প্রাতঃকালের ধ্যান। কুমারী, খায়েদয়ুতা, ব্রক্ষরূপা, মরালোপরি অবস্থিতা, কুশহন্তা ও সূর্য্যমণ্ডল-

#### मायांक धानिक।

ওঁ সায়াকে শিবরূপাঞ্চ র্দ্ধাং ব্যতবাহিনীম্। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্॥

(প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সরস্বতীং ধ্যায়ন্, প্রাতরুত্তানকরো মধ্যাত্নে তির্যুক্করঃ সায়ঞ্চাধোমুখকরঃ ভূত্বা গায়ত্রীং জপেৎ। জপস্থ সংখ্যা দশধা,
সমর্থন্চেৎ শতধা সহস্রধা বা। দশধা জপে দক্ষিণহস্তাঙ্গুর্ছেন
যথাক্রমং অনামিকায়ামধ্যং মূলং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়া মূল মধোহণ্ডাপর্ব্ব, অনামিকায়া মধ্যমায়াশ্চাগ্রপর্ব্ব, তর্জ্জন্থগ্র মধ্যমূলপর্বব
চোপম্পৃষ্ঠশ্য জপসংখ্যাং কুর্য্যাৎ। শতধা জপে দক্ষিণকরেণোক্ত ক্রমেণেকবার জপং সমাপ্য বামকরেণোক্তক্রমেণেকৈক
পর্ব্বণাসংখ্যাং রক্ষেৎ।) ও ভূত্বিঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্ববরেণ্যং
ভর্মেণি দেবস্থ ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ১৭৬।।

স্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে। ১৭৪। গায়ত্রীর মধ্যাহুকালের ধ্যান। মধ্যাছে যুবতী, যজুর্বেবদযুতা, চতুর্ভু জা, বিষ্ণুস্বরূপিনী, গরুড়োপরি অবস্থিতা, পীতাম্বর পরিধানা, রবিমণ্ডলস্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে। ১৭৫। গায়ত্রীর সায়াহ্নকালের ধ্যান। সায়াহ্নে বৃদ্ধা, সামবেদধারিণী, শিবরূপা, বুষোপরি অবস্থিতা, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে। প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী ও সায়াহ্নে: সরস্বতীরূপা গায়ত্রীকে ধ্যান করিতে করিতে প্রাতঃকালে উত্তান করে (চিৎকরে), মধ্যাহ্নে তির্যুক্ করে (আরুঞ্জিত করে) এবং সায়াহ্নে অধ্যমুখ করে গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। জপের সংখ্যা দশবার, যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে শতবার বা সহস্রবার জপ করিবে। দশবার জপে দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুঠ দারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্বব, কনিষ্ঠার মূল মধ্য ও অগ্রপ্রবর্ব, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রপ্রবর্ব এবং তর্জ্জনীর অগ্র-মধ্য

ওঁ মহেশ বদনোৎপন্না বিষ্ণোহ্ন দিয় সম্ভবা।
বিষ্ণাহ্ন সমস্ক্রতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া।।
(এতন্ মন্ত্রেণৈকাঞ্জলি জলং দত্বা গায়ত্রীং বিদর্জ্জয়েৎ)।।১৭৭।
অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রো প্রীয়েতাম্।
ওঁ আদিত্য শুক্রাভ্যাং নমঃ।।
(ইতি পঠিত্বেকাঞ্জলি জলং দদ্যাৎ)। ১৭৮॥
অথ আত্মরক্ষা।

(দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণশ্রবণস্থা পৃষ্ঠদেশ স্পৃষ্ঠ্য) জাত-বেদস ইত্যস্থা কাশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্ঠু প্ছন্দোহগ্নিদেরতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে স্থনবাম সোম, মরাতীয়তো নিদহাতি। বেদঃ স নঃ পরিষদতি তুর্গাণি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং তুরিতাত্যগ্রিঃ। (ইত্যুচ্চার্য্য শিরসি জলং দদ্যাৎ)॥ ১৭৯॥

মূল পর্বব স্পর্শ পূর্ববক সংখ্যা রক্ষা করিবে। শতবার জপে, দক্ষিণ করে ঐ প্রকার একবার জপ সম্পূর্ণ হইলে, বামকরে ঐরপ ক্রমে একটি একটি পর্বেব জপ সংখ্যা রাখিবে। গায়ত্রী। স্বর্গ-মর্ত্যু-আকাশরপ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যস্বরূপ এবং জন্ম-মৃত্যু-তুঃখাদি বিনাশ নিমিত্ত উপাসনীয় সূর্য্যমণ্ডলমধ্যন্থিত তেজের জীবনী-ভূত স্প্তি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তির আধারভূত সেই সর্ববাস্তর্যামি পরমত্রন্ধ ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা করি। যিনি আমাদের বৃদ্ধির্ত্তিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন। (বিস্তার অর্থ স্মান প্রকরণে করা হইয়াছে।)। ১৭৬। হে দেবি গায়ত্রি! তুমি মহেশের বদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। ত্রন্ধা তোমায় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে প্রস্থান কর। এই মন্ত্রন্ধারা একাঞ্জলি জল প্রদান পূর্ববক গায়ত্রীকে বিসর্জ্জন করিবে। ১৭৭। এই রূপে ভগবান্ আদিত্য এবং শুক্র প্রীত হউন। আদিত্য ও শুক্রকে নমস্কার করি। এইটি পাঠ করিয়া এক সঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৭৮।

## অথ কুদোপস্থানং। [ কুতাঞ্জলিভূ হা ]

খতিনিত্য কালাগিকদ খবিরমুফী প্ছন্দো কদোদেবতা কদোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ খতং সত্যং পরং ব্রহ্ম, পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। উদ্ধিলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো-নমঃ॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ অদ্যো নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদোয় নমঃ॥ (ইত্যনেন মন্ত্রেণৈকৈকাঞ্জলি জলমর্পয়েৎ)॥ ১৮০॥

অনন্তর আত্মরক্ষার বিষয় বলিতেছেন। দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ দারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া,—"জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ছন্দঃ ত্রিফীপু, অগ্নিদেবতা, ইহাঁরা আত্মরকার নিমিত্ত জপে প্রয়োগ হন। আমরা অগ্নির প্রীতির জন্ম সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি; থেহেতু অগ্নি আমাদিগের অহিত সকল ভস্ম করেন। বেদকে আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেন। যে বেদজ্ঞান দারা আমরা সেই শ্রামস্থন্দরাকৃতি শ্রীহরিকে জানিতে পারি। নৌকা দারা যেমন নদী পার হয়, সেইরূপ এই জগৎ অগ্নি কর্তৃক পাপরাশি সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকে। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ববক স্বমস্তকে জল প্রদান করিবে। ১৭৯। অনস্তর রুদ্রোপস্থান অর্থাৎ রুদ্রোপাসনা বলি-তেছেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ঋতমিত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি কালাগ্লিরুদ্র, ছনঃ অনুষ্ঠুপ্, রুদ্র দেবতা, ইহারা রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়েন। যিনি ঋত, অর্থাৎ একাক্ষর স্বরূপ—সত্য, অর্থাৎ অনন্তজ্ঞান স্বরূপ পরমত্রন্ধ, যিনি কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী অথবা চৈত্যক্রপ ভগবান্, উদ্ধলিঙ্গ অর্থাৎ উপরে যাঁহার স্থান, বিরূপাক্ষ (সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি) এই বিশেষরূপ যাঁহার নয়ন, সেই বিশরূপ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। প্রণাম করি। ব্রহ্মা, জল, জলাধি-পতি বরুণ, বিষ্ণু ও রুদ্রকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ১৮০।

#### অথ সূর্যার্ঘঃ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাসতে বিষ্ণুতেজদে। জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্মানায়িনে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। (ইত্যানেন মন্ত্রেণ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যং ভদভাবে বা জলং দদ্যাৎ)॥ ১৮১॥

व्यथं स्या व्यवामः।

ওঁ জবাকুস্থমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাচ্যতিম্। ধ্বান্তারিং সর্কাপাপত্মং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্। (ইতি মন্ত্রেণ শ্রীসূর্য্যং প্রণমেৎ)॥ ১৮২॥ অথ প্রার্থনা।

ওঁ যদক্ষরং পরিভাষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ববং ত্বৎপ্রসাদাৎ স্থরেশ্বরি।
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ গণ্ড্রিকং জলং পরিত্যজেৎ)॥১৮৩॥
ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ॥ ১৮৪॥

অথ সূর্যার্ঘ্য প্রদান বলিভেছেন। হে ব্রহ্মস্থরূপ সবিতু দেব! তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান, তুমিই বিষ্ণুতেজস্বরূপ, জগতের কর্ত্তা, গবিত্র স্বরূপ এবং সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তোমাকে নমস্কার করি। এই অর্ঘ্য শ্রীসূর্য্যকে অর্পন করিলাম। এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য, তাহার অভাবে জল প্রদান করিবে। ১৮১। অথ সূর্য্যের প্রণাম। জবাকুস্থমের সদৃশ রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অত্যন্ত দীপ্তিমান, অন্ধকার বিনাশী ও সর্বর্গাপপ্রণাশক দিবাকরকে প্রণাম করি। এই মন্ত্র দারা শ্রীসূর্য্যকে প্রণাম করিবে। ১৮২। তদনস্তর প্রার্থনা। হে দেবি গায়ত্রি! তুমি শ্রীভগবানের শক্তিরূপা, অতএব করুণাময়ী; সেই নিমিত্ত তোমার সন্ধিধানে এই প্রার্থনা যে, যদি এই সন্ধ্যোপাসনায় কোন অক্ষরের উচ্চারণ না করিয়া থাকি ও যদি কোন মাত্রার উচ্চারণ না হইয়া থাকে, হে স্থ্রেশ্বরি গায়ত্রি! তদীয় প্রস্ক্রতায় সেই সমুদায় সম্পূর্ণ হউক। ১৮৩। এই সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগ

व्यथ मक्तां याः कानिर्वे सः।

পূর্বাপরে তথা সন্ধ্যে স নক্ষত্রে প্রকীর্তিতে। সম সূর্য্যে২পিমধ্যাহ্নে মুহুর্ত্তে সপ্তমোপরি॥

व्यथं मन्त्रां सांखार वर्षा श्वां शासा ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মারুতামিম্মা নক্ষত্রাণামহংশশী॥
বেদানাং সামবেদোহিম্মা দেবানামিম্মিবাসবঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাম্মি ভূতানামিম্মা চেতনা।
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাম্মি বিত্রেশা যক্ষরক্ষাং।
বস্নাং পাবকশ্চাম্মি মেরুঃ শিথরিণামহং।
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।
দেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামিম্মিসাগরঃ।

সমাপ্ত হইল। অন্তর সন্ধ্যার কালনির্ণয়। গগনমণ্ডলে যে সময় ছই একটি নক্ষত্র দেখা যায়, সেই সময় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। দিবসের অফম মুহূর্ত্ত যখন সূর্য্য আকাশের মধ্য-স্থলে থাকেন, তখনই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল। অনন্তর সন্ধ্যার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। ১৮৪। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্মর বস্তু সকলের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীটি, নক্ষত্র সকলের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র, বেদ সমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে আমি মন, ভূত নিচয়ের মধ্যে আমি চেতনা অর্থাৎ জ্যানশক্তি, রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষস সকলের মধ্যে আমি বিত্তেশ কুবের, বস্থদিগের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্নবত সকলের মধ্যে আমি বিতেশ কুবের, বস্থদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক ও জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর। মহর্ষিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি ওঙ্কার, যজ্ঞ

মহর্বীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণোযাদসামহং।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃসংযমতামহং।
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শদ্রভৃতামহং।
অক্ষরাণামকারোহস্মিদ্ধশং সামাসিকস্মচ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।
বৃহৎসামতথাসাস্মাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহং।
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্রন।
ন তদন্তি বিনা যৎস্থান্ময়াভূতং চরাচরং।
নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।

সকলের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, স্থাবর সমূহের মধ্যে আমি হিমালয়, নাগদিগের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ড-প্রদাতাগণের মধ্যে আমি যম, বেগবান ও পবিত্রকারীর মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি পরশুরাম, অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দক্ষমাস, সংহারকারীদিগের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র, স্রন্থা সকলের মধ্যে আমি ব্রহা, সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম, ছন্দ সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী, সর্বভূতের প্ররোহ কারণ বীজই আমি, যেহেতু চরাচর বিশ্বমধ্যে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ববক কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। হে পরস্তুপ! মদীয় দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। আমার অসম্বা বিভূতির উদ্দেশ মাত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ঐর্থ্যান্থিত সম্পতিযুক্ত, বল-প্রভাব প্রভৃতির আধিক্যযুক্ত যত বস্ত আছে, সে সমস্তই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই মদীয় শক্তিলেশ দারা সম্ভূত। হে অর্জ্কন! চিচিচিদাত্বক হর বিরিঞ্চি প্রমুখাবধি সমস্ত জগৎ আমি, আমার

এষভূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।

যদযদ্বিভূতিমৎ সন্তং শ্রীমদূর্জ্বিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্থং মম তেজাহংশসম্ভবঃ।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্বাতেন তবার্জ্বন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎস্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১৮৫॥

ইত্যাদীশ্বরবাক্যেন সন্ধ্যা তদ্বিভূতির্মতা।

তত্মাদ্বৈষ্ণববিপ্রাণামুপাস্থা হি সতাং মতং॥ ১৮৬॥

সন্ধ্যা ভূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।

দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপেঃ প্রমূচ্যতে॥ ১৮৭॥

ত্রান্দণা বৈষ্ণবাঃ সর্বেন ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ।

উপাসন্তে যতঃ সন্ধ্যাং হরেঃশক্ত্যাদিরূপিণীং॥ ১৮৮॥

অথ কৃষ্ণসন্ধ্যা।

কৃষা তু বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃষ্ণসন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥১৮৯॥

একমাত্র প্রকৃতিতে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অধিষ্ঠান বা ঈক্ষণপূর্বক স্থান্তি, পালন, ধারণ এবং অবস্থান করিতেছি। ফলিতার্থ এই যে, আমি নিজ বিভূতি সকলের দ্বারা বিশ্বস্ফ্যাদি সমস্তই করিয়া থাকি। আমার বিভূতির অন্ত নাই। আর আমার প্রকৃতি সর্বকশক্তিবিশিষ্ট। তোমার নিকট মদ্বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। ১৮৫। ইত্যাদি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যদ্বারা সন্ধ্যা যে তদীয় বিভূতি, তাহা নিশ্চয় হইয়ছে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের সন্ধ্যা উপাস্থা, তাহাতে কোন সংশয় নাই, ইহাই বিদ্বান্দিগের মত। ১৮৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূত্যাদি পর্য্যালোচনা পূর্বক যোগীযাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন; তদ্বারা দীর্ঘায়ুলাভ করেন ও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। ১৮৭। ব্রাহ্মণমাত্রই বৈষ্ণব, তাঁহারা শৈব বা শাক্ত নহেন; যেহেতু হরির শক্ত্যাদিরূপিণী সন্ধ্যাকে উপাসনা (ভজনা)

শ্রীগোবিনাং হরিং নত্বা কৃষ্ণসন্ধ্যাং সমাচরেৎ। সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহে কৃষ্ণং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ॥ ১৯০॥ অথ সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ।

তত্রাদে সামান্যাচমনং সমাপ্য জলে ত্রিকোণমণ্ডলং কুত্বা তত্র গঙ্গে চ যমুনে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মূলেন কুশেন ত্রিবারং ভূমো জলং নিক্ষিপ্য তজ্জলেন সপ্তধা মূর্দ্ধানমভিষিঞ্চেং। ততঃ মস্তকে "ল্লী" গোপীজনায়", ললাটে "বিদ্মহে", চক্ষুর্ব য়ে "গোপীজনায়" বাহুদ্বয়ে "ধীমহি" পদ্বয়ে "তন্নঃকুষ্ণঃ" সর্বাঙ্গে "প্রচোদয়াহ", ইতি ক্রমেণ পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বা ষড়ঙ্গন্যাসং কুত্বা বামহস্তে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য হং যং বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদকবিন্দুভিস্তত্ত্ব মুদ্রয়া মূর্দ্ধি, সপ্তধাভ্যুক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণহস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্বা ইড়্য়াকৃষ্য দেহান্তঃ পাপং প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং

করেন। ১৮৮। অথ কৃষ্ণ সন্ধা। অগ্রে বৈদিকী সন্ধা করিয়া তৎপরে কৃষ্ণসন্ধা করিবে। ১৮৯। শ্রীগোবিন্দ হরিকে নমস্কার পূর্ববক কৃষ্ণসন্ধ্যাচরণ করিবে এবং সায়ং-প্রাতঃ-মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিবে। ১৯০। সন্ধ্যাপ্রয়োগ বলিতেছেন। প্রথমে সামান্তরূপে আচমন করতঃ জলে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া, মণ্ডলমধ্যস্থ জলে "গঙ্গেচ" ইত্যাদি মন্ত্রনারা তীর্থ আবাহন পূর্ববক মূলমন্ত্রে কুশ্বারা তিনবার ভূমিতে জলনিক্ষেপ পূর্ববক সেই জল সাতবার মস্তকে অভিষেচন করিবে। তদনস্তর মস্তকে "র্নাঁ গোপীজনায়" ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা পূর্ববিভ্নিত্র মন্ত্র মন্তর্কে "হং" ইত্যাদি মন্ত্র বারহস্তে জল রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দারা আচ্ছাদন পূর্ববক "হং" ইত্যাদি মন্ত্র বারত্র উচ্চারণ করতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে করিগোলিতাদক জলবিন্দু সকল তত্ত্বমুদ্রা দারা (দক্ষিণকর অধ্যোমুখ করিয়া অনামিকার অগ্রভাগে অস্তুষ্ঠ সংযোগ করিলেই তত্ত্বমুদ্রা হয়)

তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরেচ্য পুরঃ কল্পিতবজ্জশিলায়াং ফড়িতিমন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং ক্মিপেদিত্যঘমর্ষণং। ততা হস্তং প্রকাল্যাচম্য ব্রী হং সঃ ইদমর্ঘ্যং
শিলায়ার স্বাহা ও য়ণিসূর্য্য আদিত্য ইতিমন্ত্রেণ বা সূর্য্যয়ার্য্যং
দদ্যাৎ। ততঃ ও সূর্যমন্তলস্থায়ে শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ে ইদমর্য্যং
স্বাহা। (অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রিনিবেদয়েদিতি
কেচিৎ) তদ্গায়ত্র্যা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য, তর্পণং কুর্য্যাৎ।
ও দেবাংস্তর্পয়ামি। ও ঝ্রমীংস্তর্পয়ামি। ও পরিপর্ভরুৎ
তর্পয়ামি। ও পরমন্তর্কং তর্পয়ামি। ও পরাপরভরুৎ
তর্পয়ামি। ও পরমন্তর্কং তর্পয়ামি। ও নারদং তর্পয়ামি।
ও পর্বতং তর্পয়ামি। ও জিয়ুং তর্পয়ামি। ও নিশ্বচং
তর্পয়ামি। ও উদ্ধবং তর্পয়ামি। ও দারুকং তর্পয়ামি।

সপ্তবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ (অভিষেচন) করিয়া শেষ জল দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্বক তেজোরূপ ধ্যানকরতঃ ঐ জল "ইড্য়া" অর্থাৎ
বামনাসা দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক দেহমধ্যগত পাপপ্রক্ষালন করিয়া,
সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ চিন্তাকরতঃ "পিঙ্গলয়া" অর্থাৎ
দক্ষিণনাসা দ্বারা বিরেচনপূর্বক সম্মুখে কল্লিত বজ্ঞশিলাতে "ফ্ট্"
এই মন্ত্রে পাপপুরুষরূপ সেই জল ক্ষেপণ করিবে, ইহাকেই অঘমর্ষণ
বলে। তদনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক আচমন করিয়া "গ্রাঁ" ইত্যাদি
অথবা "ওঁ ঘৃণি" ইত্যাদি মন্ত্রবারা শ্রীসূর্য্যদেবকে কেবলমাত্র নীর
দ্বারা অর্য্য প্রদান করিবে। তাহার পর "ওঁ সূর্য্যমন্ডলস্থায়ে" ইত্যাদি
মন্ত্রে অথবা শ্রীগোপাল গায়ত্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর
তদ্গায়ত্রী পাঠপূর্বক তিনবার জল দিয়া তর্পণ করিবে। "ওঁ
দেবাংস্তর্পয়ামি" হইতে আরম্ভ কবিয়া "ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি" পর্য্যম্ভ
প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিয়া, তদনন্তর্ব
মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি। ততা মূলমুচ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ ইতি ত্রিস্তর্পয়েৎ। ততা
গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ। ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং
স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিনধরাং ত্রাক্ষীং ধ্যায়েতারকিতেম্বরে॥ ১৯১॥
মধ্যাক্তে। ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহাং শভাচক্রলসৎকরাং।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং॥ ১৯২॥

(সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ)
ত শুক্লাংশুক্লাম্বরধরাং র্ষাসনক্তাশ্রয়াং।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ১৯৩॥
ইতি ধ্যাম্বা গায়ত্রীং শতধা দশধা বা জপেৎ। ক্লী
গোপাজনায় বিদ্মহে, গোপাজনায় ধীমহি, তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচো-

তর্পণ করিবে। তাহার পর গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে। প্রাত্তঃকালের ধ্যান। উদয়কালীন সূর্য্যের ত্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বামকরে বেদপুস্তক ও দক্ষিণকরে জপমালাধারিণী, কৃষ্ণাজিনবিধারিণী, তারকিতাম্বরা ব্রাহ্মীশক্তিকে ধ্যান করিবে। ১৯১। মধ্যাহ্নকালের ধ্যান। শ্যামবর্ণা, চতুর্ভু জা, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধারিণী, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া দেবীকে ধ্যান করিবে। ১৯২। সায়ংকালের ধ্যান। সায়ংকালে বরদা, গায়ত্রীরূপা, শেতবর্ণা, শেতাম্বরপরিধানা, ব্যারুড়া, ত্রিনেত্রা, বর-পাশ-শূল ও নৃকরোটিকা অর্থাৎ নরভাগ্যফলধারিণী, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যম্থা দেবীকে ধ্যান করিবে। ১৯৩। এইমত ধ্যান করিয়া গোপাল গায়ত্রী ১০০ শতবার বা ১০ দশবার জপ করিবে। "ক্রী" গোপীজনায়" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রচোদয়াৎ" পর্য্যস্ত গোপাল গায়ত্রী। ঐ গায়ত্রীর অর্থ এই—লকার হইতে পৃথিবীর, ককার হইতে জলের, ঈকার হইতে অগ্নির, নাদ হইতে বায়ুর এবং বিন্দু হইতে আকাশের উৎপত্তি। ক-ল ঈ-ঁ-এই পাঁচ মিলিত হইয়া ক্রী বীজ বা শক্ষ

দয়াৎ। (ইতি শ্রীমদ্গোপালগায়ত্রী) ততো মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রাজক্রীড়ারতং শ্রীকৃষ্ণং বিভাব্য প্রাণায়াম-ত্রয়ং কৃষা উৎক্রিপ্তভুজো মূলমন্ত্রং গায়ত্রীং বা শতধা দশধা বা জপেৎ। ও গুহাতিগুহুগোপ্তা দ্বং গৃহাণাম্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব দ্বং প্রসাদাৎ স্থরেশ্বর। ইতি মন্ত্রেণ শ্রীকৃষ্ণস্থ দক্ষিণকরে জপং সমর্প্য, প্রাণায়ামং কৃষা, ও শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব, ইতি সংহারমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ ইষ্টদেবং

নিষ্পান্ন হইয়াছে, উহাকেই কামবীজ কহে। অথবা ঐ কামবীজ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। "কামগায়ত্রী মন্তরূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ" ইত্যাদি শ্রীচৈতগুচরিতামৃত, এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী ও শ্রীবিশ্ব-নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত বীজার্থ প্রকাশিকা বা দীপিকায় কামবীজ কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া সপ্রমাণ লিখিত হইয়াছে। কাহার কাহার মতে "ককারো ভগবান্ কৃষ্ণ ঈকারঃ প্রকৃতি রাধা।" অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের অভিন্ন রূপই কামবীজ। এই সকল অভিপ্রায় গায়ত্রীদ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। "গোপীজনায় বিদ্নাহে" অর্থাৎ আমরা সেই গোপী-জনকে অবগত হই। "গোপীজনায় ধীমহি" অর্থাৎ গোপীজনকে ধ্যান করি। "তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ" অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে পরমতত্ত্ব (তদীয় প্রেম) প্রেরণ করুন, ইহাই গোপাল গায়ত্রীর মর্মার্থ। তদনন্তর মূলমন্ত্র জপ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ রাজক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনাপূর্ববক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী শতবার বা দশবার জপ করিবে। হে দেব! হে দেবেশর! আপনি গুহা অর্থাৎ হৃদয়ের বস্তু, একারণ গোপনীয়, এবং অতি গুহুবিষয়েরও রক্ষাকারী। অতএব আমার কৃত গোপনীয় জপ গ্রহণ করুন। আপনার প্রসাদে আমার সিদ্ধি-লাভ হউক। (তোমার শ্রীচরণসেবাই আমার সিদ্ধি ইত্যাদি অভি-প্রায়) এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ পূর্ববক প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ ত্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব" এই বলিয়া সংহার মূদ্রায় (বামহস্ত

স্বহৃদয়মানীয় ধ্যাত্বা তীর্থং প্রণমেৎ। জাহ্নবীং যমুনাং সিস্কুং গোদাবরীং সরস্বতীং। প্রভাসং পুষ্ণরাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং॥ ইতি কৃষ্ণসন্ধ্যা॥ ১৯৪॥

হবিষাশ্মো জলে পুল্পৈর্যানেন হৃদয়ে হরিং।
অর্চন্তি সূরয়ে। নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে।
সূর্য্যে চাল্ডার্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ॥ ১৯৫॥
ন কুর্যাদযদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্রয়াং।
সন্ধ্যাত্রয়ং যথা কুর্যাদ্রান্ধণো বিধিপূর্বকং।
তান্ত্রোক্তবিধিপূর্বনন্ত শূদ্রং সন্ধ্যাং সমাচরেং।
সংক্রেপসন্ধ্যামথবা কুর্যান্মন্ত্রী হৃশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাক্তে দেবং ধ্যাত্রা মনুং জপেং।
সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্ত গায়ত্রীং দশধা জপেং॥ ১৯৬॥

অধোমুখে রক্ষাপূর্ববক তত্নপরে দক্ষিণহস্ত (উতান) চিৎ করিয়া রক্ষা করিবে, পরে বামকরের অঙ্গুলি সমূহের মধ্যে মধ্যে দক্ষিণকরের অঙ্গুলি সকল প্রবেশ করাইয়া, উভয়করের অঙ্গুলি বাঁকাইয়া পর-স্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মোড়া দিয়া বক্ষের নিকট ঘুরাইয়া আনিয়া উভয় তর্জ্জনী একবারে নির্গত করিবে, ইহাকেই সংহারমুদ্রা কহে।) সূর্য্যমণ্ডল হইতে ইন্টদেবকে নিজ হৃদয়ে আনয়ন পূর্ববক তদীয় ধ্যান করতঃ তীর্থকে প্রণাম করিবে। জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী, প্রভাস ও পুক্ষর প্রভৃতি তীর্থ সকলকে স্মানকালে আমি নমস্কার করি, এই কৃষ্ণসন্ধ্যা। ১৯৪। পণ্ডিত সকল অগ্রিতে ঘৃত দারা, জলমধ্যে পুস্প দারা, হৃদয় মধ্যে ধ্যান দারা ও রবিমণ্ডলে জপদারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবেন। সূর্য্যমণ্ডলে অর্চনা শ্রেষ্ঠ এবং জলমধ্যে জলাদি দারা অর্চনা করাই কর্ত্ত্ব্য। ১৯৫। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত সন্ধ্যানুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি দীক্ষা ফল লাভ করিতে পারে না। ত্রাক্ষণ বিধিপূর্ববক প্রাতঃ,

### व्यथ दिरमघरठा मिवानि उर्भनः।

ত্তাদো আচমনং কৃত্বা প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ।) ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্মেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবিদ্ধিহ॥ ১৯৭॥ স্বাপেবীতী পূর্কাভিমুখঃ দেবতর্পণং কুর্যাং।

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রজাপতিস্প্যতাং। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন

মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে তিনবার সন্ধ্যা করিবেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সন্ধ্যা করিবেন। শুদ্র তন্ত্রোক্ত বিধিপূর্ববক কেবলমাত্র তান্ত্রিক সন্ধ্যা (কৃষ্ণসন্ধ্যা) করিবে। উভয় প্রকার সন্ধ্যাচরণে অশক্ত হইলে, সকলেই সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবেন। সংক্ষেপ সন্ধ্যা এই—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে একুষ্ণকে ধ্যান कतिया मूलमञ्ज जभ कतिरव। निर्फिक्षेकारल मन्ना। ना कतिरलहे সন্ধ্যা পতিত হইয়া থাকেন। সন্ধ্যা পতিত হইলে দ্বিজগণ দশবার ব্রহ্মগায়ত্রী এবং তদিতর ব্যক্তিগণ দশবার কৃষ্ণগায়ত্রী জপপূর্ববক কৃষ্ণসন্ধ্যা করিবেন। ( দ্বিজগণও কৃষ্ণগায়ত্রী জপ করিতে পারেন। চতুর্বর্ণ বৈষ্ণবিশাত্রেরই কৃষ্ণ-গায়ত্রীতে অধিকার আছে। ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে বর্ণাদির বিচার নাই )! ১৯৬। অথ বিশেষরূপ দেবতা প্রভৃতির তর্পণ বলিতেছেন। অগ্রে আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতী (সভাবতঃ যে প্রকার যজ্ঞোপবীত ধারণ করা যায়, তাহার বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ ক্ষরের উপর হইতে বামপার্শ্ব দিয়া লম্বমান যজ্জো-পবীতকে প্রাচীনাবীতী বলা যায়) হইয়া দক্ষিণাভিমুখে করযোড়ে "ওঁ কুরুক্তেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে, অর্থাৎ কুরুক্তেত্র, গ্য়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থসকল তর্পণকালে আগমন করুন্। ১৯৭। তদনন্তর উপবীতী হইয়া অর্থাৎ সচরাচর যজ্গেপবীত যে ভাবে রাখা যায়, সেইভাবে রাখিয়াই দেবতীর্থ দারা (অঙ্গুলী সকলের অগ্রভাগকে দেবতীর্থ কছে) পূর্ববাভিমুখ

প্রত্যেকেন জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ) ওঁ দেবা যক্ষান্তথানাগা গদ্ধর্কাপ্রস্নাহস্থরাঃ। জুরাঃ সর্পা স্থপর্ণান্চ তরবো জিন্মাগাঃ থগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে
জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে
সলিলং ময়া। (ইতি মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং
দদ্যাৎ)॥ ১৯৮॥

অথ নিবীতীপশ্চিমাভিম্থঃ মনুষ্তপ্ৰণং কুৰ্য্যাং।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চা-স্থারিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্বেতে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দ-ভেনামুনা সদা। (ইতি মন্ত্রং বারদ্বয়ং পঠিস্থা কায়তীর্থেন জোড়াভিমুখেন জলাঞ্জলিদ্বয়ং দদ্যাৎ)॥ ১৯৯॥

হইরা দেবতর্পণ করিবে। "ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং" পর্যান্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তদনন্তর "ওঁ দেবাযক্ষান্তথানাগা" হইতে আরম্ভ করিয়া, "দীয়তে সলিলং ময়া" পর্যান্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ দেবতীর্থ দারা পূর্বমুখে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। "দেবাযক্ষাং" ইত্যাদি শ্লোকার্থ এই—দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরা সকল, নির্দয় প্রাণী সকল, স্থপর্ণ সকল, তরু সকল, বক্রগামী জীবসকল, পক্ষীসকল, বিভাধরগণ, জলাধার মেঘগণ, গগনচারীগণ, নিরাহারজীবগণ এবং পাপকর্ম্মরত প্রাণীগণ, আমি তাহাদের তৃপ্তিজন্ত এই জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। ১৯৮। অনন্তর নিবীতী হইয়া (যজ্ঞোপবীতকে মাল্যবং ধারণ করার নাম নিবীতী) পশ্চিমাতিমুখে মনুষ্য তর্পণ করিবে। "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ" হইতে আরম্ভ করিয়া "মদ্দত্তেনামুনা সদা" পর্যান্ত মন্ত্র ভূইবার পাঠপূর্ববক কায়তীর্থ দারা (কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ কায়তীর্থ) ক্রোড়াভিমুখে ছুই অঞ্জলি জল দিবে। "সনকশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই—সনক, সনন্দ,

# অথোপবীতী পূর্লাভিমুখঃ ঋষিতর্পণং কুর্য্যাৎ।

ওঁ মরীচিন্তৃপ্যতাং। ওঁ অত্রিন্তৃপ্যতাং। ওঁ অঙ্গরা-স্থাতাং। ওঁ পুলস্তান্ত্প্যতাং। ওঁ পুলহন্তৃপ্যতাং। ওঁ ক্রুন্তৃপ্যতাং। ওঁ প্রচেতান্তৃপ্যতাং। ওঁ বশিষ্ঠন্তৃপ্যতাং। ওঁ ভ্রুন্তৃপ্যতাং। ওঁ নারদন্তৃপ্যতাং। (ইত্যনেন মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন দেবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ)॥ ২০০॥ অথ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ দিব্যপিত্তর্পণং কুর্যাং।

ওঁ অগ্নিষাতাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সভিলগঙ্গোদকং
তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ সোম্যাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সভিল
গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ হবিশ্বভঃ পিতরস্থান্তামেতৎ
সভিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ স্বকালিনঃ পিতরস্থান্তা
মেতৎ সভিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ বহিষদঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সভিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ওঁ আজ্যপাঃ
পিতরস্থান্তামেতৎ সভিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(ইত্যানেন মন্ত্রেণ প্রত্যাকেন পিতৃতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং
দদ্যাৎ॥ ২০১॥)

সনাতন, কপিল, আস্থারি, বোঢ়ুও পঞ্চশিথ ইহাঁরা মৎপ্রদন্ত জল দারা তৃপ্তিলাভ করুন। ১৯৯। অনন্তর উপবীতী হইয়া পূর্ববিভিম্বথে ঋষিতর্পণ করিবে। "ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং" পর্যান্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রত্যেককে দেবতীর্থ দারা এক এক অঞ্জলি জল অর্পণ করিবে। ২০০। অনন্তর প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্জোপবীত বিপরীত ক্রুমে ধারণ পূর্ববক দিক্টিণাভিমুখে দিব্যপিতৃতর্পণ করিবে। "ওঁ অগ্নিম্বান্তাঃ পিতর স্থান্তাংশেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যস্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যস্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা", প্র্যান্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও

অগ্নিষাতান্তথা সৌম্যা বহিষন্তন্তথোত্মপাঃ। কব্যানলো-বহিষদন্তথাচৈবাজ্যপাঃ পুনঃ॥ ইতি কচিৎ পাঠঃ। অথ যমতর্পণং কুর্যাৎ।

ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। ওড়ুম্বরায় দগ্গায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। রকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। (ইতি মন্ত্রং বারত্রয়ং পঠিতা জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ॥ ২০২॥)

অথ বদ্ধাঞ্জলিভূ হা আবাহনং কুর্য্যাৎ।

ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহুন্তুপোইঞ্জলিং॥ ২০৩॥ অথ পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ণুরে । অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তদ্মৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরে । অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তথ্যৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-মেতৎসতিলগঙ্গোদকং তখ্যৈ স্বধা॥

অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের নাম পিতৃতীর্থ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দান করিবে। অগ্নিদান্তা, সোমপ, বর্হিম্বন্ধ, উত্মপ, কব্য, অনল, বর্হিম্বন্ধ, আজ্যপ এইরূপ পাঠ কোন পুস্তকে দেখা যায়। ২০১। তাহার পর যমতর্পণ করিবে। "ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়" হইতে আরম্ভ পূর্বক "চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ" পর্যান্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। "যমায়" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এইযম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কলি, সর্ব্রন্থতক্ষয়, ওড়ুম্বর, দর, নীল, পরমেন্ঠা, রকোদর, চিত্র, চিত্রগুপ্ত, এই সকলকে নমস্কার। ২০২। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন করিবে। "ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর" ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র। হে মদীয় পিতৃগণ, আপনার। আগমন পূর্বক মৎপ্রদন্ত এই জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ২০৩।

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা মেতৎ সতিলগঙ্গোদকৎ তথ্যৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরে ৷ অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তথ্যৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তখ্যৈ স্বধা।।

বিষ্ণুরে । অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তথ্যৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরে বিষ্ণুর বিষ্ণুরে বিষ্ণুর বিষ্ণুরে বিষ্ণুর বিষ্ণুর বিষ্ণুরে বিষ্ণুরে বিষ্ণুরে বিষ্ণুরে বিষ্ণুরে বিষ্ণুরে বিষ্ণ

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা প্রপিতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তখ্যৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরে । অমুকগোত্রা মাতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তত্তৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা প্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতা-মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তখ্যৈ স্বধা॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তত্তৈ স্বধা।।

তদনন্তর পিতৃতর্পণ করিবে। "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র পিতা অমুক দেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তক্ষৈ স্বধা" হইতে আরম্ভ পূর্বক "বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা বৃদ্ধ-প্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তক্তৈ স্বধা", এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠসহ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ এবং মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী এই প্রত্যেককে তিন তিনবার সতিল জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, মাতামহী প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। এইরূপে নিয়মে পিতৃব্য, মাতুল, (ইত্যনেন মন্ত্রেণ পিতাপিতামহপ্রপিতামহমাতামহ-প্রমাতামহর্দ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ মাতাপিতামহীপ্রপিতামহীভ্যঃ প্রত্যেকং সভিলজলাঞ্জলিত্রয়ং দন্ধ মাতামহীপ্রভৃতীনাং প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিনা তর্পণং কার্য্যং। এবং ক্রমেণ পিতৃব্য-মাতুলপিতৃষস্ত্রাভৃভগিনীসপিণ্ডান্ একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েং॥ ২০৪॥)

অথ ভীমাইম্যাং ভীমতর্পণং কুর্যাৎ।
ওঁ বৈয়াদ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীম্মবর্মণে॥
(ইতি মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ॥ ২০৫॥
তত্ত্বভাগদেং।

ওঁ ভীশ্বঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরদ্রিরবাপ্নোতু পুত্রপোত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ ২০৬॥ ততঃ।

ওঁ যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহম্মজন্মনি বান্ধবাঃ। তে ভৃপ্তিমখিলাং যান্ত যে চাম্মতোয়কাজ্ফিণঃ॥

পিতৃষসা, ভ্রাতা, ভ্রায়ী ও সপিও সকলকে এক এক অঞ্চলি দ্বারা তর্পণ করিবে। ২০৪। তদনন্তর ভীত্মতর্পণ করিবে। "ওঁ বৈয়াম্য প্রত্যোগ্রায়" হইতে আরম্ভ পূর্বক "ভীত্মবর্দ্মণে" পর্যান্ত মন্ত্র পাঠ সহিত এক অঞ্চলি জল দান করিবে। বৈয়াম্রপত্যগোত্র সাংকৃতি প্রবর ও পুত্রবিহীন ভীত্মবর্দ্মাকে আমি এই জলাঞ্চলি দ্বারা তর্পণ করিলাম। ২০৫। তদনন্তর ভীত্ম প্রণাম। "ওঁ ভীত্ম শান্তনবো বীরঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ববক "পুত্রপোত্রোচিতাং ক্রিয়াং" পর্যান্ত ভীত্মের প্রণাম। ভীত্ম, শান্তন্মনন্দন, বীর, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, অত এব তদীয় পুত্রপোত্রোচিতক্রিয়াসকল আমাদের কর্তৃক সম্পন্ন হউক। ২০৬। তদনন্তর "ওঁ যেহবান্ধরা" হইতে আরম্ভ পূর্ববক

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমো দত্তেন তৃপ্যস্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিং॥
(ইমং মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা ভূমো একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ॥ ২০৭॥
অথ রামতর্পনং কুর্যাং।

ত্পান্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
তথ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তন তোয়েন তৃপ্যতু ভুবনত্রয়ং॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ॥ ২০৮॥)
অথ লক্ষণতর্পণং কুর্য্যাং।
ওঁ আব্রহ্মস্তম্পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥
(মন্ত্রেণানেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ॥ ২০৯॥)

"পরাংগতিং" পর্যান্ত মন্ত্রদর পাঠ করতঃ ভূমিতে এক এক অঞ্চলি জল নিক্ষেপ করিবে। বাহাঁরা আমার বান্ধব নন, যাহাঁরা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার জন্মান্তরের বান্ধব, যাঁহারা মন্দতজলের আকাজ্রমা করেন, তাঁহারা সকলে মংপ্রাদত্ত জলাঞ্জলি দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। যাহাঁরা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহাঁরা অন্য কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাঁদিগকে আমি ভূমিতে এই জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। তাঁহারা এই জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ এবং পরম গতি লাভ করুন। ২০৭। তদনন্তর রাম তর্পণ করিবে। "ওঁ আব্রেম্মভুবনায়োকাঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ববক "ভূবনত্রয়ং" পর্যান্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ব্রন্মলোকাবিধি সমন্তলোক, দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব, পিতৃগণ, মাতা, মাতামহ প্রভৃতি, অতীত কোটিকুল, সপ্তদ্বীপনিবাসী সকলে আমার দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ২০৮! অনন্তর লক্ষ্মণ তর্পণ করিবে। "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিন অঞ্জলি

তত \*5।

ওঁ যে চাম্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যস্ত ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পাড়নোদকং॥ (ইমঃ মন্ত্রমূচ্চার্য্য বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকমেকবারং ভূমো নিক্ষিপেৎ॥ ২১০॥)

অথ পিতৃস্তুতিঃ।

প্রতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ ২১১॥ অথ পিতৃপ্রণামঃ।

ওঁ পিতৃন্নমেশ্য দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভি সন্ধো। প্রদানশক্তাঃ সকলেম্পিতানাং বিমুক্তিদা যেইনভি সংহিতেযু॥ ২১২॥

ততঃ কৃতাঞ্জলিভূ থা।

ওমদ্য কৃত্যেত্ৎ তর্পণকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত। ওমদ্যেত্যাদি

জল প্রদান করিবে।২০৯। তদনন্তর "ওঁ যে চাম্মাকং কুলে জাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিপ্পীড়ন জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।২১০। অনন্তর পিতৃস্ততি। ওঁ পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি। পিতাই স্বর্গ, পিতাই সাক্ষাৎ ধর্মা, পিতাই পরম তপঃ, পিতার প্রীতি উৎপাদনেই সমস্ত দেবতার প্রীতি উৎপাদন করা হয়।২১১। অনন্তর পিতার প্রণাম। "ওঁ পিতৃন্নমস্তো" ইত্যাদি। যাহাঁরা স্বর্গে মূর্ত্তিমান্, যাহাঁরা বায়ুভূত হইয়াও প্রদ্ধাসহকারে আকর্ষিত হইলে, বিপ্রশরীরে আবিভূতি হইয়া স্বধা অর্থাৎ অন্ধাদি, প্রাদ্ধোপকরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, নির্ম্মলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে যাহারা মনুষ্যহদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বুদ্বিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যাদির উদ্ধাবন দারা সমস্ত ক্লেশ দূর করেন ও সমস্ত মঙ্গল বিধান করেন, সেই পরম মঙ্গলাধার পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি।২১২।তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ মদ্যক্তমেতৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া

কৃতে শুন্ তর্পণকর্মাণি যদৈগুণ্যং জাতং তদ্বোষপ্রশামনায় ওঁ বিষ্ণুম্মরণমহং করিষ্যে।

ততঃ

ওঁ বিষ্ণুরিতি দশধা জপ্তা। ওঁ অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ প্রচাবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্থাদিতি প্রতিঃ। ওঁ প্রীয়তাং পুগুরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তিস্মংস্তুষ্টে জগভুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ময়া যদিদং কর্মাকৃতং তৎ সর্বাং ভগৰতি বিষ্ণো সমর্পিতং ইতি তর্পণং॥ ২১৩॥

স্থ শ্বীবংপিতৃকন্ত তর্পণনিবেধমাহ।
দর্শসানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলৈস্তর্পণমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্য্যাৎ কৃত্বাঘমাপ্লুয়াৎ ॥ ২১৪॥

"ওঁ বিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর 
"ওঁ বিষ্ণু এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া "ওঁ অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহাৎ" 
হইতে আরম্ভ করিয়া "ভগবতি বিষ্ণো সমর্পিতং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ 
পূর্ববক তর্পণ শেষ করিবে। "অজ্ঞানাদ্যদি বা" ইত্যাদি মন্ত্রার্থ এই, 
অজ্ঞান বা মোহপ্রযুক্ত এই যক্ত সকলে যে কিছু অঙ্গহীনাদি দোষ 
নিপতিত হইয়াছে, বিষ্ণুস্মরণ দারা সেই সকল অঙ্গহীনাদি দোষ 
দূরগত হইয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, এই কথা শ্রুতি বলেন। সর্ববযজ্ঞেশর পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হরি, আমার এই কার্য্যে সম্ভর্ফ 
হউন। তিনি সম্ভর্ম্য হইলেই জগৎ তুফ্ট হইয়া থাকে, তাহার 
প্রীতিতেই জগৎ প্রীতিলাভ করে। এক্ষণে আমার এই কৃত কর্ম্ম 
সকল ভগবিষ্ণুের প্রীতিতে সমর্পিত হইল। ইতি তর্পণ সম্পূর্ণ। 
২১৩। অনন্তর জীবৎপিতৃকের তর্পণ নিষ্ণের এই কথা বলিতেছেন। অমাস্নান, গয়াশ্রাদ্ধ, তিল দারা তর্পণ, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি 
করিবে না, যদি করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইবে। ২১৪।

व्यथ जिन्जर्भन निरंगधभाइ।

রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং প্রান্ধবাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাৎ তিলতর্পণং।
সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং॥ ২১৫॥
অথ প্রতিপ্রসবমাহ।

অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেয়ু চ।
উপাকর্মণি চোৎসর্গে যুগাদো মৃতবাসরে।
সূর্য্যশুক্রাদিবারেহপি ন দোষস্তিলতর্পণে।
তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতং॥ ২১৬॥
অথ তর্পণবিধানমাহ।

এবং স্নাত্বা পিতৃন্ দেবান্ মনুষ্যাংস্তর্পয়েররঃ।
নাভিমাত্রে জলে স্থিতা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ।
আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহঞ্জলিমিত্যাদিবচন
প্রমাণান্নাভিনিমগ্রপরিমিতোদকে দণ্ডায়মানোভূত্বা তর্পণং

অনন্তর তিলতর্পণ নিষেধ বলিলেন। রবিবার, শুক্রবার, দাদশী, শ্রাদ্দিন, সপ্তমী, জন্মদিন ও সংক্রান্তি, এই সকল দিনে এবং রাত্রিতে তিলতর্পণ কবিবে না। ২১৫। তথায় ঐ বিষয়ের প্রতিপ্রসব অর্থাৎ নিষিদ্ধের পুনর্বিধান বলিয়াছেন। অয়নে, বিষুব সংক্রান্তিতে, চন্দ্রসূর্ব্যগ্রহণে, উপাকর্ম্মে, উৎসর্গে, যুগের আদিতে, মৃতবাসরে, রবি-শুক্রাদি বারেও তিলতর্পণে দোষ নাই। তীর্থে, বিশেষ তিথিতে, গলাতে প্রতেপকে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিতে পারিবে। ২১৬। তদনন্তর তর্পণ বিধান বলিয়াছেন। নাভিনিময় পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করা কর্ত্ব্য। তাহাতে অশক্ত হইলে, শুলেও তর্পণ করিতে পারিবে। ছই কর সংলগ্ন করণানন্তর অঞ্জলি-

ক্বাতি তদশক্তশেৎ "বিসন্ধা বদনং শুক্ল স্থলে চাস্তীর্ণবর্হিষি।
বিধিজ্ঞান্তর্পণং কুর্যুরিতিবচনপ্রমাণেন স্থলেহপি তর্পণং"
ক্র্যাৎ। উভয়করসংলগ্নকরণানন্তরমঞ্জলিবন্ধনপূর্বকং তর্পণং
ক্র্যাচ্চ। দেব-মন্ত্র্যু-ঋষি-তর্পণে তিলার্পণং নিষিদ্ধং।
তিলাভাবেহপি "সতিলগস্পোদকং" ইতি ক্রয়াছ। গস্পোদকাভাবেহপি কেবলং "সতিলোদকং" ইতি ক্রয়াছ। নিত্যু
তর্পণস্থলে চ যমতর্পণস্থা বিশেষাবশ্যকতা নাস্তি। ভীম্মতর্পণ
মন্তুদিনমনাবশ্যকং। কেবলং ভীম্মাইম্যাং কর্ত্ব্যুয়। সম্পূর্ণতর্পণাশক্তো আব্রহ্মন্তম্বর্পর্যন্তং জগভ্প্যুত্ ইত্যুনেন মন্ত্রেণ
ব্রীংন্তর্পয়েৎ। তর্পণাদাবৃদ্ধপুত্র কুশাঙ্গুরীয়ক ধারণমবশ্যং
কর্ত্ব্যং। স্নানাঙ্গদ্বাৎ সন্ধ্যায়াঃ পূর্ববং তর্পণং কার্যুমিতি
কেচিৎ স্মার্ভাঃ।

সন্ধ্যোপাসনতঃ পূর্ববং কেচিদ্দেবাদিতর্পণং।

মন্মত্তে সকুদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ॥ ২১৭॥

অথ শূদ্রন্থ তর্পণবিধিঃ।

বিহারিলাল রামস্ম শ্রীমতোভীষ্টপূর্ত্তয়ে।

সাম্প্রতং সংপ্রবক্ষ্যামি শূদ্রন্থ তর্পণক্রমং॥ ২১৮॥

বন্ধন পূর্ববক তর্পণ করিবে। দেব মনুষ্য ঋষিতর্পণে তিল প্রদান নিষেধ। তিলের অভাবেও "সতিল গঙ্গোদকং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। গঙ্গাজলের অভাব হইলে, কেবল "সতিলোদকং" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। নিত্যতর্পণস্থলে যমতর্পণের বিশেষ আবশ্যক নাই। প্রতিদিন ভীত্মতর্পণ অনাবশ্যক। কেবল ভীত্মান্টমীতেই কর্ত্ব্য। সম্পূর্ণ তর্পণে অশক্ত হইলে কেবল লক্ষ্মণ তর্পণ করিবে। তর্পণের অগ্রে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও কুশাঙ্গুরী ধারণ কর্ত্ব্য। সানের অঙ্গহেতু সন্ধ্যার পূর্বেব তর্পণ করিবে, এই কথা কোন কোন স্মার্ত্ত বলেন। ধর্ম্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতানুসারে কোন কোন পণ্ডিত সন্ধ্যা-

ठवां को चारमनः कूर्यार।

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাৎ গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। নমোবিষ্ণুঃ নমোবিষ্ণুঃ নমোবিষ্ণুঃ।

অথ পূর্বাভিমুথঃ প্রক্তোত্তরীয়ঃ দেবতর্পণং কুর্যাৎ।

নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং। নমো বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং। নমো রুদ্র-স্তৃপ্যতাং। নমঃ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং। (ইত্যনেন প্রত্যেক-নৈকৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাং।)

ততঃ।

নমো দেবা যক্ষান্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোহস্থরাঃ।
ক্রাঃ দর্পাঃ স্থপণাশ্চ তরবো জিক্ষাগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারান্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া।
(ইত্যনেন মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ।)

উপাসনার পূর্বের এই দেবতা প্রভৃতির তর্পণ একবার মাত্র করিবে, এইরপ সম্মতি প্রকাশ করেন। ২১৭। অনস্তর শৃদ্রের তর্পণবিধি বলিতেছেন। শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের সম্পূর্ণ লালসা পূর্ণ করিবার নিমিন্ত আমি শৃদ্রের তর্পণবিধি যথোক্তক্রমে বলিতেছি। ২১৮। অগ্রে আচমন করিবে। "নমঃ অপবিত্র" হইতে আরম্ভ করিয়া "নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ" পর্যান্ত আচমন পাঠ করিবে। তদনন্তর পূর্ববিভিমুখে দেবতর্পণ করিবে। "নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং" হইতে আরম্ভ পূর্ববিক "প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং" পর্যান্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তদনন্তর "নমো দেবা যক্ষা" হইতে আরম্ভ পূর্ববিক "দীয়তে সলিলং ময়া" পর্যান্ত মন্ত্রোচ্চারণানন্তর এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। তদনন্তর উত্তর মুখে উত্তরীয়

অথোত্তরাভিম্বঃ মাল্যবছত্তরীয়ং কৃষা মন্থ্যতর্পণং কুর্য্যাৎ।
নমঃ—সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাস্থরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্বেব তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দত্তনান্থনা সদা।

(ইত্যনেন মন্ত্রেণ ক্রোড়াভিমুখেন জলাঞ্জলিদ্বং দদ্যাৎ।) অথ পূর্কাভিমুখঃ প্রকৃতোত্তরীয়ং কৃত্ব। ঋষিতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমো মরীচিন্তৃপ্যতাং। নমঃ অত্রিন্তৃপ্যতাং। নমঃ অঙ্গিরা-ন্তৃপ্যতাং। নমঃ পুলস্ত্যন্তৃপ্যতাং। নমঃ পুলহন্তৃপ্যতাং। নমঃ ক্রুন্তৃপ্যতাং। নমঃ প্রচেতান্তৃপ্যতাং। নমঃ বশিষ্ঠন্তৃপ্যতাং। নমঃ ভৃগুন্তৃপ্যতাং। নমঃ নারদন্তৃপ্যতাং। (ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেক্ষেকিকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ।)

অথ দক্ষিণাভিমুখো বিপরীতোত্তরীয়ং কৃত্বা দিব্যপিতৃতর্পণং কুর্যাৎ।

নমঃ অগ্নিষাতাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমঃ সৌম্যাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমো হবিষ্মন্তঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমঃ উত্মপাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সলিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমঃ স্থকালিনঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমঃ বহিষদঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমঃ আজ্যপাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। নমঃ আজ্যপাঃ পিতরস্থান্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্থ। (ইত্যানেন মন্ত্রেণ প্রত্যেক-মেকৈকাঞ্জলিসতিলগঙ্গোদকং দদ্যাৎ।)

মালার তায় করিয়া মনুষ্যতর্পণ করিবে। "নমঃ সনকন্চ" হইতে আরম্ভ করতঃ "মদ্দত্তেনামূনা সদা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, ক্রোড়াভিমুখে তুই অঞ্চলি জল দিবে। তাহার পর পূর্ববমুখে প্রকৃত উত্তরীয় করিয়া ঋষি তর্পণ করিবে। "নমো মরীচিন্তু প্যতাং" হইতে আরম্ভ পূর্বক "নমঃ নারদন্ত প্যতাং" পর্য্যন্ত পঠনানন্তর প্রত্যেককে

অথ দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা যমতর্পণং কুর্য্যাং

নমো যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।
উভূষরায় দগ্গায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।

(ইতি মন্ত্রং বারত্রয়ং পঠিম্বা জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।)
অথ বদ্ধাঞ্জলিভূম্বা দক্ষিণাভিমুখঃ পিতৃতর্পণং কুর্য্যাং।

নমঃ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহুন্ত্বপো২ঞ্জলিং। (ইতি মন্ত্রেণ আবাহনং কৃত্বা।)

বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদাসঃ তৃপ্যস্থৈতৎ সতিল-গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ॥ (এবং পিতামহ-প্রপিতামহ-মাতামহ-প্রমাতামহ-রৃদ্ধ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রত্যেকমঞ্চলিত্রয়ং দদ্যাৎ।)

বিষ্ণুৰ্নমঃ অমুকগোত্ৰা মাতা অমুকী দাসী ভূপ্যস্বৈতৎ

এক এক অঞ্জলি জল অর্পণ করিবে। তদনন্তর দক্ষিণাভিন্মুখী হইয়া, উত্তরীয় বিপরীতক্রমে ধারণপূর্বক দিব্য পিতৃ তর্পণ করিবে। "নমঃ অগ্নিম্বান্তাঃ" হইতে আরম্ভ পূর্ববক "নমঃ আজপ্যাধ্বিতরস্ত্ প্যন্তামেতৎ সতিলগক্ষোদকং তৃপ্যস্ব" পর্যান্ত মন্ত্র পাঠি করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল প্রদান করিবে। তদনন্তর ঐ মুখে যমতর্পণ করিবে। "নমো যমায়" হইতে "চিত্র-শুপ্তায় বৈ নমঃ" পর্যান্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ববক তিন অঞ্জলি জল দিবে। মন্ত্রও তিনবার পাঠ করিবে। তাহার পর ঐ মুখে পিতৃ তর্পণ করিবে। যোড়কর হইয়া "নমঃ আগচ্ছস্তু মে পিতর" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ববক আবাহন করিয়া "বিষ্ণুন্ মঃ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দাসঃ তৃপ্যক্ষৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তৃত্যং নমঃ" এইরূপ নিয়মে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ববক পিতামহ প্রপিতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ

সতিলগঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ। (এবং পিতামহী-প্রপিতামহী-ভ্যোহপি প্রত্যেকমঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ। মাতামহীপ্রমাতামহী-বৃদ্ধপ্রমাতামহীভ্যঃ প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পিতৃব্য-বিমাতৃ-জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবর্গাদি-গুরুপত্নী-মাতুল-মাতুলানী-শ্বন্ধ-শশুর-মিত্রাদিভ্যঃ প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ।)

অথ রামতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ আব্দ্বাত্ত্বনালোকা দেবর্ষিপিত্মানবাঃ।
তৃপ্যস্তু পিতরঃ দর্কে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাদিনাং।
ময়া দতেন তোমেন তৃপ্যস্ত ভুবনত্তমং॥
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ)
অথ লক্ষণতর্পণং কুর্য্যাং।
নমঃ আব্দ্বাস্তম্বপ্র্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥
(মন্ত্রেণানেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ)

"বিষ্ণুন্মঃ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দাসী তৃপ্যস্থৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তৃভ্যং নমঃ" এইরূপে পিতামহী ও প্রপিতামহীকে তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল প্রদান করিবে। এবং মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে এক এক অঞ্জলি তিলমিশ্র জল দান করিবে। তদনন্তর পিতৃব্য বিমাতা জ্যেষ্ঠপ্রাতা প্রভৃতিকে ও গুরুপত্নী-মাতৃল মাতৃলানী-শাশুড়ি শশুর বন্ধু ইত্যাদিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দারা তর্পণ করিবে। তাহার পর রামতর্পণ করিবে। "নমঃ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা হইতে "তৃপন্ত ভুবনত্রয়ং" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিন অঞ্জলি জল দান করিবে। তাহার পর লক্ষ্মণ তর্পণ। নমঃ আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্তং জগৎতৃপ্যতু, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে অঞ্জলিত্রয় জল দিবে। তদনন্তর ভীত্মতর্পণ করিবে। "নমঃ বৈয়াত্রপদ্য-গোত্রায়্ম" হইতে "ভীত্মবর্ম্মণে" পর্যান্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে এক অঞ্জলি

অথ ভীম্মতর্পণং কুর্য্যাৎ।

নমঃ বৈয়াস্ত্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে॥ (ইত্যনেন মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ)

जिक्त खनर्मे ।

নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরন্তিরবাপ্নোতু পুত্রপোত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥ ততঃ।

নমো যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্মজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে ভৃপ্তিমখিলাং যান্ত যে চাম্মতোয়কাজ্জিণঃ॥
নমঃ—অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমো দত্তেন ভূপ্যন্ত ভূপ্তা যান্ত পরাং গতিং॥
(ইমং মন্ত্রদন্তং পঠিত্বা ভূমো একৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ)
ততে৷ জলাহ্খায় দিরাচম্য বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকেন তর্পয়েৎ।

নমো যে চাম্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ। তে তৃপ্যস্ত ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥

(ইত্যনেন মন্ত্রেণ বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকমেকবারং ভূমো ক্রিপেৎ)

অথ পিতৃস্ততিঃ।

নমঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বাদেবতাঃ॥

জল দান করিবে। তাহার পর ভীম্মের প্রণাম। "ন্মঃ ভীমঃ শাস্তনবো" হইতে "ক্রিয়াং" পর্য্যন্ত প্রণাম মন্ত্র। "নমো বেহবান্ধবা" হইতে "তোয়কাজিফণঃঃ" পর্য্যন্ত এবং "নমো অগ্নিদগ্ধাশ্চ" হইতে "পরাং গতিং" পর্য্যন্ত মন্ত্র তুইটি পাঠ পূর্ববক এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তদনস্তর জল হইতে উত্থান পূর্ববক তুইবার আচমন করিয়া বস্ত্র নিঙ্রাণ জলম্বারা তর্পণ করিবে। "নমো যে চাম্মাকং কূলে জাতা"

### And the same

### অথ পিতৃ প্রণামঃ।

পিতৃন্ নমস্থে পরমাত্মভূতা যে বৈ বিমানে নিবসন্তি মূর্ত্তাঃ। যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভির্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেভূন্॥ এতৎকর্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্ত ইতি শূদ্রস্থ তর্পণং॥ ২১৯॥

অথ তত্ত্ৰৈকান্তভক্তাভিপ্ৰায়ঃ।

তত্মাত্তমূদ্ধবোৎস্জ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নির্তিঞ্চ প্রোতব্যং প্রুতমেব চ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়াস্থাহ্যকুতোভয়ঃ॥ ২২০॥
সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ্ঞ।
অহং স্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয্যামি মাশুচঃ॥২২১॥

হইতে "বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকং" পর্যান্ত মন্ত্র পঠনানন্তর বস্ত্র নিঙ্রাণ জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পিতৃন্তব। "নমঃ পিতা স্বর্গঃ" হইতে "প্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ" পর্যান্ত পিতৃন্তব জানিবে। তদনন্তর পিতৃ প্রণাম। "পিতৃন্ নমস্তে" ইত্যাদি হইতে "বিমুক্তি হেতৃন্" পর্যান্ত প্রণাম মন্ত্র। যাঁহারা পরমাত্মভূত হইরা বিমানে মূর্ত্তিমানরূপে অবস্থান করিতেছেন, অমলমনা যোগীশরগণ যাহাঁদিগকে যজনা করিতেছেন, যাঁহার সর্ববক্রেশ মোচনের কারণস্বরূপ, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি; এই কর্ণ্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম। এই শূদ্রের তর্পণ শেষ হইল। ২১৯। (তর্পণের আবশ্যকীয় মন্ত্রার্থ পূর্বেব করা হইয়াছে) অনন্তর সেই স্থলে একান্ত ভক্তের অভিপ্রায় বলিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্ত উদ্ধাবকে কহিলেন, হে প্রিয় উদ্ধব! "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মা ইতি" বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম (বিধি নিষেধ) এবং প্রবৃত্তি-নির্ত্তি, শ্রুত-শ্রবণ্যোগ্য বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক সর্বব্রথাত্নে সর্ববদেহির আত্মাবে আমি, সেই আমার শ্রণাপন্ন হও, তাহা হইলেই মৎ-কর্তৃক

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিফীনপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাংভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২২২॥
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিন্ধরো নায়মূণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুলং পরিহৃত্য কর্ত্য্॥ ২২৩॥

সর্ববদা নির্ভয় হইবে। ২২০। পরমেশর শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা প্রদান জন্য স্বভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে সখে! তুমি গাহ স্থাদি চতুর্বিধ আশ্রমধর্মা, বর্ণধর্মা, বিভিন্নভাব, ইন্দ্রাদির কার্য্য-স্থরূপ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে পাপভয় হইতে মুক্ত করিব, তুমি সে জন্য কিছুমাত্র শোক করিও না। দেখ, আমার শরণাগত ব্যক্তির কুত্রাপি ভয় নাই। ২২১। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, "হে সখে! এই প্রকার যে ব্যক্তি, মৎ কর্তৃক বেদবোধিত নিজ আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, গুণ-দোষের উপাদেয়তা ও হেয়তা বিচার পূর্ববক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাকে সাধু সকলের মধ্যে সাধুতম বলিয়া জানিবে। (গুণদোষের বিচার এই—নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় রূপ দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যদিও তাহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃপ্রবেশ হইতে বহু বিলম্ব হইয়া পড়ে: এমন কি, কর্ম্মে আসক্তি জিদ্মিলে হয় ত কর্ম্ম করিতে করিতেই জীবন শেষ হইয়া যায়; অতএব ইহা সামান্য দোষ নহে। আর আশ্রম-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-কাণ্ড বর্জন পূর্ববক কেবল শ্রীহরিভজন দারা শীঘ্রই হৃদয়ে হরি তত্ত্বের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ গুণ। বিশেষতঃ, এতন্নিবন্ধন নিত্য নৈমিত্তি-কাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত পাপও বিনষ্ট হয়। ২২২। করভাজন কহিলেন, হে মহারাজ! যে মানব আশ্রম-বিহিত সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ববক, কায়মনোবাক্যে শরণাগত বৎসল শ্রীমুকুন্দের যথাবিধিনিষেধে তু মুক্তং নৈবোপদর্পতঃ।
তথা ন স্পূশতো রামোপাদকং বিধিপূর্বকং॥ ২২৪।।
ইত্যাদীনীশ্বরোক্তানি মুন্মুক্তানি চ ভক্তিতঃ।
নিধায় হৃদয়ে কশ্চিদেকান্তমানদো দ্বিজঃ।
স্মানাদেশ্চরণপ্রান্তে নত্বেদং যাচতে দদা॥ ২২৫॥
স্মানং শ্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া দন্ধ্যা চ বন্ধ্যা ভব
দেনঃ খেদমাৰাপশাস্ত্রপটলী সংপূটিতান্তঃ স্ফুটা।
ধর্মো মর্মাহতো হৃধর্মনিচয়ঃ প্রায়ংক্রয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুন্থতি যাদবেক্রচরণাম্ভোজং মমাহর্নিশং॥ ২২৬॥

শর্ণ গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির আর দেবতা-ঋষি-ভূত-পিতৃগণ এবং মানব নিচয়ের প্রীতির উদ্দেশে কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয় না। কারণ সেই ব্যক্তি এই সকল ঋণ হইতে মোচনলাভ करत्न। २२७। रयक्तभ स्र्राङ विधि-निरयध मूक-भूक्यरक स्भर्भ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের যথাবিহিত ভজনাকারীকে বিধিনিষেধ স্পূর্শ করিতে সক্ষম হয় না। ২২৪। ইত্যাদি ঈশর একুষ্ণের এবং মুনির বাক্যসকল ভক্তিপূর্ববক হৃদয়ে ধারণ করতঃ কোন একান্তমানস দ্বিজ সান প্রভৃতির চরণপ্রান্তে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন। ২২৫। নিষ্ঠাভক্তিপ্রযুক্ত নিত্য প্রভৃতি কর্ম্মত্যাগ আপনিই ঘটিয়া থাকে, ইহা কোন ভক্তদিজের বাক্যদারা দেখাইতেছেন। কোন একাস্তভক্ত দ্বিজ ভক্তির উচ্ছ্যাসে স্নানাদির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আমার স্নান হাটক, আমার ক্রিয়া অক্রিয়া হউক, আমার উভয় সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক, আমার বেদজ্ঞান সবেদ সহিত মলিনতালাভ করুক, শাস্ত্রনিচয় অন্তঃ-করণে স্ফূর্ত্তি হউক, ধর্মা মর্মাহত হউক, অধর্মা সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, ফলিতার্থ হে স্নানদি! তোমরা সকলে স্থানান্তরে গমন কর, মদীয় মনোভূঙ্গ শ্রীযাদবেন্দ্রচরণসরোজে নিরন্তর নিশ্চলভাবে প্রবেশ সন্ধ্যবিদ্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভাঃ স্নান তুভাং নমো
ভা দেবাঃ পিতরক্চ তর্পণবিধাে নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাং।
যত্র কাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমহং হরামি তদলং মত্যে কিমত্যেন মে ॥২২৭॥
দেবকীতনয়সেবকীভবন্ যো ভবানি স ভবানি কিন্ততঃ।
উৎপথে কচন সৎপথে২পি বা মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতং ॥২২৮॥
মুগ্ধং মাং নিগদন্ত নীতিনিপুণা ভাতং মুহুবৈদিকা
মন্দং বাশ্ববসঞ্চয়া জড়বিয়ং মুক্তাদরা সোদরাঃ।

করুক। ২২৬। হে সন্ধাবন্দন! তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান! তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ! হে পিতৃগণ! এই জলতর্পণ বিধিতে আমি অক্ষম, স্তরাং আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। এখন আমি শ্রীবৃন্দাবনাদি যে কোন ধামে বা অন্ত কোন স্থানে উপবেশন পূর্ববক যতুকুলের শিরোরত্ন কংসারি ঐকৃষ্ণকে বার বার স্মরণ করতঃ অঘনিচয় দূরীভূত করিব; স্থতরাং হে সানাদি! তোমাদিগকে আমার আর প্রয়োজন কি ? তোমরা আমায় কূপা করিয়া স্থানান্তরে যাও ? আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, এক কৃষ্ণ স্মরণাদি দ্বারা সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে।২২৭। পূর্বেব আমি শ্রীদেবকীতনয়ের সেবক ছিলাম না; সম্প্রতি তাঁহার সেবক হইয়াছি, এখন আমি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে হই সে হই না কেন, তাহাতে কি হইবে ? বাঁহারা কৃষ্ণের সেবক, তাঁহারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন পুরুষার্থই চাহেন ন। এমন কি, সজ্জাতীত্যাদিও তাঁহাদের প্রার্থনীয় নহে। এখন আমার মন পূর্ববর্দ্ম অমুসারে দৈব-প্রেরিত হইয়া বিপথেই গমন করুক বা সংপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে ? ২২৮। শাস্ত্রাভিজ্ঞজনগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, কর্মজ্ঞাননিষ্ঠ বৈদিক সকল আমাকে বারম্বার ভ্রাস্ত বলেন বলুন, বান্ধব সকল আমাকে নিকৃষ্ট বলেন বলুন, সহোদরগণ কর্মাদি পরিত্যাগ দেখিয়া, আমার প্রতি স্বেংশূন্য হইয়া, আমাকে

উন্মতং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদান্তিকং মোক্ত্রুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদম্পৃহাং ॥২২৯॥ অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদো নত্ত্বেউদেবতাং। গুরুন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুল্পেধঃকুশান্তোধারকেত্রান্॥ ২৩০॥

ইতি প্রথমধামার্দ্ধকৃত্যং ॥ \* ॥

অথ শ্রীভগবননির সংস্কার: ।

মন্দিরং মার্জ্জয়েদিফোর্বিধায়াচমনাদিকং ।

কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্থেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥ ২৩১ ॥
শুদ্ধং গোময়মাদায় ততোমূৎস্নাং জলং তথা ।
ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনং ॥ ২৩২ ॥

জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনবানেরা আমাকে ধন প্রার্থনায় বিরত চতুর ব্যক্তিগণ আমাকে যথেচছা দান্তিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন ক্ষণকালের জন্মও শ্রীগোবিন্দ পাদস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব হে স্নানাদি! আমি আর কিরূপে তোমাদের ভজনা করিব? তোমরা আমায় ক্ষমা কর। ২২৯। অনন্তর অর্থাৎ স্নান প্রভৃতির পর, প্রথমতঃ ইফটদেবতাকে এবং যাঁহারা পূজার নিমিত্ত পুষ্পা, যজ্ঞীয় কাষ্ঠা, কুশ তথা জল আনয়ন করিতেছেন, সেই সকল ব্যতীত অপর গুরুজনকে ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রণামপূর্বক স্বগৃহে আগমন করিবে। স্মৃত্যন্তরে বলিয়াছেন, "তথা স্নানং প্রকুর্ববন্তং সমিৎপুষ্পাহরং তথা। উদপাত্র धत्ररिक्षव जूक्षरुः नाजिवानराय ।" वर्षा आनकातीरक, यज्जीय कार्ष আহরণকারীকে, পুপোত্রলনাদিকারীকে, জলপাত্রধারীকে ও ভোজন-কারীকে প্রণাম করিবে না। ২৩০। ইতি প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য॥ ১॥ অনন্তর শ্রীভগবন্দির সংস্কার। আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন করিবে, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তদীয় নাম কীর্ত্ন করিতে করিতে দাস্তভাবে আসুসমর্পণ করিবে। ২৩১।

মূদা ধাতুবিকারৈর্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা।
উপলেপনকৃদযস্ত্র নরো বৈমানিকে। ভবেৎ ॥ ২৩৩ ॥
অশ্যাদিনির্শ্মিতং রম্যং ভগবন্মন্দিরং শুভং।
জলেন মার্জ্জয়েদ্ভক্ত্যা পারম্পর্য্যানুসারতঃ ॥ ২৩৪ ॥
অথ পীঠবস্তাদিসংস্কারঃ।

তত্র তাত্রাদিপাত্রং যৎ প্রভার্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
পীঠাদিকঞ্চ তৎসর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ॥ ২৩৫॥
পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্থা বিল্পত্রেণ ঘর্ষয়েৎ।
উষ্ণান্থুনা চ প্রকাল্য সর্ব্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে॥ ২৩৬॥
অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং।

উড়ুম্বরাণাময়েন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়েঃ। ভত্মাম্বুভিশ্চ কাংস্থানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্থ চ। মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশস্থোপলস্থ চ। সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকক্ষেন বা পুনঃ॥ ২৩৭॥

তাহার পর শুদ্ধ গোময়, শুদ্ধ মৃতিকা ও জল লইয়া ভক্তিসহ বিষ্ণু মন্দিরের চারিদিকে লেপন এবং প্রাঙ্গণ অভ্যুক্ষণ করিবে অর্থাৎ ছড়া দিবে। ২৩২। যে ব্যক্তি ধাতুবিকার, মৃত্তিকা, নানাবিধ বর্ণক এবং গোময় দারা কৃষ্ণমন্দির লেপন করেন, তিনি বিমানচারী দেবতা হন। ২৩৩। প্রস্তরাদিনির্ম্মিত রম্য মঙ্গলময় ভগবন্দির পরম্পরাত্মসারে ভক্তিপূর্বক কেবল জলদারা মার্জ্জন করিবে। ২৩৪। অনন্তর পীঠ পাত্র এবং বস্ত্রাদির সংস্কার। তাহার মধ্যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের তাম্রাদি বিনির্ম্মিত পাত্র ও বসন প্রভৃতি এবং পীঠাদি যথোক্ত বিধানাত্মসারে মার্জ্জনা করিবে। ২৩৫। শ্রীকৃষ্ণের পাদ পীঠ (খড়মাদি) বিল্পত্র দারা মার্জ্জনা করিবে। উষ্ণ জলদারা প্রকালন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ২৩৬। তদনন্তর ধাতুপাত্রাদির শোধন। অমু দারা তামপাত্র, ভস্ম দারা

স্থার রাজার বিত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ।
কাংস্থায়স্তার রৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ।
নিলেপানি তু শুদ্ধান্তি কেবলেনােদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিফীনি শোধ্যানি ত্রিধাক্ষারামবারিভিঃ॥ ২০৮॥
অমোদকেন তারস্থা সীসস্থা ত্রপুণস্তথা।
কারেণ শুদ্ধিং কাংসস্থা লোহস্থা চ বিনির্দ্দিশেৎ॥২০৯॥
তার্রমমেন শুদ্ধেত নচেদামিষলেপনং।
আমিষেণ তু যল্লিপ্রং পুনর্দাহেণ শুদ্ধ্যতি॥ ২৪০॥
স্তিকাসববিগ্যু ত্রেজঃস্বলহতানি চ।
প্রক্ষেপ্র্যানি তান্যগ্রো যচ্চ যাবৎ সহেদপি॥ ২৪১॥

রঙ্গ ও সীসপাত্র আর ভস্মযুক্ত জলদ্বারা কাংস্যপাত্র নিচয়ের শোধন হইয়া থাকে। আর দ্রবদ্রব্যের প্লাবন অথাৎ উদ্ধে বিস্তার করায় শোধন হয়। মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, খড়গ এবং প্রস্তরের পাত্র শ্রেতসর্যপের কল্ক (খৈল) কিন্ধা তিলকল্ক দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হয়। ২৩৭। স্থবর্ণ, রোপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, স্ফটিক প্রভৃতি রত্ন, কাঁসা, লোহা, তাম, পিত্তল, রক্ষ ও সীসকের পাত্র সমস্ত যদি অন্ন প্রভৃতি দারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে কেবল জলদারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে; আর যদি ঐ সমস্ত পাত্রে শূদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হয়, তাহা হইলে বারত্র ভস্ম, অয় ও জলদারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৩৮। অমুরস দারা তাম, সীস, রঙ্গ, আর ভঙ্ম দারা কাংস্থ ও লোহের শুদ্ধিবিধান বিধেয়। ২৩৯। যগ্যপি আমিষ দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তামপাত্র অমুদারা শুদ্ধ হইবে, যাহা আমিষ লিপ্ত, তাহাকে পুনর্ববার দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৪০। প্রসূতান্ত্রী, মছা, শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও রজস্বলা কর্তৃক দূষিত পাত্র সমুদায়; যে পাত্র যতক্ষণ উত্তাপ সহু করিতে পারিবে, তাহা ততক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই শুদ্ধ হইবে। ২৪১।

সংহতানান্ত পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে। তিস্যেব শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ২৪২ ॥ অথ বস্ত্রাদীনাং।

তান্তবং মলিনং পূর্বব্যন্তিঃ ক্ষাব্যেশ্চ শোধ্যেৎ।
অংশুভিঃ শোধ্য়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ।
ঊর্ণপটাংশুকক্ষোমত্রকুলাবিকচর্ম্মণাং।
অল্লাশোচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণাপ্রোক্ষণাদিভিঃ।
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদেগারসর্ষপৈঃ।
ধান্যকক্ষৈঃ পর্ণকক্ষৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ।
তুলিকাত্যপধানানি পুস্পরত্বাম্বরাণি চ।
শোধ্য়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মূহুঃ।
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ॥ ২৪৩॥

পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থিত বহুপাত্রের মধ্যে যদি একটা পাত্র দৃষিত হয়, তবে ঐ এক দৃষিত পাত্রের সংশোধন সকলদ্রব্যের শুদ্ধকারক হইয়া থাকে। ২৪২। অশুচিং সংস্পৃশেদযস্ত এক এব স দৃয়তি। তং স্পৃষ্ট্বায়ো ন দুয়েত্তু সর্ববদ্রব্যেপ্যয়ং বিধিঃ। অর্থাৎ যে অশুচি স্পর্শ করে, সেই দৃষিত হইয়া থাকে, তাহার স্পর্শে অয়ে বন্ধ প্রভৃতির শোধন। কার্পাস সূত্রনির্দ্মিত বন্ধ প্রভৃতি যাহা পূর্বের মল দ্বারা দৃষিত হইয়াছে, তাহাকে ক্ষার ও জলদ্বারা শুদ্ধ করিবে; পরে স্ব্যাকিরণ অথবা বায়ুদ্বারা শুদ্ধ করিয়া উত্তোলন করিবে। লোমজ বন্ধ, পট্টবন্ধ, ক্ষোমবন্ধ, মেষলোমজাতবন্ধ, চর্ম্ম, এই সকলের অল্প অশুদ্ধি হইলে শুদ্ধকরণ ও জল প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর ঐ সকল দ্রব্য যদি অপবিত্র বস্তুতে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে শেতসর্বপ, ধান্মের কল্ব, পত্রের কল্ব, ফলের বল্ধলজাত রসদ্বারা শুদ্ধ করিবে। তুলিকা অর্থাৎ তুলানির্দ্মিত শয্যা (তোষক), উপাধান

অন্তিন্তু প্রোক্ষণং শোচং বহুনাং ধান্যবাসসাং।
প্রকালনেন স্বল্লানামন্তিরেব বিধীয়তে।
চলবচ্চর্মণাং শুদ্ধিবৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
প্রোক্ষণাত্ণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুদ্ধাতি।
মার্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মুগ্ময়ং॥ ২৪৪॥
আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্ত্ণানি চ।
মারুতার্কেণ শুদ্ধান্তি প্রেক্টকচিতানি চ॥ ২৪৫॥
অধ ধান্তানীনাং।

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদিডিঃ শাকমূলফলানি চ। তন্মাত্রস্থাপহারাদা নিস্তুষীকরণেন চ॥ ২৪৬॥

(বালিশ) পুস্পরসরঞ্জিত ও স্থবর্ণরত্ন প্রভৃতি খচিত বস্ত্র সকলকে রোদ্রে অল্লকাল শুদ্ধকরতঃ হস্তদারা বারংবার ঘর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ উহার উপরে জলপ্রোক্ষণ পূর্ববক "শুচি" এই কথা বলিবে। ২৪৩। ধান্য ও বন্ত্র বহু পরিমাণে ইইলে জলপ্রোক্ষণ দারা পৰিত্র ইইবে। অল্ল পরিমাণে ইইলে জলদ্বারা প্রকালনের বিধান করিতে ইইবে। বন্ত্রের যেরূপ, চর্ম্ম এবং বিদারিত বংশ বা বেত্রজাতবস্তর (চেয়্মারাদির) শুদ্ধি সেই প্রকার। শাক, মূল ও ফলের শুদ্ধি ধাত্তের সদৃশ। তৃণকান্ঠ এবং পলাল (শস্থাবিহীন খড়) প্রোক্ষণ দারা শুদ্ধ হয়। মার্চ্জন ও লেপন দারা গৃহ এবং পুনর্দাহন দারা মৃথ্যর-পাত্র শুদ্ধ ইইয়া থাকে। ২৪৪। আসন, শয্যা, যান, নৌকা, পথ, তৃণ ও পকইফকনির্ম্মিত গৃহ প্রভৃতি সূর্য্যরশ্মি এবং বায়ু দারা শুদ্ধ হয়। ২৪৫। অনস্তর ধান্যাদি শোধন। ধান্য, শাক, মূল, ফল সমুদায় জলপ্রোক্ষণ দারা কিন্ধা যে পরিমাণে দৃষিত ইইয়াছে, সেই পরিমাণে পরিত্যাগ অথবা তৃষহীনকরণ দারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ২৪৬।

অপণং য়ৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসম্ভ চ।
ভাণ্ডানি প্লাবমেদ্দ্রিঃ শাকমূলফলানি চ।
দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চান্তসা॥ ২৪৭॥
আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবং।
য়ৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথিক্ষবরসো গুড়ঃ।
শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দূষ্যতি॥ ২৪৮॥
অন্যেপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যাণাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ।
অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈজ্ঞে য়াস্তভদ্বিস্তারণেরলং॥ ২৪৯॥
তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃক্টাস্পৃষ্টির্ন দূষ্যতি॥ ২৫০॥
অথ পূদ্ধর্থ তুলসীপ্পালাহরণং।
প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞান্ত বৈষ্ণবঃ।
সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতং॥ ২৫১॥

প্লাবন দ্বারা স্বত, তৈল ও দুগ্ধ শুদ্ধি হয়, জলহারা ভাণ্ড সকল প্লাবিত করিবে, আর শাক-মূল-ফল, এ সমুদ্র জলহারা প্রশালন করিলে শুদ্ধ হয়। দ্রবদ্রব্য বেশী পরিমাণ হইলে জলদ্বারা প্লাবিত করিবে অর্থাৎ পাত্রসহ দ্রবদ্রব্য জলে দুবাইয়া তুলিয়া লইবে। স্থতাদির প্লাবনসম্ভব নয়, এ কারণ স্থতাদির পাত্র জলে দুবাইলে, তাহাকেই প্লাবন বলা যায়; কারণ সজাতীয় দ্রব্যের প্লাবন দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। ২৪৭। আর আধার দোষে দৃষিত হইলে দ্রবন্দরাক পাত্র হইতে পাত্রাস্তর করিবে। স্থত, দিধ, দুগ্ধ, ইক্লুরস, গুড়, তক্র (ঘোল) ও মধু, এই সকল দ্রব্য শৃদ্দের পাত্রে থাকিলে দৃষিত হয় না। ২৪৮। দ্রবদ্র্যানিচয়ের অপরাপর শোধনবিধি স্থতিশাস্ত হইতে সংগ্রহপূর্বক বৈষ্ণব সকল জ্ঞাত হইবেন, সে সকল এ শুলে বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। ২৪৯। তীর্থে, বিবাহে, দেশবিপ্লবে, নগর ও গ্রামদাহে, অস্পৃষ্ট স্পর্ণে

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহুন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতান্তম গৃহুন্তি ভক্ষীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ২৫২ ॥
ভচ্চ মধ্যাহুস্নানবিষয়ং। তত উক্তং।
অসাত্বা তুলসীং চিত্বা দেবার্থে পিভৃকর্মাণি।
তৎ সর্বাং নিক্ষলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৫৩ ॥
অসাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোহপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্বাং নিক্ষলং ভবেৎ ॥ ২৫৪ ॥
অধ তুলশুবচয়মন্ত্রঃ।

তুলস্থয়তজন্মানি দদা স্থং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি স্থাং বরদা ভব শোভনে।
স্বদঙ্গনস্থায়ে প্রেরামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলো মলবিনাশিনি।
মোকৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে বিষ্ণোঃ সমস্তস্থ গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং লুনামি পত্রং তুলদি ক্ষমস্ব॥ ২৫৫॥

কোন দোষ হয় না। ২৫০। অনস্তর পূজার জন্য তুলসী পুপাদি আহরণ। তাহার পর বৈষ্ণব ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে প্রণামানস্তর অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্বক শ্রীতুলসী ও বথোচিত পুপা প্রভৃতি আহরণ করিবেন। যদি কোন দ্বিজ্ঞ স্নান করিয়া পুপা আহরণ করেন, তাহা হইলে সেই পুপা দেবতাগণ গ্রাহণ করেন না। উহা কাষ্ঠের শ্রায় ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ২৫২। মধ্যাহ্মসানের পর জানিতে হইবে। অতএব উক্ত হইয়াছে। দেবতার জন্ম ও পিতৃকর্ম্মে স্নান না করিয়া শ্রীতুলসী চয়ন করিলে, সে সকল নিক্ষল হয়, কিন্তু পঞ্গাব্য স্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হয়। ২৫৩। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তুলসী ছেদন পূর্বক পূজা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী হয় ও তৎকৃত কর্ম্ম সমুদায় নিক্ষল হইয়া থাকে। ২৫৪। অনস্তর তুলসীচয়ন মন্ত্র বলিতেছেন। হে শোভনে! হে তুলিসি! অমৃত হইতে ভোমার জন্ম হইয়াছে এবং

ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাণিনা।
পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যম্মেৎ সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥ ২৫৬ ॥
সংক্রান্ত্যাদো নিষিদ্ধোহপি তুলস্থবচয়ঃ স্মৃত্যো।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তিস্ত দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে ॥ ২৫৭ ॥
অথ তুলস্থবচয়নিষেধকালঃ।

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥২৫৮॥ ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা। জীবিতস্থাবিনাশায় ন বিচিন্নীত ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৫৯॥ দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিক। লুনাতি স নরো গচ্ছেমিরয়ানতিগহিতান্॥ ২৬০॥

তুমি সর্বকালেই কেশবের প্রিয়া; সেই জন্ম আমি কেশবের পূজার কারণ তোমাকে চয়ন করিতেছি, এখন ভুমি বরপ্রদা হও। হে পবিত্রাঞ্চি! হে কলিপাপবিনাশিনি! ফুদীয় অঙ্গসম্ভূত পত্র দারা আমি যে প্রকারে শ্রীহরির অর্চনা করিতে পারি, তুমি সেইরূপ কর। হে তুলিস! তুমি মোক্ষের একমাত্র হেতুম্বরূপা, ধরণীতে ভোমার সমান শ্রেষ্ঠ নাই, তুমি সর্বলোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়া, এ কারণ তাহাঁর আরাধনার জন্ম আমি তোমার শ্রেষ্ঠমঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তজ্জ্য যে অপরাধ, তাহা তুমি ক্ষমা কর। ২৫৫। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ববক শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ হস্তে একএকটী পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করতঃ উত্তমপাত্রে রাখিবে। মঞ্জরী দিদল হওয়া আবশ্যক।২৫৬। স্মৃতিতে বলিয়াছেন যে. সংক্রান্তাদিতে অর্থাৎ অমাবস্থা, পূর্ণিমা, দাদশী এবং রবিবারে তুলসী চয়ন করিতে নাই, এইমত নিষেধসত্ত্বেও বিষ্ণুভক্ত সকল কেবল मानगीर जूनगीठरान रेष्ट्रा करतन ना । २०१। अथ जूनगीठरान নিষেধকাল। হে ব্রাহ্মণগণ! বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে কখন তুলসী ছেদন করিবেন না। ২৫৮। धर्माञ्ज ব্যক্তি যদি আয়ুক্র বাসনঃ না করেন, তাহা হইলে রবিবারে দূর্ববা ও দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন দেবার্থে তুলদীচেছদো হোমার্থে দমিধান্তথা।
ইন্দুক্ষয়ে ন দূষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্ত চ॥ ২৬১॥
নিত্যমর্চ্চয়তে যো বৈ তুলস্তা কৃষ্ণমীশ্বরং।
মহাপাপানি নশুন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং॥ ২৬২॥
তুলদী ন যেষাং হরিপূজনার্থং সংপ্রাপ্যতে মাধব পুণ্যবাদরে।
ধিগ্যোবনং জীবনমর্থসন্ততিং তেষাং স্থাং নেহ চ দৃশ্যতে পরে॥
তুলদীদলচ্র্পংগ্রহণ্চ ন নির্দ্রনঃ।

বর্জ্জ্যং পয়ু গ্রিতং পুষ্পাং বর্জ্জ্যং পয়ু গ্রিতং জলং।
ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবীজলং॥ ২৬৪॥
অথ পৃষ্পাং।

তত্র হেমপুষ্পং হরেরতিপ্রিয়ং ন চাস্য কদাচিমির্মাল্যতা। "ন নির্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা"। রক্ষাদিজান্যপি

করিবেন না, করিলে আয়ুংক্ষর হইরা থাকে। ২৫৯। যে মানব দাদশীতে তুলসীপত্র এবং কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীপত্র (আমলকী) ছেদন করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় নরকে গমন করিবে। ২৬০। অমাবস্থার দেবতার নিমিত্ত তুলসীছেদন, হোমার্থে কান্তছেদন ও গরুর জন্ম তুণছেদন দোষাবহ নহে। ২৬১। যে মানব তুলসী দারা নিত্য ঈশ্বর ক্ষেকে পূজা করেন, তাহাতে তাঁহার যথন মহাপাতক নিশ্চর বিনষ্ট হয়, তথন আর উপপাতক সকলের কথা কি? বৈশাথ মাস অথবা পুণ্যদিন অক্ষয় তৃতীয়া কিংবা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা শ্রীহরিপূজার জন্য তুলসীসংগ্রহ না করে, তাহাদিগের যৌবন, জীবন ও অর্থসঞ্চরাদিতে ধিক্। তাহারা ইহকালে বা পরকালে কোন স্থখ অক্ষুত্রব করিতে সমর্থ হয় না। ২৬০। তুলসীচূর্ণ সংগ্রহ করা নির্ম্মূল নহে, এই কথা বলিতেছেন, পর্যুবিত পুপ্প ও পর্যুবিত জল পরিত্যাগ করিবে, বিষ্ণু তুলসীপত্র ও জাহ্নবীজল পর্যুবিত (বাসী) হইলে পরিত্যাগ করিবে না। ২৬৪। অথ পুপ্পাহরণ। পুপ্পের মধ্যে

সদ্বৰ্ণস্থগন্ধবন্তি তত্তৎকালোদ্ভবান্যনিষিদ্ধানি গ্ৰাহ্ণাণি। নিষিদ্ধানি কীট-কেশশ্বাদোণোপহতাপবিদ্ধশীর্ণপর্যুষিতাপক্রান্তভ্রাত-ভগ্নপত্ৰ-পতিতাগন্ধোগ্ৰগন্ধামগন্ধ-মুকুলাতিফুল্লখ্লান-চৈত্যচতুষ্পথ শিবস্থানজযাম্যাহ্যাহতানি রক্তাদীনি বর্জ্জয়েৎ॥ ২৬৫॥

## অথ বিশেষবিহিতানি।

মলিকা-যথিকাদ্বয়-কেতকী-চম্পক-কুরুবক-কুন্দ-পুরাগ-বকুল-পাটলাশোক-নীলখেত-রক্তপদ্ম-কুমুদ-জবা-বন্ধুক-করবীর দয়-কুম্কুম্-কেশর-কিংশুক-মুনিদয়-কুস্তু-জাতী-নন্যাবর্ত্ত-কুরু কাটর্রষকাতসী-শমীপুষ্প-কর্ণিকার-কোবিদারনাগকেশরত্রিসন্ধ্যা কদম্ব-শতপত্ৰ-বাণ-চূত-বিল্পপুষ্পাতিমুক্তকাদীনি

হেমপুষ্প হরির অত্যন্ত প্রিয়। হেমপুষ্প কখন নির্দ্মাল্যতা প্রাপ্ত হয় না। অতএব হেমপুষ্প হরিকে সর্ববদা প্রদান করিবে। বৃক্ষাদি জনিত, সদ্বৰ্ণ, স্থান্ধশালী ও সেই সেই কালোন্তব অনিধিদ্ধপুপা কৃষ্ণপূজার্থ গ্রহণ করিবে। কিন্তু কীট, কেশ, শ্বাস ও উর্ণা ( মাকড়শা ) কর্তৃক উপহত, অপবিদ্ধ, শীর্ণ, প্যুত্তিত, উল্লজ্জিত, আখ্রাত, ভগ্নপত্র, পতিত, অগন্ধ, উগ্রগন্ধ, আমগন্ধ, মুকুল, অতিফুল্ল, মান, চৈত্য অর্থাৎ গ্রাম্যজনপূজ্যবেদিকাবদ্ধ বৃক্ষজাত, চতুষ্পথস্থতরুজাত, শিবস্থানস্থতরুজাত, যাম্য অর্থাৎ শাশানস্থর্কজাত, অত্যকর্তৃক আহত এবং রক্তবর্ণ প্রভৃতি পুষ্পা কৃষ্ণপূজায় বর্জন করিবে। ২৬৫। অথ বিশেষ বিহিত পুষ্পসকল। মল্লিকা, ছুইরূপ যূথিকা, কেতকী, চম্পক, কুরুবক (ঝাটি) কুন্দ, পুয়াগ (নাগকেশর বা খেতোৎপল) বকুল, পাটল (পারুল) অশোক, নীলপীত-শ্বেত ও রক্তবর্ণ পদ্ম, কুমুদ (খেত ও রক্তোৎপল) জবা, বন্ধূক (বন্ধুজীবকপুপ্প) করবীরদ্বয়, কুম্কুম, কেশর (নাগেশর চম্পক) কিংশুক (পলাশ) মুনিদ্বর (খেত রক্ত বক পুপ্প) কুস্তু, জাতী, নন্দ্যাবর্ত্ত (তগর) (খেতখদিরাদি) অটরমক (বাসক) অতসী, শমীপুষ্পা

আরণ্যানি চ প্রশস্তানি। মল্লিকাহোরাত্রং নিবেদ্যা। শম্পাক যথিকেরাত্রো। নন্দ্যাবর্ত্তমর্দ্ধরাত্রে। প্রাতর্মালতী। ইতরাণি দিবা। জাত্যাদি পুষ্পমালাবিতানানি চ প্রশস্তানি॥ ২৬৬॥ অথ বিশেষ নিষিদ্ধানি।

অর্ক-ধূস্ত র-শাল্মলী-শিরীষ-কপিশ্ব-বিভীতক-করঞ্জ-কাঞ্চনার কৃটজ-কোরটকাদীনি। কর্বীরদ্বয়ঞ্চ গৃহে নিষিদ্ধং। "ন গৃহে করবীরস্থৈঃ কুস্থ নৈরচ্চিয়েদ্ধরিমিতি।" ন চাত্র করবীরকুস্থ নৈ-গৃহে ন হরিমর্চিয়েদিত্যস্বয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ শিস্তাচারবিরোধাৎ অতো গৃহে জাতং যৎ করবীরদ্বয়ং তৎস্থৈরিতি যোজনীয়ং। বন্ধু ক

(শাঁইবাব্লা) কর্ণিকার, কোবিদার (কাঞ্চন) নাগকেশর, ত্রিসন্ধ্যা, কদম্ব, শতপত্ৰ, বাণ (নীলঝাঁটি) ভূত, অতিমুক্তক (মাধবী) প্ৰভৃতি পুষ্পা সকল অতি প্রশস্ত। বনোন্তবপুষ্পা প্রশস্ত। সমস্ত মল্লিকাই অহোরাত্র নিবেদনযোগ্য। শম্পাক অর্থাৎ সেঁাদাল ও যূথিকা রাত্রিতে নিবেদনযোগ্য। নন্দ্যাবর্ত্ত অর্দ্ধরাত্রে, প্রাতঃকালে মালতী ও অন্যান্ত পুপ্পসমূহ দিবায় নিবেদন করিবে। জাতীশমী প্রভৃতি পুষ্প সকল শয্যার নিমিত্ত প্রশস্ত। অথ বিশেষ নিষিদ্ধ পুষ্পসকল। অর্ক ( আকন্দ ) ধুস্ত র, শাল্মলী ( শিমূল ) শিরীশ, কপিখ, বিভীতক (বয়ড়া) করঞ্জ (করম্চা) কাঞ্চনার, কূটজ (কুরচি) ও কোরটক (কুঁড়ি) প্রভৃতি কুস্থম সকল নিষিদ্ধ। গৃহজাত করবীরদ্বয় নিষিদ্ধ। গৃহকরবীরস্থ পুষ্পাদ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করিবে না। এস্থলে করবীর পুষ্পদারা গৃহে হরিকে পূজা করিবে না, এই অম্বয় শঙ্কা করিও না, যেহেতু ইহা সদাচার বিরুদ্ধ। অতএব গৃহে জাত যে ছুই করবীর সেই পুষ্পদারা হরিকে পূজা করিবে না, এইমত অম্বর যোজনা করিতে হইবেই হইবে। বন্ধূক-করবীর কোনক্রমেই গৃহে রোপণ করিবে না। বন্ধৃক জবা প্রভৃতি পুষ্প নিষেধ কেবল বিহিত পুষ্পের অলাভ অভিপ্রায়ে জানিতে হইবে। বিহিতের অলাভ হইলে করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিদিতি। বন্ধূকজবাদি নিষেধস্ত কেবলবিহিতপুষ্পালাভাভিপ্রায়েণ। "বিহিত প্রতি-ষিদ্ধৈস্ত বিহিতালাভতোহর্চ্চয়েদিতিপত্রাণি আমলকী-মুনি-বিশ্ব-শমী-কুশ-চূতাদিভবানি। অঙ্কুরাশ্চ দূর্ববাঙ্কুরাদয়ঃ॥ ২৬৭॥

বিহিতকুস্থমালাতে ওড়ুপুস্পাদিনাত্বপি।
অর্চমেন্ত গবদ্বিষ্ণুং প্রাক্ষণো বিষ্ণুতৎপরঃ।
বিল্পপ্রেং শমীপত্রং কুশপত্রঞ্চ বৈষ্ণবঃ।
নার্পম্বের ভক্তাঃ নাতিশস্তং বিধানতঃ॥ ২৬৮॥
মূদাসনঃ কুশকরো বৈষ্ণবোন ভবেদ্বিজ।
ইত্যাদিমুনিবাক্যন্ত প্রমাণমেব তত্র হি॥ ২৬৯॥
প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশং।
জলজং সপ্তরাজ্রাণি ষ্ণাাসন্ত বকং তথা।
অবচায়োত্রের কালে জ্যেমেতদ্বিচক্ষণৈঃ॥ ২৭০॥

বিহিত প্রতিষিদ্ধ দারা পূজা করিবে। যে সকল পূজা শাস্ত্রে বিহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যেও আবার যে সকলের নিষেধ করিয়াছেন, বিহিত পুজের অভাবে ঐ সকল বিহিত মধ্যে নিষিদ্ধ পূজা গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু যে সকল পূজা একবারে নিষিদ্ধ, সে সকল পূজা কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমলকী, মুনি, বিল্ল, শমী, কুশ ও চূতাদিজনিত পত্র সকল পূজায় প্রশস্ত । অঙ্কুর অর্থাৎ দূর্ববাঙ্কুরাদি পূজাকার্য্যে প্রশস্ত । ২৬৭। বিহিত পুজের অলাভে বিষ্ণুতৎপর ব্রাহ্মণ জবাপুজাদি দারা ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করিবেন। অত্যন্ত প্রশস্ত্র বিধি নহে বলিয়া বৈষ্ণুব ব্যক্তি হরিকে বিল্পত্র শমীপত্র ও কুশপত্র অর্পণ করিবে না। ২৬৮। হরিপূজায় মৃদাসন ও কুশকর বিহিত নয়। ইত্যাদি মুনিবাক্য তথায় প্রমাণ আছে। ২৬৯। জাতীপুজা এক প্রহরকাল থাকে। করবীর দিবারাত্রি। পদ্ম সপ্ত রাত্রি। বক ছয়মাস পর্যান্ত থাকে।

## व्यथं वस्त्रभात्रगविधिः।

অধীতং কারুধোতং বা পরেত্যুর্ধোতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কোপীনঞ্চ পরিত্যুক্তেই।
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদ্যাহ কদাচন।
নয়ো মলিনবস্ত্রঃ স্থাই নগ্রুক্সটস্তথা।
নগ্রুক্ষ শৃতবস্ত্রঃ স্থানগ্রের্ক্সটস্তথা।
দিকচ্ছোই মুক্তরীয়শ্চ নগ্রশ্চাবস্ত্র এব চ।
একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদেবতার্চ্চনং।
শুক্রবাসা ভবেনিত্যং রক্তকৈব বিবর্জ্জয়েই।
ধৌতাধোতং তথা দগ্রং সন্ধিতং রজকাহতং।
শুক্রমুক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি।
অগ্রিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাক্ষণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চত্র্পাং ন কুতো দোষো ব্রক্ষণা পরমেষ্ঠিনা॥ ২৭১॥

চয়নের পর হইতে এই নিয়ম জানিতে হইবে। ২৭০। অনন্তর বস্ত্র ধারণ ব্যবস্থা বলিতেছেন। অর্থোত, রজকধোত, পরদিবসধোত, কাষায়, মলিনবস্ত্র ও কোপীন পরিধান করিবে না। আর্দ্র (ভিজা) বসন কখন পরিধান করিবে না। যাঁহার বস্ত্র মলিন তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বসন সাধারণ পরিমাণে অর্দ্ধ তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বস্ত্র পক্ষয়ত ও পকত্বন্ধ লিপ্ত তিনি উলঙ্গ, যিনি দিকচ্ছ তিনি উলঙ্গ, যাঁহার উত্তরীয় হীন বসন পরিধান তিনি উলঙ্গ ও যাঁহার বস্ত্র পরিধান নাই তিনি দিগস্বর। একবস্ত্র পরিধানপূর্ববক ভোজন ও দেবতার্চ্চন করিবে না। সর্ববদা শুক্রবসন পরিধান করিবে। কদাচ রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে না। মেবলোমজাত বস্ত্র ধোত হউক বা অধোত হউক, দম্ম হউক, বা সন্ধ্বিত (সেলাইকরা) হউক, রজকের গৃহ হইতে

দিবসস্থ দিতীয়েহংশে বেদাভ্যসনমাচরেৎ।
মীমাংসাতর্ক ধর্মার্থশাস্ত্রাদীনামপি দ্বিজঃ।
সালস্কারঃ স্বচ্ছমনাঃ সংপশ্যেমঙ্গলাইকং।
গোভূবিপ্রাম্বহেমত্র্যমণিস্নেহ নৃপানিতি।
ইতি দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্যং॥ ২৭২॥
ইতি শ্রীমন্তগবদ্ধকানুচর শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিনির্বিচিতায়াং শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিগ্যাং
দ্বিতীয়স্তরঙ্গঃ॥ ২॥

আনীত হউক, কিম্বা শুক্র-মূত্র-বিষ্ঠা লিপ্ত হউক, তথাপি পরম পবিত্র। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা অগ্নি, মেষলোমজাতবসন, ব্রাহ্মণ এবং কুশ এই চারিকে অপবিত্র করেন না, অর্থাৎ এই চারিতে দোষার্পণ করেন নাই। ২৭১। দিবসে দিতীয়ভাগ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দিতীয় যামার্দ্ধে বেদপাঠ করিয়া মীমাংসা, তর্ক, ধর্ম্মশান্ত্র, অর্থশান্ত্রাদির আলোচনাপূর্ববক কুগুলাদি ভূষণে ভূষিত হইয়া শুদ্ধমানসে গো, ভূমি, ব্রাহ্মণ, তীর্থোদক, কাঞ্চন, সূর্য্য, স্বত ও রাজাকে দর্শন করিবে। ইহাকেই মঙ্গলাফ্টক কহে। এই দিতীর যামার্দ্ধ কৃত্য। ২৭২।

শ্রীমন্তগবন্তক্তাসুচর-শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামি বিরচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় তরঙ্গ সম্পূর্ণ হইল ॥ ২ ॥